উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ সোমবার ৪.০০ টাকা 4 December 2023 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in APD

রাজনীতিতে আসার জল্পনা বাড়ালেন

সাতের পাতায়

শ্রেয়সের ব্যাটে ভারতের ‘সূর্যোদয়’

বারোর পাতায়

স্কোর ৩-১

মধ্যপ্রদেশ
মোট আসন ২৩০
ম্যাজিক ফিগার ১১৬
- বিজেপি ১৬৩
- কংগ্রেস ৬৬
- অন্যান্য ১

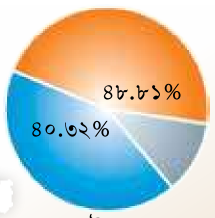

ভোটের হার

রাজস্থান
মোট আসন ১৯৯
ম্যাজিক ফিগার ১০০
- বিজেপি ১১৫
- কংগ্রেস ৭০
- অন্যান্য ১৪

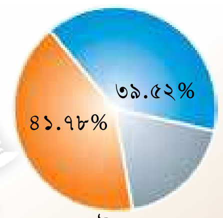

ভোটের হার

ছত্তিশগড়
মোট আসন ৯০
ম্যাজিক ফিগার ৪৬
- বিজেপি ৫৪
- কংগ্রেস ৩৫
- অন্যান্য ১

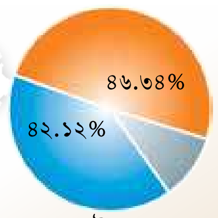

ভোটের হার

তেলেঙ্গানা
মোট আসন ১১৯
ম্যাজিক ফিগার ৬০
- কংগ্রেস ৬৫
- বিআরএস ৩৯
- বিজেপি ৮
- মিম ৭

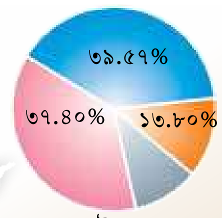

ভোটের হার

মোজামুজি

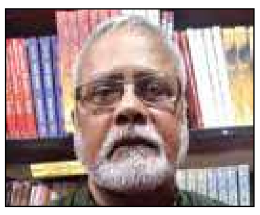

হিন্দুত্ব তাসে হিন্দি বলয়ে মোদির টেক্কা, দক্ষিণে নয়

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সংক্ষেপে বিষয়টা এরকম- হিন্দি বলয় যদি মোদির হয়, তাহলে দক্ষিণ রাহুলের। চার রাজ্যের বিধানসভার ফলকে এছাড়া আরও কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে।

প্রথমত, বিজেপির এক এবং অদ্বিতীয়ম প্রচারক নরেন্দ্র মোদি অন্তত দলের ভিতরে-বাইরে মোদি ম্যাজিক সংক্রান্ত প্রশ্নকে আপাতত ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম। দ্বিতীয়, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে ভোটের বাজারে মোদি কথিত সেই রেউড়ি সংস্কৃতিই বিজেপিকে সাফল্য এনে দিল। তৃতীয়ত, এ ফল অবশ্যই লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে অনেকটাই উজ্জীবিত করবে। এবং কংগ্রেসকে বিরোধী জোটে সহযোগীদের মর্যাদা দিতে, তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলার শিক্ষাটিও দেবে। চতুর্থত, এটাও পরিষ্কার, হিন্দি বলয় বিজেপির অনেকটা অটুট থাকলেও দাক্ষিণাত্য তাদের সম্পূর্ণ হাতছাড়া। হিন্দি বলয়ে বিজেপির হিন্দুত্ব তাস কিছুটা সুফল দিলেও, দক্ষিণে তা প্রত্যাখ্যাত।

প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রসঙ্গে প্রথমে আসা যাক। কয়েক মাস আগে কর্ণাটকে বিজেপির হারের পর মোদি ম্যাজিক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রশ্নটি প্রথম তুলে দিয়েছিল স্বয়ং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। বিজেপি কর্মীদের সংঘ পরামর্শ দিয়েছিল, শুধু প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভর করে নয়, ভোটে জিততে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। সংঘের পরামর্শটি মোদির মতো মানুষের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। বরং তাঁর ইগোতে ঘা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। মোদি মন থেকে এটি মেনে নেনওনি।

চারটি রাজ্যের নির্বাচনেই বিজেপি কোনও মুখ্যমন্ত্রী মুখ তুলে ধরেনি। বরং মোদি চারটি রাজ্যেই নিজেকেই প্রচারের প্রধান মুখ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এতে ঝুঁকি ছিল। হারলে মোদির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠে যেত। কিন্তু যো জিতা ওহি সিকন্দর।

তবে, সবটাই যে মোদি ম্যাজিক তা-ও নয়। মধ্যপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যে মামা শিবরাজ সিং চৌহানের লাডলি বহেনার মতো প্রকল্প, যা কার্যত এই রাজ্যের কন্যাশ্রী-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নামান্তর,

এরপর দশের পাতায়

ভোটের আরও খবর

বঙ্গে উজ্জীবিত পদ্ম, চাপে ঘাসফুল

সাতের পাতায়

ফেব্রুয়ারিতে লোকসভা ভোট চাইতে পারে বিজেপি

সাতের পাতায়

হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি মোদির

পাঁচের পাতায়

> এই ফল বুঝিয়ে দিয়েছে বিজেপি যে সুশাসন ও উন্নয়নের জন্য পরিচিত, মানুষ তার সঙ্গেই থাকতে চান।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

> মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানের জনাদেশ আমি নতভাবে মেনে নিচ্ছি। এই লড়াই জারি থাকবে।
>
> **রাহুল গান্ধি**

নমোনামা

গেরুয়া গোবলয় কংগ্রেস তেলেঙ্গানায়

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : জয় সেই মোদি ম্যাজিকেরই। হার কংগ্রেসের আত্মতুষ্টির। চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে দেশ আড়াআড়ি বিভক্ত। গোবলয়ে যদি গেরুয়া ঝড় উঠে থাকে, তবে দাক্ষিণাত্য পদ্মশূন্যই থেকে গেল। দাঁত ফোটাতেও পারল না তেলেঙ্গানায়। কিন্তু সদ্যসমাপ্ত এই নির্বাচনকে লোকসভা ভোটের সেমিফাইনাল ধরলে কংগ্রেস তো বটেই, বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ জোটের ভবিষ্যৎ চরম সংকটে।

বিজেপির জয়রথের অপ্রতিরোধ্য গতির সামনে দুই রাজ্য রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের সরকার থেকে উৎখাত হল কংগ্রেস। গত বিধানসভা ভোটেও প্রথমে কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশ দখল করেছিল। পরে বিজেপি ছিনিয়ে নেয়। সেই তথ্য ধরলে মধ্যপ্রদেশে আগের বারের ফল ধরে রাখতে ব্যর্থ কংগ্রেস। রবিবার চার রাজ্যের ফলাফলের স্কোর ৩-১। মধ্যপ্রদেশ ধরে রেখেছে বিজেপি। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে উচ্ছেদ করেছে কংগ্রেসকে।

একমাত্র তেলেঙ্গানা যেন কংগ্রেসের সান্ত্বনা পুরস্কার। দক্ষিণের

নতজানু। তিন রাজ্য মুঠোয় নেওয়ার পর বিজেপির সদর দপ্তরে সমর্থকদের সভায় নরেন্দ্র মোদি। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

এই রাজ্যটিতে বিজেপি নয়, কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)। এই ফলাফলে স্পষ্ট, জনকল্যাণে ব্যর্থ হলে, দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে গণপ্রত্যাখ্যান অবধারিত। এই সত্য তেলেঙ্গানায় যেমন, তেমনই রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে স্পষ্ট। ঢেলে ‘রেউড়ি’ সংস্কৃতির চাষ করেও এই দুটি রাজ্য দখলে রাখতে ব্যর্থ কংগ্রেস।

তবে নরেন্দ্র মোদি এই সংস্কৃতির বিরোধী হলেও শিবরাজ সিং চৌহান সরকারের রেউড়িই যে শেষপর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে বাজিমাত করল, তার অন্যতম কারণ, কংগ্রেসের আত্মতুষ্টি ও সাংগঠনিক দুর্বলতা। অন্য বিরোধী দলগুলি সম্পর্কে ছুঁতমার্গ এবং দাদাগিরির মনোভাবও কংগ্রেসের বিপর্যয়ের আরেক কারণ। তাছাড়া গোষ্ঠীকোন্দল বিজেপি ও কংগ্রেস, উভয় শিবিরে থাকলেও মোদির দল যেভাবে সামলেছে, খাড়গেরা তা পারেননি।

তার সঙ্গে ছিল এই তিন রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবাদের তাসের গেরুয়া-সাফল্য। দলের এই নজরকাড়া সাফল্যকে বিজেপি ইতিমধ্যে ‘মোদির গ্যারান্টি’র জয় বলে প্রচার শুরু করেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও যে এই ‘গ্যারান্টি’ পদ্ম শিবিরের তুরুপের তাস হতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেদের জাতিগত জনগণনা, মোদি-আদানি যোগের প্রচার এমনকি ‘পনৌতি’ কটাক্ষেও আস্থা রাখেনি হিন্দি বলয়ের জনতা।

এরপর দশের পাতায়

জয় পরাজয়ের নেপথ্যে ৫ কারণ

- মুখ্যমন্ত্রী নয়, বিজেপির প্রচারে প্রধান মুখ ছিলেন মোদি। সেই মোদি-ম্যাজিকেই বাজিমাত
- মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে উগ্র হিন্দুত্বের তাস খেলে সফল গেরুয়া শিবির
- মধ্যপ্রদেশে জনমুখী প্রকল্পের প্রতিশ্রুতিতে দারুণ সাড়া
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, জোট শরিকদের আসন না ছাড়ার ফল ভুগল কংগ্রেস। ছত্তিশগড়ে ভূপেশের মুখ পুড়িয়েছে মহাদেব বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারি
- আড়াল থেকে বিআরএস-কে সমর্থন করায় তেলেঙ্গানায় ব্যাকফুটে বিজেপি

মাসে ১০ শতাংশ সুদের টোপে প্রতারণা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৩ ডিসেম্বর : কোনও পরিচিত ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখলে আপনি কত টাকা সুদ হিসেবে পেতে পারেন? কোথাও বছরে ৩ শতাংশের কাছাকাছি, কোথাও বা আরও একটু বেশি। আবার দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সেই সুদের হার আরও একটু বেশি। ৭ শতাংশের কাছাকাছি। ডাকঘরে সেই সুদের হার আরেকটু বেশি। আর শামুকতলার সেই মহিলা কত সুদ দিতেন? ১০ শতাংশ। তাও আবার বছরে নয়। প্রতি মাসে। চক্রবৃদ্ধি হারে সেই সুদের অঙ্কটা কোথায় গিয়ে পৌঁছোত তাহলে?

এই বিপুল অঙ্কের টাকার টোপটা তাই সামলাতে পারেননি অনেকেই। দুধের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কাপড়ের দোকানদার, অথবা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, সকলেই সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন। প্রথমে অল্প টাকা দিয়ে ফেরত পেয়েছেন। ক্রমে টাকার অঙ্কটা বেড়েছে। শেষমেশ মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছেন সেই মহিলা। প্রতারিতদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বেশি সুদ পাওয়ার আশায় অনেকেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে বা ডাকঘরে জমানো টাকা তুলে নিয়ে এসে ওই মহিলার কাছে দিয়েছিলেন। একাধিক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী তো প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকেও টাকা তুলে দিয়েছেন। আবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে সেই টাকা ওই মহিলাকে দিয়েছেন মোটা সুদের আশায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রতারণার এই কারবার নাকি শুরুই হয়েছিল স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিয়ে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রথমে টার্গেট করেছিলেন ওই মহিলা। তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করার পরেই তিনি অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের থেকেও টাকা তুলেছেন। ওই মহিলা টাকা নিয়ে গায়েব হওয়ার পর শামুকতলা থানা এলাকার বেশ কয়েকজন চোখে অন্ধকার দেখছেন। আবার অনেকেই কিন্তু এর আগে টাকা জমা রেখে মোটা সুদ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ঠিক সময়ে সরে পড়তে পেরেছিলেন। তাই শেষ দফায় তাঁদের টাকা আর মার যায়নি। ওই মহিলা ছাড়া এই কারবারে ‘লাভবান’ বলতে গেলে তাঁরাই। তবে এত টাকা বাজার থেকে তুলে কোথায় গচ্ছিত করেছেন ওই মহিলা, সেটা নিয়ে রীতিমতো ধন্দে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

একেকজনের জমা রাখা টাকার অঙ্কটা শুনলে অবাক হতে হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক সংঘ নেত্রী ৩৫ লক্ষ টাকা জমা রেখেছিলেন। এক দুধ ব্যবসায়ী ৭ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিলেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যুৎকর্মী প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। এক কাপড় ব্যবসায়ী দিয়েছিলেন ৬ লক্ষ টাকা।

এরপর দশের পাতায়

লোভে সর্বনাশ

- প্রতারিতদের তালিকায় রয়েছেন এলাকার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং জনপ্রতিনিধি
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক সংঘ নেত্রী ৩৫ লক্ষ টাকা জমা রেখেছিলেন
- এক দুধ ব্যবসায়ী ৭ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিলেন
- এক কাপড় ব্যবসায়ী দিয়েছিলেন ৬ লক্ষ টাকা
- বেলতলা এলাকার এক বাসিন্দা ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন

রেলের কোয়ার্টারে বিজেপির অফিস

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩ ডিসেম্বর : এ যেন অনেকটা হযবরল গল্পের ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়ালের মতো কাহিনী। ছিল রেলের কোয়ার্টার, হয়ে গেল বিজেপির পার্টি অফিস। কাণ্ডটা মাদারিহাটের।

যদিও এই সরকারি সম্পত্তি দখলের অভিযোগ আজকের নয়। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অনেকদিন ধরেই রেলের কোয়ার্টার দখল করে বিজেপির দলীয় কার্যকলাপ চলছিল। তাহলে এখন কী হয়েছে? এবার সেই কোয়ার্টার ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে সংস্কার করার কাজ শুরু করেছে বিজেপি। পদ্ম শিবিরের অন্দরমহলের খবর, এই কাজের জন্য আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা সংখ্যালঘু দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা ৫০ হাজার টাকাও দিয়েছেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, যে কোয়ার্টার দখল করে বিজেপি নিজেদের অফিস তৈরি করছে, সেই কোয়ার্টারে কয়েক বছর আগেও রেলের কর্মীরা থাকতেন। যদিও সম্প্রতি আর কেউ সেখানে থাকেন না। এখন সেই কোয়ার্টারের বেহাল দশা। সেকারণেই হয়তো রেলের কর্মীরা সেই কোয়ার্টার ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আর এই সুযোগে বিজেপি কোয়ার্টারটি দখল করে নিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, পরিত্যক্ত হলেও তা তো আদতে রেলের সম্পত্তি। তাহলে এমনটা ঘটার পরেও রেলের তরফ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন?

মাদারিহাটে বিজেপির দলীয় কার্যালয় তৈরি হচ্ছে রেলের কোয়ার্টারে।

আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতমকে ফোন করলেও তিনি ধরেননি। তার মোবাইল ফোনে মেসেজ করলেও উত্তর দেননি। ফলে এব্যাপারে তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

এদিকে, বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব কার্যত দখলের অভিযোগ মেনেই নিয়েছে। দলের মাদারিহাট ১৮ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি অনুপম ভারতী জানালেন, ‘ওই কোয়ার্টার বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত ছিল। আমরা পরিত্যক্ত কোয়ার্টারটি মেরামত করে নিচ্ছি। তবে এরজন্য রেলের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। রেল আমাদের চিঠি করলে তার জবাব আমরা দেব।’ তাঁর আরও দাবি, ওই বেহাল কোয়ার্টার মেরামতের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড় করা হয়েছে

এরপর দশের পাতায়

বচ্চনের মঞ্চে আলো ছড়ালেন আলোলিকা

সন্তু চৌধুরী

মালবাজার, ৩ ডিসেম্বর : অত্যন্ত জনপ্রিয় কুইজ শো কৌন বনেগা ক্রোড়পতিতে যাবার স্বপ্ন অনেকেরই থাকে। কিন্তু পৌঁছাতে পারেন ক'জন? ১৮ বছরের চেষ্টায় সেই স্বপ্নই সফল করেছেন মালবাজারের মেয়ে আলোলিকা ভট্টাচার্য গুহ। প্রধানত মায়ের অনুপ্রেরণায় এবং স্বামী, শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির সদস্যদের সহযোগিতায় তাঁর এই কেবিসির যাত্রা সফল বলে জানিয়েছেন আলোলিকা। এই মেগা কুইজ কনটেস্ট থেকে তাঁর প্রাপ্তি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই টাকা দিয়ে তিনি তাঁর চার বছরের ছেলে অর্ক গুহর পড়াশোনায় এবং বাবা-মায়ের বাড়ি তৈরির জন্য ভাইকে সাহায্য করতে চান।

আলোলিকা জলপাইগুড়ি এসি কলেজ থেকে জুওলজি অনার্স নিয়ে পাশ করার পর গৃহশিক্ষকতা করতেন। পাশাপাশি মালবাজারের সিজার স্কুলেও পড়াতেন। তাঁর পড়াশোনাও এই স্কুলেই। বর্তমানে তিনি আইসিডিএস প্রকল্পের সুপারভাইজার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছেন জানুয়ারিতে সরকারি পদে যোগ দেওয়ার।

কৌন বনেগা ক্রোড়পতির শোতে মালবাজারের মেয়ে আলোলিকা ভট্টাচার্য গুহ।

মালবাজারের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদনগর কলোনিতে আলোলিকার বাবার বাড়ি। বিয়ে হয়েছে বছর পাঁচেক। স্বামী পিনাকী গুহ কলকাতায় বেসরকারি ফার্মে কর্মরত। আলোলিকার সঙ্গে মুম্বইয়ে গিয়েছিলেন ভাই অয়ন ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'দিদির স্বপ্ন সফল। আমরাও সবাই খুশি।'

আলোলিকার মা একসময় থিয়েটার করতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল টিভিতে অভিনয় করার। কিন্তু বিয়ের পর তা সম্ভব হয়নি। তাই চাইতেন মেয়েকে যাতে একবার অন্তত টিভির পর্দায় দেখা যায়। সেই যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল ১৮ বছর আগে। বেশ কিছু বছর আগে কেবিসির গ্রাউন্ড অডিশনে সিলেক্ট হলেও ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। সুযোগ আসে এই বছর প্রি-রেজিস্ট্রেশন করার পর। দু'দুবার লটারি এবং টেলিফোনিক অডিশন হয়। সেখানে নির্বাচিত হয়ে মে মাসে হঠাৎ খবর আসে অডিশন দিতে যেতে হবে মুম্বইয়ে। কিন্তু ট্রেনের টিকিট না পেয়ে এবং ফ্লাইটের ভাড়া জোগাড় করতে না পেরে অডিশন দিতে যেতে পারেননি। হতাশ হয়ে পড়েছিলেন আলোলিকা। কিন্তু জুন মাসে হঠাৎ আবার ফোন আসে অনলাইন অডিশনের জন্য। সেই ধাপ পেরিয়ে দু'দুবার পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের পর সেপ্টেম্বর মাসে ফাইনাল শুটিংয়ের জন্য সুযোগ পান। আর সেখান থেকেই পৌঁছে যান অমিতাভ বচ্চনের বিপরীতে হট সিটে। জীবনের যাত্রাপথের গল্প শুনিয়ে মাত করে দেন অমিতাভ বচ্চন সহ দর্শকদেরও। ফোন ফ্রেন্ড অপশনে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সিজার স্কুলের শিক্ষক সুদীপ মজুমদারকে। আলোলিকার কথায়, 'আমার এই যাত্রা পথে সবাই খুব সহযোগিতা করেছেন। সবার প্রতি আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব।'

আলোলিকা মঞ্চ থেকেই 'জয় হো কেবিসি' ধ্বনি তোলেন। তাঁর সহজ-সরল বাচনভঙ্গি, তাঁর কেবিসির যাত্রাপথের কাহিনী গম্ভীর থাকতে দেয়নি অ্যাংরি ইয়ংম্যানকেও। এপিসোড সম্প্রচারিত হওয়ার পর শনিবার বিগ বি এপিসোডের ক্লিপিংস তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেন, যার ট্যাগলাইন ছিল জয় হো।

সব মিলিয়ে কেবিসিতে গিয়ে রাতারাতি স্টার মালবাজারের এই কন্যা। প্রতিনিয়ত ফোন আসছে বিভিন্ন মিডিয়া হাউস থেকে এবং ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ফলোয়ার। তবে এই সব কিছুর কৃতিত্বই আলোলিকা দিচ্ছেন তাঁর আপনজনদের।

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব চক্রবর্তীর কথায়, আলোলিকা প্রমাণ করল ইচ্ছে আর চেষ্টা থাকলে সফলতা আসবেই। দেরি হতে পারে কিন্তু আসবেই নিশ্চিত।

যাত্রাপথের কাহিনী

- প্রথমে এবছর প্রি-রেজিস্ট্রেশন করা হয়
- দু-দু'বার লটারি এবং টেলিফোনিক অডিশন হয়
- সেখানে নির্বাচিত হয়ে মে মাসে অডিশন দেওয়ার সুযোগ
- আর্থিক সমস্যায় মুম্বই যেতে পারেননি
- ফের জুন মাসে অনলাইন অডিশনের সুযোগ
- তারপর দু-দু'বার পার্সোনাল ইন্টারভিউ
- সেপ্টেম্বর মাসে ফাইনাল শুটিংয়ের জন্য সুযোগ
- বচ্চনের বিখ্যাত শোতে জিতে নেন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

হনুমান মন্দিরে পুজোর দায়িত্বে মুসলিমরা

বেঙ্গালুরু, ৩ ডিসেম্বর : ধর্মবিশ্বাস ভেদে আলাদা হয় প্রার্থনার স্থান। হিন্দুরা যেমন ভক্তিভরে মন্দিরে পুজো দেন, মুসলিমরাও তেমনই নমাজ পড়তে যান মসজিদে। কিন্তু দেশে এমনও কিছু মন্দির রয়েছে, যেখানে একইসঙ্গে প্রার্থনা করেন হিন্দু-মুসলিম উভয়ই। দক্ষিণের এই হনুমান মন্দিরেও ধরা পড়ে সেই ছবি। বলা ভালো, এই মন্দিরে পুজোর অধিকাংশ দায়িত্বই সামলান মুসলিমরা।

কর্ণাটকের গাদাগ জেলার লক্ষেশ্বর হনুমান মন্দিরে ধরা পড়ে এমনই সম্প্রীতির ছবি। মন্দিরের প্রধান আরাধ্য হনুমান। বিগ্রহের আরতি করা থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় কাজ সবই মুসলিমরা করেন। হিন্দুরাও এতে কোনও আপত্তি তোলেন না। বরং খুশিমনে তাঁরাও হনুমানপুজোয় শামিল হন। আর এমনটা হয়ে আসছে প্রায় ১৫০ বছর ধরে। এক সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, ওই অঞ্চলে বহু হিন্দু-মুসলিমের বাস। তাঁরা সকলেই মিলেমিশে থাকেন। তাই এলাকার এই প্রসিদ্ধ মন্দিরেও দুই সম্প্রদায়ের মানুষের অবাধ বিচরণ চোখে পড়ে।

প্রতিদিন মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে ভিড় জমান। সেক্ষেত্রেও কোনও ধর্মীয় বেড়াজাল নেই। যে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ এই মন্দিরে এসে পুজো দিতে পারেন।

শহরে জিমনাস্টিক্স দেখাচ্ছেন 'ব্যায়ামওয়ালা' বাপি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : নেশাটাকেই যখন পেশা বানিয়ে নেওয়া যায়, তখন যে কাজই করা হোক না কেন তাতে শান্তি মেলে। একটা সময় গ্যারাজে কাজ করলেও বর্তমানে শহরের রাস্তায় জিমনাস্টিক্স দেখিয়ে বাপি সরকারের নাম হয়ে উঠেছে 'ব্যায়ামওয়ালা'। ফাড়াবাড়ির বাসিন্দা বাপি সারাদিন শহরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে ব্যায়াম, শরীরের নানান কলা-কৌশল দেখান। অনেকেই অবাক হয়ে তাঁর এই কর্মকাণ্ড দেখেন আবার কেউ কেউ সেই প্রদর্শনী মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করে নেন।

জিমনাস্টিকের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই বাপির। টিভি, মোবাইলে দেখেই তিনি সবটা শিখেছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাকি বন্ধুদের তুলনায় অনেকটাই বেশি নমনীয় ছিলেন। যেমন হাতের উপর ভর দিয়ে উলটো হয়ে চলা, মাথার উপর পা দুটোকে তুলে ধরা, বিভিন্ন কায়দায় হাতগুলোকে মোড়ানো এগুলি ছিল তাঁর নখদর্পণে। তবে ছোটবেলায় নিজের এই প্রতিভাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও, পরবর্তীতে যখন দেখেন তাঁরই মতো শরীরচর্চা করে অনেকেই সুযোগ পাচ্ছেন বিভিন্ন রিয়েলিটি শো-তে। তখন থেকে নিজের প্রতিভাকে সবার সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বাড়িতে বাবা-মা রয়েছেন। দুঃস্থ পরিবারের এই ছেলের চোখে এখন অনেক স্বপ্ন।

বাপি সরকার।

তাই নিয়ম করে প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে একটি ব্যাগে এক বোতল জল ও নিজের কিছু ছবি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। এরপর শহরের যেখানে জায়গা পান সেখানেই ব্যায়ামের নানান কলা-কৌশল দেখিয়ে নতুন প্রজন্মকে শরীরচর্চার বার্তা দেন তিনি। অনেকেই তাঁর ব্যায়াম দেখে তাঁকে উৎসাহ দিতে কিছু টাকাও দেন। আবার কেউ কেউ শুধু দেখেই চলে যান।

শনিবার শিলিগুড়ি এসএফ রোডে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন শারীরিক কলা প্রদর্শন করছিলেন বাপি। তাঁকে অনেকেই ঘিরে ছিল। কিছুক্ষণ কলাকৌশল দেখানোর পর অনেকেই দশ টাকার নোট তাঁকে দিলে খুশির সঙ্গে টাকাগুলো গুনতে গুনতে বাপি বলছিলেন, 'ব্যায়াম করতে আমার খুব ভালো লাগে। তাই কাজ ছেড়ে দিয়ে এটাকেই নিজের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি। অনেকেই দেখে প্রশংসা করেন, আবার অনেকে আমার ভিডিও বানান। যদিও কেউ কেউ হাসিঠাট্টাও করে, তখন একটু খারাপ লাগে। সারাদিনই শহরে ঘুরে ঘুরে জিমনাস্টিক্স দেখিয়ে যা উপার্জন করি, তাতেই আমি খুশি। যতদিন পারব এই কাজই করব।'

হাজারিবাগে অনুষ্ঠানের পর ভোটবাড়ির যোগব্যায়ামের দল।

শা'র সামনে সেরা ভোটবাড়ি যোগ সেন্টার

গৌতম সরকার ও সজল দে

মেখলিগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ থেকে ৬৪৭ কিলোমিটার দূরে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে মাইকে প্রচারিত হল মেখলিগঞ্জের নাম। যা শুনে নিজের কানকেই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না উপস্থিত বাপ্পা রায়ের মতো অনেকেই। আর শেষে আর্থিক পুরস্কার। সব মিলিয়ে রাজ্য ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যেও মেখলিগঞ্জ-ভোটবাড়ি যোগ সেন্টারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর আধিকারিক থেকে দর্শকরা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সামনে যোগব্যায়াম প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে নিজেদের উজাড় করে দেয় ওরা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও যোগব্যায়াম দেখে খুশি হয়ে নগদ এক হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেন সঞ্জয় রায়দের। এই খবরে এলাকায় পৌঁছাতেই খুশির হাওয়া মেখলিগঞ্জজুড়ে।

সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে মূল অনুষ্ঠান ছিল বৃহস্পতিবার। যেখানে গোটা দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী সহ বেশ কয়েকটি দল অংশ নিয়েছিল। যারা তাদের কার্যক্রম তুলে ধরে। এই অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। আর সেখানেই বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভোটবাড়ির প্রত্যন্ত এলাকার মেখলিগঞ্জ-ভোটবাড়ি যোগ সেন্টারের দলটিও অংশ নেয়। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে মঞ্চে বসে ভোটবাড়ির এই যোগব্যায়াম দলের অনুষ্ঠান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। মেখলিগঞ্জ-ভোটবাড়ি যোগ সেন্টারের কোচ রঞ্জিত রায় বলেন, 'এত বড় মাপের একটা অনুষ্ঠানে আমরা অংশ নিতে পারায় কী যে আনন্দ হচ্ছে সেটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এর জন্য অবশ্য সীমান্ত রক্ষীবাহিনী সহ অনেকেরই অবদান আছে।' যোগ সেন্টারের সভাপতি মধুমিতা রায় বলেন, 'গত ছয়-সাত বছর ধরে এই সেন্টারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েরাও যে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই তা ওরা প্রমাণ করেছে।' ওই দলেরই এক সদস্য অভয় পাণ্ডে বলেন, 'বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই আনন্দের।'

হাজারিবাগ থেকে রবিবার সন্ধ্যায় যোগব্যায়ামের দলটি চ্যাংরাবান্ধায় পৌঁছানোর পর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ব্যান্ডপার্টি সহ মিছিল করে ভোটবাড়ি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় দলটিকে। পরে গ্রামের মানুষের পাশাপাশি চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ক্লাবের পক্ষে সান্তু ঘোষ জানান, এই সাফল্য আগামীতে যোগব্যায়ামের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াবে।

এ যেন পটে আঁকা ছবি। রবিবার টোকিওর হিবিয়া পার্কে। -এএফপি

আম্মার দৌলতে সেরার শিরোপা

মাদুরাই, ৩ ডিসেম্বর : মনের ইচ্ছা থাকলে বয়স যে কোনও বাধাই নয়, তা ফের প্রমাণ করলেন তামিলনাড়ুর ভিরাম্মল আম্মা।

মহিলার বয়স ৮৯। এই বয়সে পৌঁছেও গোটা গ্রামকে নেতৃত্ব দেন তিনি। তামিলনাড়ুর আরিট্টাপট্টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট তিনি। এলাকার মানুষের কাছে একডাকে পরিচিত এই আম্মা। সম্প্রতি তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণের ওই গ্রাম পেয়েছে নতুন শিরোপা। তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার মধ্যে প্রথম 'বায়োডাইভার্সিটি ভিলেজ'-এর তকমা পেয়েছে আরিট্টাপট্টি গ্রাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় আম্মার কথা জানিয়েছেন আইএএস সুপ্রিয়া সাহু। তিনি লেখেন, এই বৃদ্ধা গ্রামের অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা।

সফল আইএএস দৃষ্টিহীন তরুণী

তিরুবনন্তপুরম, ৩ ডিসেম্বর : 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'। চোখের অন্ধকার যে কোনওদিন মনের দৃঢ়তাকে মুছে দিতে পারে না। সে কথাই প্রমাণ করলেন তিরুবনন্তপুরমের প্রাঞ্জল পাতিল। শৈশবে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। কিন্তু হারিয়ে ফেলেননি স্বপ্ন দেখার অভ্যাস। মনের জোর। সেই অভ্যাস ও মানসিক দৃঢ়তার জোরেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে আজ তিনি আইএএস অফিসার।

ইউপিএসসিতে প্রথমবার পরীক্ষায় বসেন ২০১৬ সালে। মেধাতালিকায় তাঁর স্থান ছিল ৭৪৪। পরের বছর ফের প্রচেষ্টা। এবার ভালো ফল হয়। মেধাতালিকায় প্রাঞ্জলের স্থান হয় ১২৪। ২০১৮ সালে প্রাঞ্জল কেরলের এর্ণাকুলমের অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি কেরলের তিরুবনন্তপুরমের জেলা শাসক হিসেবে কর্মরত। এই স্বপ্নপূরণের জন্য কোনওদিন বিশেষ কোচিং ক্লাসের সাহায্য নেননি তিনি।

পথশিশুদের কার্টুন দেখান দোকানদার

তিরুবনন্তপুরম, ৩ ডিসেম্বর : পথটাই আস্তানা ওই শিশুদের। তাই তাদের পরিচয় পথশিশু। ঘর নেই, নেই কোনও সুন্দর পরিবারও। ফলে ঘরের আশ্রয়ে যে ওম মিশে থাকে, যে আনন্দের জোগান আর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা থাকে, তার সবটাই ওদের একেবারে অচেনা। হ্যাঁ, পথশিশুদের দিন কাটে যেমনতেমনভাবেই। আশপাশ দিয়ে অনেক মানুষই চলে যান সারাদিনে, কিন্তু ওদের দিকে তাকান আর ক'জন! বা তাকালেও, সেই জীবনটা একটুখানি পালটে দেওয়া যায় কি না, এমন কথা ভাবার মানুষও তো হাতেগোনা। কিন্তু সেই পথচলতি মানুষের ভিড়ের মধ্যেও এমন মানুষ থাকেন, যাঁরা নজর কাড়েন। ঠিক যেমন কেরলের এক দোকানদার। নিজের মতো করেই ওই শিশুদের খানিক ভালো থাকার স্বাদ উপহার দিতে চেয়েছেন এই ব্যক্তি।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাগ করে নেন গৌতম ত্রিবেদী নামে এক ব্যক্তি। সেখানেই দেখা গিয়েছে একজনকে, যিনি একটি টিভির দোকানের কর্মী। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দোকানে সার সার দিয়ে রয়েছে টিভি। আর কাচের দেওয়ালের এপারে বসে রয়েছে ছেঁড়াখোঁড়া জামা পরা কয়েকজন পথশিশু। তারা টিভিতে কী দেখতে চায়, জিজ্ঞেস করলে টম অ্যান্ড জেরি কার্টুনটি দেখতে চায় বলে জানায় তারা। আর সেইমতোই টিভিতে সেই কার্টুনের অনুষ্ঠান চালিয়ে দেন ওই কর্মী।

পোস্টকর্তা জানিয়েছেন, কোনও একদিন না, প্রতি সন্ধ্যাবেলা নিয়ম করেই এই কাজ করেন ওই ব্যক্তি। পথশিশুদের পছন্দমতো চ্যানেল চালিয়ে দেন টিভিতে। যাতে বাস্তবের সব দুর্দশা ভুলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও খুশি থাকতে পারে ওরা।

শুধু তাই নয়, টিভি দেখানোর ফাঁকে পথশিশুদের জন্য বিস্কুট এবং আরও কিছু টুকিটাকি খাবার কিনে এনে দিচ্ছেন ওই দোকানদার। তাঁর এই কাজে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে পথশিশুদের মুখেও। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভিডিও। যা দেখে আবেগে ভেসেছেন নেটিজেনরা।

ভিডিও দুটির সময়সীমা কম হলেও, তাদের মধ্যে দিয়ে যে বার্তা ফুটে উঠেছে, তার গুরুত্ব যে কম নয়, একবাক্যেই সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সকলে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন খুব পরিশ্রমে কাটবে। দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হতে পারে। বৃষ : হঠাৎ দীর্ঘদিনের পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। মিথুন : নিজের ভুলে কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। কর্কট : পরের ওপর নির্ভর করে আজ ঠকবেন। মায়ের শরীর ভালো হওয়ায় তৃপ্তি। সিংহ : হিংস্র পশু থেকে সাবধান। সামান্য অলসতায় ক্ষতি হতে পারে। কন্যা : বাবার সঙ্গে সামান্য কারণে মতভেদ। বোনের চাকরি পাওয়ার খবরে খুশি। তুলা : অবিবাহিতদের বিয়ে ঠিক হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : আপনার সাহসিকতায় কোনও দুষ্ট লোক পরাস্ত হবে। নতুন অফিসে যেতে পারেন। ধনু : ব্যবসার কারণে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আরও দায়িত্ব বৃদ্ধি। মকর : নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। পথে চলতে খুব সাবধানে থাকুন। কুম্ভ : আপনার সরলতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়বে। মীন : আজ সামান্য অলসতায় কোনও বড় কাজ বন্ধ হতে পারে। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে সোমবার ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, ভাঃ ১৩ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৭ অঘোন, সংবৎ ৭ মার্গশীর্ষ বদি, ১৯ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। সোমবার, সপ্তমী রাত্রি ৮।৫২। মঘানক্ষত্র রাত্রি ১২।২২। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ১০।২২। বিষ্টিকরণ ৭।৪৯ গতে ববকরণ রাত্রি ৮।৫২ গতে বালবকরণ। জন্মে-সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১২।২২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৮।৫২ গতে দোষ নাই। যোগিনী-বায়ুকোণে, রাত্রি ৮।৫২ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।২৭ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ২।৮ গতে ৩।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৮ গতে ১১।২৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ১২।২২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৮।৫২ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের আবির্ভাব তিথি ও পুজো। নৌ-সেনা দিবস। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের জন্মদিবস। দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্মদিবস। মহাক্রিয়াযোগী বিশ্বগুরু পরমহংস হরিহরানন্দজীর তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৯ মধ্যে ও ৯।৪ গতে ১১।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৫ মধ্যে ও ২।৪০ গতে ৩।০৪ মধ্যে।

Spoken English

সহজেই অনর্গল ইংরেজি বলা শিখুন। ক্লাসে/বাড়িতে সবার জন্য অনবদ্য স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। (M) 86375-28788. (C/108291)

চলচ্চিত্র

নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে/মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 75958-65299. (C/108291)

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কোম্পানির জন্য ডাইরেক্ট লোক লাগবে হেল্পার/গার্ড/সুপারভাইজার। বেতন 12,000/-+PF, ESI. M:- 9046033537. (C/108289)

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/108290)

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন। আয়- 10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/107776)

শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে মার্কেটিংয়ের জন্য পরিশ্রমী মার্কেটিং এক্সিঃ চাই। বয়স ও লেখাপড়ার বাধ্যতা নেই। বেতন যোগ্যতা অনুসারে দেওয়া হবে। (M) 9126145259. (C/112811)

Looking for Godown incharge for animal medicine distribution graduate in any field with basic computer skills may apply 9760022331 herminsa1971@gmail.com (K)

Job Vacancy

Urgently required one Manager for 'Rave-up the Resto Bar'. Qualification-HS+, Age-28+, Interview Date-07/12/23, Time-3 pm to 6 pm. Contact No-95479-22552, 98323-16981, Venue-Cosmos Mall. (C/108380)

অ্যাফিডেভিট

আমি Ashik Ekbal Vill ইসলামাবাদ P.O. রাঙ্গালিবাজনা P.S. মাদারিহাট, জেলা-আলিপুরদুয়ার, আমার আধার কার্ডে (202151592521) প্যান (EAZPA4556E) এবং Admit কার্ডে ভুল থাকায় 02.12.2023 তারিখে Alipurduar Notary থেকে অ্যাফিডেভিট করে Ashik Ekbal S/o Saidul Islam, Ashik Akbal, S/o Saidul একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT No.-80 of 2023-24
E.E., NBDD, invites online e-Tender Vide e-NIT No. 80 of 2023-24 of E.E., NBDD. Details will be seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department
ICA-T24445(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Principal, North Bengal Medical College is inviting fresh e-Tender (2nd Call) from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Distributors / Authorized Dealers for procurement of consumable laboratory items for the ART Centre at North Bengal Medical College & Hospital vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/ART/2198/NBMC/2023 Dated 30.11.2023; Tender ID: 2023_HFW_611557_1 and the last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 14.12.2023. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College
ICA-T24472(3)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E., NBCC-II, P.W.Dte., Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of :- 1. Maskalai Bari More to Engineering College More Road, Strengthening work under Jalpaiguri Division. Estimated Amount: Rs. 1,86,01,869.00, Tender ID : 2023_PWD_596730_1. Tender Ref. No: WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-18/2023-24 Bid submission start date (online): 07/11/2023 from 04.00 P.M. Bid submission closing date (online): 04/12/2023 up to 05.00 P.M. Technical Bid opening date (online): 06/12/2023 at 05.00 P.M. *Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri.
ICA-T24494(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Principal, North Bengal Medical College is inviting fresh e-Tender (2nd Call) from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Distributors / Authorized Dealers for procurement of Automated Slide Stainer for the Department of Pathology at North Bengal Medical College vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/Pathology/2199/NBMC/2023 Dated 30.11.2023; Tender ID: 2023_HFW_611617_1 and the last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 18.12.2023. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College
ICA-T24473(3)/2023

जवाहर नवोदय विद्यालय,
बरोबीशा, अलीपुरद्वार
नीलामी सूचना
दिनांक: 04.12.2023
सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, बरोबीशा, अलीपुरद्वार में निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया के तहत अनुपयोगी समान जैसे कम्प्युटर, बिछावन, बर्तन इत्यादि संबन्धित सामानों की नीलामी की जानी है। इच्छुक व्यक्ति / फर्म कार्यालय अवधि में दिनांक 15.12.2023 एवं 16.12.2023 को संपर्क कर सकते हैं। नीलामी दिनांक 18.12.2023 को जो है जैसा है के आधार पर की जाएगी।
प्राचार्य
ज. न. वि. अलीपुरद्वार

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
EE, Cob Hwy Divn, P.W.(Roads) Dte. invites online e-tender for the work of : 1) Emergent rain damage restoration work of River bank Beside Joist Bridge over River Gadadhar (At Krishnapur End) at 4th Km of Choto Mahadev village Road under Coochbehar Highway Division in he district of Coochbehar. E-NIT No. 20(E) of 2023-24 (SL No. 1). Estimated Amount : Rs. 12,51,935.00. Tender ID : 2023_SH_611669_1. 2) Urgent protection of flank of Hazrahat Pkhihaga road from 2.50 Kmp to 5.00 kmp under Coochbehar Highway Division in the district of Coochbehar. E-NIT No. 20(E) of 2023-24 (SL No. 2). Estimated Amount : Rs. 14,61,978.00. Tender ID : 2023_SH_611669_2. Bid submission Start Date (online) : 06.12.2023 from 9.00 A.M. Bid submission closing date (online) : 19.12.2023 upto 6.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar.
ICA-T24505(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender - DHFWS/CW-33 and 34 of 2023-24 for supply of outsourced ambulance driver and printing format under Dept. of H&FW, Jalpaiguri are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.wbtenders.gov.in Sd/- CMOH, Jalpaiguri.
ICA-T24456(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the S.E./NBDD Vide NIeT No. 81 of 2023-24 and NIeT No. 37 (SL. No. 11) (2nd Call) of 2023-24 of the S.E. NBDD. Details of works be seen in the above mentioned NIeT in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in Sd/- Superintending Engineer, North Bengal Development Department
ICA-T24469(4)/2023

Maynaguri College
Maynaguri Jalpaiguri
Date : 02.12.2023
Two E-tender Published. For details please visit **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app.**
Tender ID : Tender 1 : 2023_DHE_613470_1, Tender 2 : 2023_DHE_613513_1, Tender 3 : 2023_DHE_613576_1, Tender 4 : 2023_DHE_613616_1
Sd/-
Principal
Maynaguri College

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Principal, North Bengal Medical College is inviting fresh e-Tender (2nd Call) from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Distributors / Authorized Dealers for procurement of Bipolar Diathermy Electrosurgical Unit for the Department of Surgery at North Bengal Medical College vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/Surgery/2197/NBMC/2023 Dated 30.11.2023; Tender ID: 2023_HFW_611594_1 and the last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 14.12.2023. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College
ICA-T24471(3)/2023

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লাইভ দেখা যাবে সোশ্যাল মিডিয়া ও ওয়েবসাইটে

ডুয়ার্স উৎসবে ফিল্ড অবজার্ভার

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : এবছরের ডুয়ার্স উৎসব যে অন্যবারের থেকে আলাদা হবে, তা প্রথম বৈঠকে জানানো হয়েছিল। সেইসঙ্গে গতবছরের ভুলগুলো যে এবার আর হবে না, সে বিষয়টাও দেখছে ডুয়ার্স উৎসব কমিটি। সেজন্য এবারের ডুয়ার্স উৎসবে থাকছে ফিল্ড অবজার্ভার। উৎসবের মাঠে যে কোনও সমস্যা এড়াতে এবং অভিযোগ শুনতে মাঠের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকবেন এই ফিল্ড অবজার্ভাররা। রবিবার রেডক্রস ভবনে ডুয়ার্স উৎসবের অস্থায়ী অফিসে আয়োজিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'উৎসবের কয়েকদিন মাঠ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ আসে। বড় সমস্যার মুখেও পড়তে হয়। সেগুলো দেখার জন্য ফিল্ড অবজার্ভাররা থাকবেন। ছোটবড় যে কোনও সমস্যা মিটিয়ে নেবেন তাঁরাই।'

গতবছর উৎসবের মাঠে পুলিশের সঙ্গে এক সাংবাদিকের ঝামেলা হয়। তার জল গড়ায় অনেক দূর। মাঠে সাধারণ সমস্যা তো আছেই, এছাড়া, পুলিশ যখন ঝামেলায় জড়িয়ে যাচ্ছে, সেই সমস্যা মেটানোর জন্য মাঠে নামবেন

রেডক্রস ভবনে ডুয়ার্স উৎসবের বৈঠক। রবিবার।

এই ফিল্ড অবজার্ভাররা। জানা গিয়েছে, এদের কাছে ওয়াকিটকি থাকবে। সেইসঙ্গে প্রয়োজনে কাউকে তল্লাশি করারও অনুমতি থাকবে তাদের।

এদিন আরেকটি সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। ঠিক হয়েছে, ডুয়ার্স উৎসবের নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রকাশিত হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই এই ওয়েবসাইট তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য এই ওয়েবসাইট তৈরির কথা গতবছর ডুয়ার্স উৎসেবের শেষে জানানো হয়েছিল। এবছর তা বাস্তব রূপ পাচ্ছে।

কী থাকবে এই ওয়েবসাইটে? কমিটি সূত্রে খবর, ডুয়ার্স উৎসবকে যে বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব নাম দেওয়া হয়েছে, তার প্রচারের জন্য এই ওয়েবসাইট।

নতুন উদ্যোগ

- ফিল্ড অবজার্ভার থাকবেন মাঠের সব কোণে
- ছোট থেকে বড় সমস্যার সমাধান করবেন তাঁরা
- থাকবে ওয়াকিটকি, প্রয়োজনে তল্লাশির অনুমতি
- তৈরি করা হচ্ছে উৎসবের নিজস্ব ওয়েবসাইট

এর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি দেখার জন্য উৎসবের একটি আইটি সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে। উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রসারণ হবে ওই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়েবসাইটটিতে। এই দুটো কমিটি ছাড়াও এদিন ডুয়ার্স উৎসবের অন্য কমিটি নিয়েও আলোচনা হয়। কয়েকটি কমিটির কনেভেনারও বদল করা হয়েছে। কয়েকজন কনভেনারের দায়িত্বও বদলানো হয়েছে। অন্যদিকে, কমিটিতে আলিপুরদুয়ার পুরসভার কয়েকজন কাউন্সিলারকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ডুয়ার্স উৎসবের মূলমঞ্চে অনুষ্ঠানের জন্য যে কমিটি তৈরি করা হয়েছিল, সেই কমিটির সঙ্গে বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির বৈঠক হয় এদিন। সাতটি কোম্পানি বিভিন্ন শিল্পীর নাম এবং কত খরচে তাঁরা অনুষ্ঠান করবেন, সেটা জানিয়ে টেন্ডারে অংশ নেয়। সেই নামের তালিকা নিয়ে ডুয়ার্স উৎসব কমিটি আলোচনায় বসেছে। জানা গিয়েছে, আগামী দু'দিনের মধ্যে সেই তালিকা চূড়ান্ত হলে শিল্পীদের নাম ঘোষণা করবে উৎসব কমিটি।

রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত বদল ব্যবসায়ীদের

গৌতম সরকার ও বিশ্বজিৎ সাহা

চ্যাংরাবান্ধা ও মাথাভাঙ্গা, ৩ ডিসেম্বর : সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমে ট্রাক পিছু রাজস্ব কমানোর দাবিতে একদিনের জন্য চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন। রবিবার এই সংক্রান্ত খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

এদিন মাথাভাঙ্গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ওই সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা। সেখানে দীর্ঘ আলোচনার পর রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন বিক্ষুব্ধরা।

মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের আগে আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে এধরনের জটিলতা তৈরি হলে চাপ বাড়তে পারে প্রশাসনের ওপর। আর সে কারণেই সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি এই বৈঠকের ডাক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল, এসডিপিও অরিজিৎ পালচৌধুরী প্রমুখ। ছিলেন চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর, সহ সভাপতি উত্তম সরকার, সভাপতি বিমলকুমার ঘোষ, চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক আবদুল সামাদ, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিকাশ সাহা, গোপাল সাহা প্রমুখ।

প্রশাসনিক কর্তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাঁদের দাবি ও সমস্যার কথা শুনতে চান। এরপর প্রশাসনের তরফে সেই সমস্ত ইস্যু গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদল কলকাতায় সুবিধা পোর্টালের কার্যালয়ে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবে। সে ব্যাপারটিও এদিনের বৈঠকে স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রশাসনের কর্তারা রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত বদলের অনুরোধ জানান। তখন ব্যবসায়ীরা আপাতত আন্দোলনের রাস্তা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের শুল্ক দপ্তরের নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমও মেনে চলা বাধ্যতামূলক কি না? সেই প্রশ্নও উঠেছিল বৈঠকে। কিন্তু সদুত্তর মেলেনি বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এ নিয়ে পুলিশ সুপার কোনওরকম মন্তব্য করেননি।

চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর বলেন, 'আমরা সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানোর দাবি তুলে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলাম। রবিবার মাথাভাঙ্গায় আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুলিশ সুপার সহ প্রশাসনের কর্তারা। তাঁরা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।'

ব্যবসায়ীদের দাবি, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে ডলারের দাম বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অচলাবস্থা ইত্যাদি কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। এই পরিস্থিতিতে সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানো উচিত। কারণ এতে বাড়তি খরচ হচ্ছে। যা সামাল দেওয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পর্যটনের মরশুমেও ফাঁকা হোমস্টে। জয়ন্তীতে।

পারমিটের গেরোয়

জয়ন্তীবিমুখ পর্যটকরা

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : বর্ষশেষ ও বর্ষবরণের সময় এবারে ডুয়ার্সের জয়ন্তী পর্যটনকেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ হারাচ্ছেন পর্যটকরা। ফলে পর্যটননির্ভর জয়ন্তীর জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে অন্ধকার নেমে আসার আশঙ্কা করছেন সেখানকার বাসিন্দারা। ট্যুরিজম পারমিট নিয়ে বন দপ্তরের নিয়মের কড়াকড়িতে পর্যটকরা মুখ ফেরাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এহেন পরিস্থিতিতে জয়ন্তীর পর্যটনকে চাঙ্গা করতে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইবেন। ১০ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ওইদিন জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জয়ন্তী পর্যটন নিয়ে পারমিট সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানাবেন।

পর্যটন ব্যবসায়ীরা বলেন, অনেক বছর আগে ২৪ ঘণ্টার জন্য জয়ন্তীতে পারমিট দেওয়া হত। এতে সমস্যা হত। ২০১৫ সালে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনা হয়। পরবর্তীতে ট্যুরিস্ট পারমিট একবার কেটে পর্যটকদের ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত সেপ্টেম্বর থেকে ফের পুরোনো নিয়মে এক পারমিটে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে না। নিয়মের ওই কড়াকড়িতে জয়ন্তীর পর্যটনশিল্পে সংকট দেখা দিয়েছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ডিএফডি (ইস্ট) দেবাশিস শর্মা বলেন, 'সরকারি নিয়ম মেনেই জয়ন্তীতে ২৪ ঘণ্টার জন্য ট্যুরিস্ট পারমিট ইস্যু করা হয়।'

জয়ন্তীর সিনিয়ার ট্যুরিস্ট গাইড শেখর ভট্টাচার্য বলেন, 'ট্যুরিস্টরা জয়ন্তীতে এলে এক পারমিটে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা মুভমেন্ট করার সুযোগ দেওয়া উচিত। অনেক সময় পর্যটকদের ট্রেন দেরিতে আসায় জয়ন্তীতে ঢুকতেই দেরি হয়ে যায়। ফলে সাইট সিয়িং করার সময় কমে যায়। পারমিটের যে খরচ সেটাও কম নয়, ওই দিকটিও সরকার বিবেচনা করে কিছুটা কমানো গেলে তা পর্যটকদের কাছে ও জয়ন্তীর পর্যটনের পক্ষে ভালো সাড়া মিলতে পারে।'

জয়ন্তীর বাসিন্দা হোমস্টে মালিক তথা প্রাক্তন রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ববি লামা বলেন, 'গত সেপ্টেম্বরে জঙ্গল খোলার পর জয়ন্তীতে পর্যটকদের আসার ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার জন্য ট্যুরিস্ট পারমিট ইস্যু করা হচ্ছে। আগে এক পারমিটে তিনদিন পর্যটকরা থাকতে পারতেন। এত কম সময়ে এসে পর্যটকদের অনেকের পক্ষে সাইট সিয়িং করে ফিরে যাওয়াও সম্ভব হয় না। ফলে জয়ন্তীতে পর্যটকদের আসার আগ্রহ অনেকটাই কমে গিয়েছে।' নির্ধারিত সময়ের বেশি থাকলে পার্সোনাল গাড়ি ও প্রত্যেক মাথাপিছু মোটা অঙ্কের টাকা ফের বন দপ্তরকে পারমিটের জন্য মেটাতে হয় পর্যটকদের, ফলে এরকম নিয়মের জেরে জয়ন্তীর পর্যটন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ববি বলেন, 'গত বছর পর্যটকদের আনাগোনা ভালো ছিল। এবারে অধিকাংশ দিনই ঘর ফাঁকা থাকছে। বছরের শেষে ও শুরুতে টানা বুকিংও হয়নি।'

জয়ন্তীর আরেক হোমস্টে মালিক জগদীশ ওরাওঁ বলেন, '২০১৫ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয়ন্তীতে এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে পারমিট বাবদ চারচাকার পার্সোনাল গাড়ির জন্য ১০০ টাকা, মাথাপিছু ৬০ টাকা দিয়ে ২৪ ঘণ্টার পারমিট ইস্যু করা হত। তাতে পর্যটকদের হয়রানির বিষয়টি আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নজরেও এসেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী ফিরে যাওয়ার পর নিয়ম শিথিল করা হয়। কিন্তু বর্তমানে মাথাপিছু ১৫০ টাকা ও চারচাকার ভাড়া গাড়ির পারমিট ৪৮০ টাকা নেওয়া হয়। পারমিট খরচ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। তারপর সেই পারমিটের সময় ২৪ ঘণ্টা বেঁধে দেওয়ায় পর্যটকরা জয়ন্তী থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন।'

> "সরকারি নিয়ম মেনেই জয়ন্তীতে ২৪ ঘণ্টার জন্য ট্যুরিস্ট পারমিট ইস্যু করা হয়।
> – দেবাশিস শর্মা
> *ডিএফডি (ইস্ট), বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প*

গত বছরের তুলনায় এবারে অর্ধেক পর্যটক এখন রয়েছেন বলে জানান তিনি। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'জয়ন্তীর পর্যটনশিল্পকে রক্ষা করতে হলে পারমিটের সময়সীমা ২৪ ঘণ্টা থেকে বাড়ানো দরকার। পর্যটনের ভরা মরশুমে বর্ষশেষ ও নববর্ষের আগেও যখন হাউসফুল থাকার কথা সেখানে জয়ন্তীতে এখনও ৫০ শতাংশের কম বুকিং রয়েছে। জয়ন্তীর পর্যটন সমস্যা নিয়ে আমরা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে একটি লিখিত দাবিপত্র পেশ করব। আশা করি, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে জয়ন্তীর পর্যটনশিল্প ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।'

পরেশ-কন্যাও কি রাজনীতিতে

দীপেন রায় ও নীলাংশু চক্রবর্তী

মেখলিগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : ভাইয়ের জায়গায় কি এবারে দিদি? মেখলিগঞ্জের রাজনীতির ময়দানে এটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেখলিগঞ্জের রাজনীতিতে পরেশচন্দ্র অধিকারী এক বর্ণময় চরিত্র। বাম অমল হোক বা তৃণমূল কংগ্রেস, তিনি মন্ত্রী হয়েছেন। পরেশের চিকিৎসক ছেলে হীরকজ্যোতি অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঘাসফুল শিবিরের একজন যুব নেতা হিসেবে মেখলিগঞ্জ ব্লকে কাজ করেছিলেন। অল্প সময়েই স্থানীয় রাজনীতিতে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। পিতৃপরিচয় থাকা সত্ত্বেও নিজগুণেও পরিস্ফুট হয়ে উঠতে সময় নেননি।

হীরকের অকালমৃত্যুতে মেখলিগঞ্জের রাজনীতিতে শূন্যতার সৃষ্টি হলেও আরেকটি বিষয় হঠাৎই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মেখলিগঞ্জ ব্লকের নেতাদের সঙ্গে চা চক্রে পরেশ-কন্যা অঙ্কিতার মিলিত হওয়া ও সেই ছবি মেখলিগঞ্জের তৃণমূল যুব সভাপতি জ্যোতিষ রায়ের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মুহূর্তে ভাইরাল হওয়া সবাইকে অন্যরকম ভাবাচ্ছে। অঙ্কিতা ওরফে মিমি কি এবারে রাজনীতির ময়দানে? ফোন না তোলায় অঙ্কিতার কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। জ্যোতিষের অবশ্য কোনও রাখঢাক নেই, 'আমরা চাই অঙ্কিতাদিদি রাজনীতিতে আসুন। সাধারণ মানুষও সেটাই চাইছেন।'

চাকরি বিতর্ক অঙ্কিতাকে কম সমস্যায় ফেলেনি। মেয়ের পাশাপাশি বাবাও এ নিয়ে সমান সমস্যায় পড়েন। দুজনেই এই সমস্যা থেকে বের হতে জোরদার চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে সেসবই এখন অতীত। অঙ্কিতা তাদের শিবিরে ভিড়ুন, সেটা ঘাসফুল শিবির প্রচণ্ডভাবে চাইছে। সেদিনের চা চক্রে উপস্থিত দলীয় এক নেতার বক্তব্য, 'পরেশবাবুর পাশে হীরক ছিলেন। আমরা চাই এখন অঙ্কিতা পরেশবাবুর পাশে থাকুন। আমরা অঙ্কিতাদিদিকে এই প্রস্তাব দিয়েছি। উনি কিন্তু প্রস্তাব ফিরিয়ে দেননি। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে কিছুদিন সময় চেয়েছেন।' গোটা বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। দলের বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এটাই বর্তমানে 'হট টপিক'।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের এক নেতার বক্তব্য, 'অঙ্কিতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ ও পিএইচডি করেছেন। দীর্ঘদিন বাবা পরেশের সংস্পর্শে থাকার সুবাদে রাজনীতিতে অনেকটাই সচেতন। তাঁর মতো যোগ্য কেউ রাজনীতিতে এলে সমাজের পক্ষে ভালোই হবে।'

দলের আরেক নেতার বক্তব্য, 'হীরক দলের কর্মীদের পাশে থাকতেন। দিদিও সেভাবেই তাঁদের পাশে থাকবেন বলে কর্মীরা আশা করছেন।' শেষমেশ কী হয় সেদিকেই সবার নজর। তবে গোটা বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য অঙ্কিতা যেহেতু সময় নিয়েছেন, তাই তিনি তাঁদের নিরাশ করবেন না তা ঘাসফুল শিবিরের নেতাদের দৃঢ়বিশ্বাস। আপাতত সবাই সময় গুনছেন।

সন্ধের পর এমজি রোডে যানজট। জয়গাঁ। রবিবার।

যানজটে দাঁড়িয়ে তিনশোর বেশি গাড়ি

জয়গাঁ, ৩ ডিসেম্বর : বিকেলের পর থেকে তীব্র যানজট শুরু হচ্ছে জয়গাঁ শহরে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যানজট হচ্ছে এমজি রোড, লিংক রোড এলাকায়। রবিবার থেকে ভুটানের বাণিজ্যিক গেটগুলি ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকছে। তারপরেও এই ছবি দেখে হতাশ সকলে।

কিন্তু কেন হচ্ছে এই যানজট? ভুটানে ভোটের জন্য ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বন্ধ ছিল ভুটানের সবক'টি গেট। ফলে পণ্যবাহী গাড়ি প্রবেশ করতে পারেনি সেই দু'দিন। জানা গিয়েছে, সেসময় জয়গাঁর বৌবাজারে ২ নম্বর ভুটান গেটে মোট তিনশোটি পণ্যবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গেট খোলার পর তিনশোটি গাড়ি যেতে পারেনি। তার ওপর শুক্র ও শনিবারে আরও তিনশোটি গাড়ি নতুন করে যোগ হয়েছে। শুক্র, শনি মিলিয়ে বৌবাজারের গেটটি দিয়ে ভুটানে প্রবেশ করেছে ৩৫০টি গাড়ি। রবিবার থেকে ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে এই বাণিজ্যিক গেটগুলি। তারপরেও এত গাড়ি যেতে না পারায় সমস্যা হচ্ছে। এক গাড়িচালক রতন রাজপুত বলেন, '২৪ ঘণ্টা গেট খুললেও চেকিং সেরে অন্যান্য নিয়ম মেনে ভুটানে ঢুকতে তো সময় একই লাগছে। তাছাড়া, দু'দিন ভুটানে গাড়ি ঢোকা বন্ধ ছিল, সেজন্য এরকম যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকদিন পর থেকে এই ভোগান্তি আর হবে না।'

যদিও এই যানজটের কারণে অধিকাংশ মানুষই বিরক্ত। পণ্যবাহী গাড়ি তো রয়েইছে, ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে অন্য গাড়িগুলিও। ফলে দিনের বেলার পাশাপাশি সন্ধ্যাবেলাতেও দ্বিগুণ যানজটের ছবি দেখা যাচ্ছে। বাইক, ছোট গাড়ি, ভুটান বাস সব একসঙ্গে ভিড় করছে ওই এলাকায়। রাত আটটার আগে ভুটান বাস ও ভুটানের যাত্রীবাহী গাড়িগুলি প্রবেশ করে ভুটানের প্রধান গেট দিয়ে। তারপর এই রাস্তাই ভরসা। স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজু জয়সওয়াল বলেন, 'সদর রাস্তার ধারে দোকান থাকলে যা হয়। যতক্ষণ দোকানে থাকছি, গাড়ির শব্দ শুনে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। ভুটানের গাড়িগুলোর মধ্যে একটা তাড়াহুড়ো লেগেই থাকে। এবার থেকে কি ২৪ ঘণ্টাই এই যানজটের মধ্যে থাকতে হবে কি না, সেটাই ভাবছি।'

জানা গিয়েছে, কাস্টমস থেকে গাড়ির পারমিট বের করতে সময় লাগে দেড় থেকে দু'ঘণ্টা। তারপর গাড়ি গেটে আনার পর চেকিং চলে। সবশেষে ভুটান প্রবেশের অনুমতি মেলে। কিন্তু পণ্যবাহী গাড়ির রাস্তায় অন্যান্য গাড়ি প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত নয় বলে মনে করছেন গাড়িচালকদের একাংশ।

গাড়িচালক সুমন রাইয়ের কথায়, 'আমরা জয়গাঁর যত গাড়ির চালক রয়েছি, সবাই নিয়ম মেনে গাড়ি চালাই। খুব দরকার না পড়লে এমজি রোডের রাস্তাটি ব্যবহার করি না। কিন্তু ভুটানের গাড়িগুলিকে কে বোঝাবে? সবদিক থেকে ছাড় পেয়েছে তারা দেখে মনে হয়।' তাঁর অনুরোধ, ভুটানের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ডেকে পুলিশ, প্রশাসনের তরফে বিষয়টি বোঝানো হোক।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে অনুদান, চাকরির সুযোগ

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : খগেনহাটের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের স্পেশাল স্কুলের শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের নিয়ে রবিবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হল। এদিন সংগঠনের কার্যালয়ে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের নিয়ে নাচ, গান, অভিনয় সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায়, সংগঠন সভাপতি বিপ্লব সরকার। সংগঠনের সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত রায় বলেন, 'প্রতিবছর আমরা বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের নিয়ে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করি। এবছরও করা হয়েছে।'

এদিন দিনটি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হয় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতেও। এখানেও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পরিচালিত বিশেষ স্কুলে পড়ুয়ারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। শোভাযাত্রার পাশাপাশি আয়োজন করা হয় বিশেষ আলোচনা সভার। সংগঠনের কর্ণধার তাপস বর্মন জানান, অনুষ্ঠানের শেষে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের আঁকার খাতা, পেন্সিল, পেন ও নানা উপহার দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির রাজ্য সমাবেশে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে প্রায় ৭০ জন সদস্য অংশ নেন। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে এদিন রাজ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি সুবল রায় বলেন, 'এদিনের সমাবেশে মাসে ছয় হাজার টাকা ভাতা সহ একশো দিনের কাজে বিশেষভাবে সক্ষমদের কাজের সুযোগের দাবি জানানো হয়।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himachal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara- 734010

NOTICE

This is to inform all the applicants for EWS flats at Kawakhali that the last date of receiving applications in connection with allotment of 422 Nos of EWS Dwelling Units by Siliguri Jalpaiguri Development Authority at Kawakhali within Utsodhara Teesta Township, JL No 2, Mouza Dabgram, have been extended till 22nd December 2023 till 5.30 p.m. barring Government holidays.
This notice is only for extension of the date of receiving applications. Other terms and conditions of previous notice remains unchanged.
Details may also be obtained from www.sjda.org

Sd/-
Chief Executive Officer

ICA-N 627(3)/2023

ব্লকে ব্লকে তৃণমূলের মিছিল

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকার প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ার জেলার নানা ব্লকে প্রতিবাদ কর্মসূচি করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার মাদারিহাটের দক্ষিণ খয়েরবাড়ি এলাকায় জব কার্ডধারীদের নিয়ে মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের খয়েরবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি জবাইদুল ইসলাম। তিনি বলেন, '২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে পালাবদলে ব্যর্থ হয়ে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেন প্রধানমন্ত্রী। কাজ করেও পারিশ্রমিক পাননি শ্রমিকরা। এদিকে, আবাস যোজনার টাকাও মেটানো হচ্ছে না।'

ইসলামাবাদ গ্রামে মিছিল শেষে তৃণমূল যুবর ব্লক সম্পাদক নুর আলম বলেন, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ লোকসভা ভোটেই বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এর জবাব দেবেন।' শিশুঝুমরা ও মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও মিছিল হয়। মুজনাই চা বাগানে মিছিলে নেতৃত্ব দেন মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সীতা লোহার, মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কল্যাণী নায়েক লাকড়া, অঞ্জলি লামা প্রমুখ।

এদিন কালচিনি, হ্যামিল্টনগঞ্জ, হাসিমারাতেও প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা করা হয়। দলের কালচিনি ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ কালচিনি ও হাসিমারার প্রতিবাদ

মাদারিহাটের দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে রবিবার তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল।

মিছিলে শামিল হন। ব্লক সাধারণ সম্পাদক হায়দার আনসারি কালচিনির কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। মালঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিচ চা বাগানেও মিছিল ও পথসভা করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মালঙ্গি অঞ্চলের দলীয় চেয়ারম্যান বীরেন কুজুর।

কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা দক্ষিণ রামপুর ১০/১০২ বুথে প্রতিবাদ কর্মসূচি শেষে ভল্কা বারবিশা-১ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি জয়শংকর দাস বলেন, 'শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ার জেলাতেই ১০০ দিনের কাজের বকেয়া ৪৯২ কোটি এবং আবাস যোজনার ৬৭২ কোটি টাকা অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আড়াই বছর ধরে প্রাপ্য টাকা আটকে রাখার যোগ্য জবাব আসন্ন লোকসভা ভোটে দেবেন সাধারণ মানুষ।' আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাটকাপাড়ায় তৃণমূলের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তপসিখাতা অঞ্চল সভাপতি শান্তি রায়। মথুরা এলাকার একাধিক জায়গায় মিছিল বের হয়।

ন্যায় মঞ্চের প্রস্তুতি সভা

শালকুমারহাট, ৩ ডিসেম্বর : ২৪ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির বার্ষিক সম্মেলন হতে চলেছে। এবার এই সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন হবে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটে। তাই রবিবার শালকুমারহাট হাইস্কুলে বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে সংগঠনের প্রস্তুতি সভা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক তথা হাইস্কুলের শিক্ষক অরবিন্দ রায় জানান, সম্মেলন পরিচালনার জন্য এদিন একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। সাংগঠনিক বিষয়েও আলোচনা হয়।

IISWBM
First B-School of India & South East Asia Since 1953
71 years of excellence in management education in India
Invites Applications for Session 2024-2026
MBA (HRM)
• One of the Top 10 HRM programmes in India (High ROI with low fee) and Asia • IISWBM ranked 4th among Government B-Schools in Eastern zone of India by the Week, 2023 • IISWBM ranked 25th by India Today's Best B-School (Government) survey, 2023. • 100% campus placements; Alumni in Fortune 500 organizations globally Highest CTC Offer made in Campus Placement of MBA (HRM) students: 15 lakh INR • Illustrative list of companies where MBA (HRM) students are working:
For Eligibility and Selection, please visit: www.iiswbm.edu
2 year Full time Degree course of the University of Calcutta.
ST/SC/PWD/OBC quota will be fulfilled as per University guidelines
Last date of issue & receipt of completed Application form: 17.12.2023
For Online Application www.iiswbm.edu
Offline Form is also available
Management House, College Square West, Kolkata-700 073
033-2241-8694 /8695/5792/3756

পেসমেকার বসিয়ে প্রাণ বাঁচাল ডিসান

সুবোধবাবু বাজার করতে গিয়ে হঠাৎ করে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরলেও সুবোধবাবুর পাড়ার লোকেরা কাছের নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানকার ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে বলেন, যে কোন বড় হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। ওনারা আর দেরী না করে সুবোধবাবুকে নিয়ে শিলিগুড়ির ডিসান হসপিটালের এমার্জেন্সিতে নিয়ে আসেন। সেখানকার ক্রিটিকাল কেয়ার ডাক্তাররা সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করেন। তাতে দেখা গেল ওনার লেফ্‌ট্ আর্টারীতে বড় ধরনের ব্লক আছে। আসলে হার্ট চলে শরীরে তৈরী এক বিশেষ বিদ্যুতে, এই বিদ্যুৎ যাওয়াতে বাধা পেলেই শরীর খারাপ হয়। এরই নাম হার্ট ব্লক। সুবোধবাবুর ক্ষেত্রে লেফ্‌ট্ আর্টারীতে ব্লক থাকায় ইলেকট্রিক সিগন্যালের গোলযোগে ওনার হার্টের বাঁদিকের ওপরের চেম্বার থেকে নীচের চেম্বারে রক্তের পাম্পিং ঠিকমতন হত না, ফলে হার্টের পেশী দুর্বল হয়ে বিপদ ঘনিয়ে আসছিল। তাই ডিসানের কার্ডিওলজিস্ট ও তাঁর কার্ডিয়াক টিম বাড়ির লোকের সম্মতি নিয়ে পেসমেকার বসাল। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। এই ধরনের বিপদে সুস্থ করে তুলতে ডিসান হসপিটাল রাতদিন সাতদিন পাশে আছে।

[সঠিক সময়ে পেসমেকার বসাল ডিসান]

ডিসান হসপিটাল, শিলিগুড়ি
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে
ডিসান হসপিটাল, কলকাতা
ই এম বাইপাস, ডিসান মোড়
এমার্জেন্সি- 90 5171 5171
www.desunhospital.com

টুকরো খবর

সাদরি কাব্যচর্চা

কালচিনি, ৩ ডিসেম্বর : রাজ্যে প্রথম সাদরি ভাষার কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। রবিবার কালচিনির ৩ নম্বর চৌপথিতে সম্মেলনের আয়োজন নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে আয়োজক কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ ডিসেম্বর কালচিনির থানা ময়দানে সাদরি ভাষার কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। যৌথভাবে সম্মেলনের আয়োজন করছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষাভিত্তিক সংগঠন সাদরি সুসার অ্যাসোসিয়েশন, সাদন মহাসভা ও ঘারাইয়া গোইঠ। সাদরি সুসার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ও সাদরি কবি সঞ্জু কুজুর জানিয়েছেন, এর আগে সাদরি ভাষায় রাজ্যে কবি সম্মেলন হয়নি।

সম্মেলন

সোনাপুর, ৩ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের সোনাপুরে আরএসপির পার্টি অফিসে সারা ভারত সংযুক্ত কিষানসভার চকোয়াখেতি অঞ্চল সম্মেলন হল। সেখানে সংগঠনের ব্লক সভাপতি শ্যামল দে, ব্লক সম্পাদক ফণি সিংহ, আরএসপির লোকাল কমিটির সম্পাদক নিখিলরঞ্জন বিশ্বাস সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরে সারা ভারত সংযুক্ত কিষানসভার রাজ্য সম্মেলন হবে। সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়া নিয়ে এদিন আলোচনা হয়। এছাড়া, সংগঠনের নতুন অঞ্চল কমিটিও গঠন করা হয়। নতুন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পান তরুণকান্তি পাল ও সম্পাদকের দায়িত্ব পান ভূপেন্দ্রনাথ রায়।

পথ অবরোধ

হলদিবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : বিজেপির যুব মোর্চার কল্যাণীর কর্মকর্তা মিহির বিশ্বাসের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ তুলে রবিবার বিকেলে হলদিবাড়িতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন সংগঠনের স্থানীয় সদস্যরা। এদিন হলদিবাড়ি শহরের কালীবাড়ি মোড়ে মন্দিরের সামনে হলদিবাড়ি–জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। দ্রুত পদক্ষেপ করা না হলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

পুড়ল ধান

বক্সিরহাট, ৩ ডিসেম্বর : আগুনে ছাই ধানের গাদা। তুফানগঞ্জ–২ ব্লকের শালবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গাবুরডাঙ্গা বাজার সংলগ্ন বড় শালবাড়ি এলাকার ঘটনা। শনিবার সন্ধেয় স্থানীয় রূপা বাড়িয়ার ধানের গাদায় আগুন লাগে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে দুই বিঘা জমির ধান। রূপা জানান, জমিতে ধান কেটে ঝাড়াইয়ের উদ্দেশ্যে খেতেই জড়ো করে রেখেছিলেন তিনি। ওইদিন সন্ধেয় আগুন লাগে। প্রতিবেশীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। বক্সিরহাট থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়। কেউ আগুন লাগিয়েছিল বলে অভিযোগ তাঁর।

বস্ত্র বিলি

চৌধুরীহাট, ৩ ডিসেম্বর : নিজের ৯০তম জন্মদিনে ২০০ জনের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিলেন দিনহাটা–২ ব্লকের মনসেব শেওড়াগুড়ির বাসিন্দা উমেশচন্দ্র বর্মন। বস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি তাঁদের দুপুরের আহারেরও ব্যবস্থা করেন উমেশ। উমেশের ছেলে নারায়ণ জানান, বাবার ইচ্ছে ছিল নিজের জন্মদিনে দুঃস্থদের কাপড় দেওয়ার। সেজন্য অনেকদিন ধরে টাকা জমিয়ে এদিনের কাজ। বৃদ্ধের এহেন সমাজসেবায় খুশি তাঁর পরিবার ও প্রতিবেশীরা।

সন্তানদলের সভা

নিশিগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : কোচবিহার–১ ব্লকের চান্দামারিতে কর্মীসভা করল সন্তানদল। রবিবার ব্লকের কর্মীদের নিয়ে সভাটি হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জীব দাস জানান, ৯ ও ১০ ডিসেম্বর মালদার চাঁচলে এবং ২৩ জানুয়ারি কোচবিহারের চান্দামারিতে বৈদিক জনসভা ও মহামিছিল হবে। তারই প্রস্তুতিতে এদিনের সভা। সেখানে ছিলেন সংগঠনের নেতা বাবলু মোদক, দেবেশ্বর বর্মন, অনিল বর্মন প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ

পারডুবি, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলং মোড়ে সিপিএমের জোনাল পার্টি অফিসে দলের তরফে একটি প্রশিক্ষণ শিবির হয়। সেখানে সিপিএম নেতা প্রশিক্ষক অখিল বর্মন, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সফিজ আহমেদ সিপিএম নেতা তথা শাখা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেন।

বিরবিটি নদীতে মাছশিকার। রবিবার। ছবি : শান্ত বর্মন

ভেসে ওঠা মাছ ধরার হিড়িক জটেশ্বরে

জটেশ্বর, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার সকালে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে বিরবিটি নদীতে প্রচুর ছোট ও বড় মাছ ভেসে ওঠে। বড় মাছগুলি এখনও মারা যায়নি। ছোটগুলি অবশ্য মরে গিয়েছিল। সেই মাছ ধরার হিড়িক পড়ে। বিষক্রিয়ার মাছের এই অবস্থা বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরীক্ষার জন্য কিছু মাছ নিয়ে যান প্রশাসনের কর্তারা। পরীক্ষার পর জানা যাবে বিষক্রিয়ায় না অন্য কোনও কারণে মাছের এই হাল হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই মাছ খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

বেলা দুটো নাগাদ ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় এবং মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ আধিকারিকরা নদীর পাড়ে আসেন। জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশও যায়। তখনও চলছিল মাছ ধরা। বিডিও এবং পুলিশকে দেখে মাছ শিকারিরা একটু ঘাবড়ে গেলেও মাছ ধরা বন্ধ করেননি।

> খবর পেয়ে বেলা দুটো নাগাদ জটেশ্বরে গিয়েছিলাম। কিছু মাছ ও নদীর জল সংগ্রহ করেছি। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদকর্মীরাও গিয়েছিলেন। পুলিশও ছিল। জল ও মাছ পরীক্ষা করে দেখা হবে কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল। মাছ খেতে নিষেধ করা হয়েছে।
>
> –অনীক রায়
> *বিডিও, ফালাকাটা*

অনীক রায় বলেন, 'খবর পেয়ে বেলা দুটো নাগাদ জটেশ্বরে গিয়েছিলাম। কিছু মাছ ও নদীর জল সংগ্রহ করেছি। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদকর্মীরাও গিয়েছিলেন। পুলিশও ছিল। জল ও মাছ পরীক্ষা করে দেখা হবে কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল। মাছ খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা বলেন, 'মাছ না খাওয়ার জন্য মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

হেউতিয়ার জল ছেঁচে ধরা হল বোয়াল মাছ

রাঙ্গালিবাজনা, ৩ ডিসেম্বর : বছর তিরিশেক আগে মাদারিহাটের খয়েরবাড়ির হেউতিয়াঝোরায় ছিল অনেক জল। ঝোরার গতিপথে কিছুদূর পরপর বড় বড় গর্ত (কুড়া) ছিল। সাঁতার না জানলে জলে নামাই যেত না। মাছ ধরা বা জল ছেঁচে ফেলা তো দূরের কথা। কারণ জলের গভীরতা থাকত অনেকটাই। তবে নাব্যতা কমেছে হেউতিয়ার। 'কুড়া'গুলির প্রায় আশি শতাংশ অংশই মজে গিয়েছে। ফলে রবিবার ইসলামাবাদ গ্রামের শ্মশান লাগোয় 'কুড়া'টির জল অনায়াসেই ছেঁচে ফেললেন স্থানীয়রা। এদিন ধরা হয়েছে প্রায় কুড়ি কেজি মাছ। সিংহভাগই বোয়াল মাছ। ২২টি বোয়াল মাছ ধরা পড়েছে। তবে পুঁটি, ট্যাংরা, মৌরলা ধরেননি এলাকার যুবকরা। ওঁরা বলছেন, থাক না মাছগুলি! আরও বড় হোক। এমনিতেই মাছ অনেক কমে গিয়েছে হেউতিয়ায়।

জল ছেঁচে মাছ ধরছেন ইসলামাবাদবাসী। রবিবার। –মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

ছেকামারি গ্রামে উৎপন্ন হয়েছে ঝোরাটি। খয়েরবাড়ি ইসলামাবাদ গ্রামের ভেতর দিয়ে গিয়ে মিশেছে মুজনাই নদীতে। আগে জমিতে সেচের একমাত্র ভরসা ছিল ওই ঝোরাটির জল। এমনকি ঝোরায় মাছ ধরে জীবিকানির্বাহও করতেন এলাকার মৎস্যজীবীরা। তবে ঝোরায় মাছের নানা প্রজাতির সংখ্যা কমছে দিন–দিন, বলছেন এলাকার মৎস্যপ্রেমীরা। অবশ্য এখনও ওই ঝোরায় মেলে বোয়াল মাছ। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সাজু হোসেন ও অন্য কয়েকজন জল ছেঁচে বোয়াল ছাড়াও বেশ কিছু অন্য মাছ ধরেন।

সূত্রধরপাড়ার বুদ্ধদেব সূত্রধরের কথায়, মাছ ধরা দেখার আনন্দই আলাদা। তাই মেয়েকে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মাছ ধরা দেখেছি। এতে আমার শৈশবের স্মৃতিও জড়িয়ে। ঝোরার পাড়েই আমার বাড়ি। ছোটবেলায় মাছ ধরতাম। এখন আর সময় পাইনি!

জয়ে খুশি জেলার পদ্ম নেতারা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে বিজেপির জয়ে খুশির উচ্ছ্বাস দেখা গেল আলিপুরদুয়ার জেলার দলীয় নেতা–কর্মীদের মধ্যে। ভোটের ফলাফল স্পষ্ট হতেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় নেতা–কর্মীরা বিজয় মিছিল শুরু করেন।

রবিবার সন্ধ্যায় বীরপাড়ায় বাইক র‍্যালি করেন বিজেপি কর্মীরা। নেতৃত্ব দেন দলের ১৬ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রাহুল লোহার। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বীরপাড়ার দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু করে সুভাষপল্লি, লঙ্কাপাড়া রোড সহ বীরপাড়ার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে র‍্যালিটি। পরে পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তাঁরা।

আলিপুরদুয়ার শহরের জেলা কার্যালয় থেকে চৌপথি পর্যন্ত বিজয় মিছিল হয়। মিছিলের পাশাপাশি চৌপথি এলাকায় বাজি ফাটানো হয়। পথচলতি মানুষদের মধ্যে লাড্ডু বিলি করা হয়। সেখানে ছিলেন বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে সহ অন্যরা। বিজেপির যুব মোর্চা সোনাপুর চৌপথিতে মিছিল করে। সেখানে ছিলেন বিজেপির জেলা যুব মোর্চার সভাপতি রূপন দাস। বাবুরহাটে বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল বিজয় মিছিল করে। তপসিখাতা বাজার, পাটকাপাড়া, খয়েরবাড়ি বাজারেও মিছিল হয়।

ধান খেল হাতির দল

শামুকতলা, ৩ ডিসেম্বর : খেতের ধান কেটে বস্তায় ভরলেও ঘরে তোলা আর হল না। তার আগেই বুনো হাতির দল এসে সেই ধান সাবাড় করে দিল। শনিবার রাতে শামুকতলা থানার মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাকালগুড়ি মিশন সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। অন্তত ৮০ মন ধান খেয়ে নিয়েছে হাতির দল।

স্থানীয় কৃষক সজল বসুমাতা ২০ বিঘা জমিতে আমন ধান চাষ করেছিলেন। ধান কাটার পর সমস্ত ধান বাড়ির পাশে জমিতে বস্তায় ভরে রেখেছিলেন। প্রায় ১২০ মন ধান ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। রবিবার সেই ধান বাজারে বিক্রি করার কথা ছিল। শনিবার রাতে সেই ধান খাওয়ার পাশাপাশি লন্ডভন্ড করে দেয় বুনো হাতির দল।

এদিন মহাকালগুড়ি এলাকায় তিনটি হাতি জঙ্গল থেকে অন্তত আড়াই কিমি দূরে এসে সজল বসুমাতার বাড়ির পাশের বস্তায় ভরা ধান খেয়ে নেয়। তিনটি হাতি রাতভর ধান খেলেও আশপাশের লোকজন কেউ টের পাননি।

সজলবাবু বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরে জমির ধান কেটে ঝাড়াই করে সেই ধান বস্তায় ভরেছিলাম। সেই কাজ করতে করতে রাত হয়ে যায়। তাই বাড়ির পাশের জমিতে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। সকালে উঠে দেখি, সব ধান খেয়ে তছনছ করে দিয়েছে হাতির পাল। আর্থিকভাবে অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।' এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন ছিপরা বিটের বিট অফিসার সুধাংশু দেবনাথ। বিট অফিসার বলেন, 'বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হচ্ছে। দ্রুত যাতে ক্ষতিপূরণ পান সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

এছাড়া, শনিবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ার–২ ব্লকের যশোডাঙ্গা ব্লক অফিস থেকে প্রায় এক কিমি দূরে পরিমল দে'র বাড়িতে হানা দেয় হাতির দল। সুপারি গাছ, কলা গাছ ভেঙে ফেলার পাশাপাশি তিনবিঘা জমির ধানের পুঁজি খেয়ে লন্ডভন্ড করে দেয়। স্থানীয়রা জানান, রাত একটা নাগাদ হাতির পালের শব্দ শোনা গিয়েছিল। রাত তিনটে নাগাদ সেই হাতির পাল পানবাড়ি জঙ্গলের দিকে ফিরে যায়।

সাউথ রায়ডাকের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আবেদনের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

খড়ে আগুন

পলাশবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার বিকেলে হঠাৎ করেই খড়ের গাদায় আগুন লাগে। আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় চাষি চন্দন সরকারের বাড়ির সামনেই চার–পাঁচ বিঘা জমির খড় গাদা করে রাখা ছিল। আগুন লাগতেই এলাকায় হইচই শুরু হয়। স্থানীয়রা আগুন নেভাতে শুরু করেন। কিন্তু কোনওভাবেই সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসছিল না। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় ফালাকাটা দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। আসে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশও। তারপর দমকলকর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেন।

স্কুলের নড়বড়ে পরিকাঠামোয় ক্ষোভ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৩ ডিসেম্বর : ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের শিয়ালডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডাইনিং শেড সহ পরিকাঠামোর নানা খামতিতে পড়ুয়াদের অভিভাবক ও শিক্ষক–শিক্ষিকারা ক্ষুব্ধ। পাঁচ দশকের বেশি পুরোনো বিদ্যালয়টিতে ডাইনিং শেড নেই। ফলে শ্রেণিকক্ষের বারান্দার মেঝেতে বসে মিড–ডি মিল খায় পড়ুয়ারা। নেই পাঁচিল। ফলে বিনা বাধায় বিদ্যালয় চত্বরে দিনভর গবাদিপ্রাণী চরে বেড়ায়। জরাজীর্ণ শ্রেণিকক্ষ। বিদ্যালয় সূত্রের খবর, পরিকাঠামো উন্নয়নের আর্জি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি। এতে এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ।

১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়টি। ১ জন পার্শ্বশিক্ষিকা সহ ৫ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা ও ১১৬ জন পড়ুয়া আছে স্কুলে। অভিভাবক জনৈক হেজাবুল হক ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আশপাশের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের মিড–ডে মিল খাওয়ার জন্য আলাদা ঘর রয়েছে। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে আজও সেটি তৈরি করা হল না। আরেক অভিভাবক ওয়াহেদ আলির কথায়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পড়ুয়ারা মিড–ডে মিল খেতে বাধ্য হচ্ছে। বর্ষাকালে সমস্যা আরও বাড়ে। অথচ এই সমস্যা মেটানো হচ্ছে না।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেরিনা খাতুন বলেন, কোনও বিদ্যালয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ সাধারণত পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা সরাসরি শিক্ষা দপ্তর করে। ওই বিদ্যালয়ের সমস্যা মেটাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

হচ্ছে। পাঁচিল না থাকায় বিদ্যালয় চত্বরে গাছের চারা রোপণ করলেও গবাদিপ্রাণীর পেটে যাচ্ছে। এলাকার বাসিন্দারা বিদ্যালয়ের মাঠে সারা বছর জ্বালানি কাঠ শুকোনো থেকে শুরু করে নানা কাজ করেন। ডাইনিং শেড, পাঁচিল তৈরি ও শ্রেণিকক্ষ মেরামতের জন্য একাধিকবার ব্লক প্রশাসন ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে আবেদন জানিয়েও লাভ হয়নি।

বারান্দায় বসে মিড–ডে মিল খাচ্ছে পড়ুয়ারা। শিয়ালডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা টেরসি খাড়িয়া বলেন, আমরা যথেষ্ট পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে পড়ুয়াদের মিড–ডে মিল খাওয়ানোর চেষ্টা করি। তবে ডাইনিং শেড না থাকায় সারা বছর সমস্যায় ভুগতে

ফালাকাটা উত্তর মণ্ডলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর সূত্রের খবর, যে বিদ্যালয়গুলিতে মিড–ডে মিল খাওয়ার শেড নেই সেগুলির তালিকা ইতিমধ্যেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

পাঁচ বিঘার ধান পোড়ায় ক্ষতি চাষির

পোড়া ধান দেখছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। –সংবাদচিত্র

জটেশ্বর, ৩ ডিসেম্বর : সমস্ত জমির ধান কাটার পর এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছিলেন ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাংকান্দির কৃষক তারকচন্দ্র রায়। কিন্তু শনিবার গভীর রাতে সেই ধান আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তারকের দাবি, পাঁচ বিঘা জমির ধান পুড়ে গিয়েছে। গত কয়েকমাসের পরিশ্রমের ফসল এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে পরিবারটির। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ব্যাংকান্দিতে। আগুন লাগার কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

পরিবারটি জানায়, শনিবার রাত তিনটা নাগাদ অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে প্রতিবেশীরা ধানের গাদায় আগুন জ্বলতে দেখেন। তাঁরাই তারকের বাড়িতে খবর দেন। খবর পাওয়ার পর জমিতে হাজির হয়েও কেউ কিছু করতে পারেননি। খবর দেওয়া হয় জটেশ্বর ফাঁড়ি ও ফালাকাটা দমকলকেন্দ্রে। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিভিয়ে ফেললেও সব ধান ছাই হয়ে যায়।

ঘটনার পর রবিবার সকালে ভিড় জমে যায় তারকের বাড়িতে। পৌঁছান জটেশ্বর–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মোস্তফা আলি। তিনি পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

তারক বলেন, 'আমাদের সঙ্গে কারও কোনও বিবাদ নেই। সেই হিসেবে কেউ ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে আগুন লাগিয়ে থাকতে পারে তা ভাবতে পারছি না। কিন্তু তা হলেও আমরা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি।' কারণ হিসেবে তারকের বক্তব্য, 'অনেকেই ফেলে দেওয়া বিড়ি, সিগারেটের আগুন থেকে ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন। কিন্তু ধানের গাদাটি যাতায়াতের রাস্তা থেকে অন্তত ২০০ মিটার দূরে জমির মাঝখানে ছিল। গভীর রাতে সেখানে কোনওভাবেই আগুন লাগার কথা নয় বলে দাবি তারকের। পরিবারের

> কারও সঙ্গে বিবাদ না থাকলেও আমরা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি। ধানের গাদাটি যাতায়াতের রাস্তা থেকে অন্তত ২০০ মিটার দূরে জমির মাঝখানে ছিল। গভীর রাতে সেখানে কোনওভাবেই আগুন লাগার কথা নয়।
>
> –তারকচন্দ্র রায়
> *ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক*

আরেক সদস্য জয়ন্ত রায়ের আক্ষেপ, 'চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আগুনে ধান পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না।'

এদিন জটেশ্বর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছে ওই পরিবার। ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা বলেন, 'খবর পাওয়ার পরেই ঘটনাস্থলে গিয়েছি। অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

বাঘবনে নরকঙ্কাল

কালচিনি, ৩ ডিসেম্বর : জঙ্গল থেকে নরকঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুলিশ ও বনকর্মী মহলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে বক্সা ব্যাঘ্র–প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের গুয়ামডাবরি বিটের ৪ নম্বর কম্পার্টমেন্টে বনকর্মীরা রুটিন টহলদারির সময় নরকঙ্কালটি দেখতে পান। কালচিনি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করে। কঙ্কালটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের।

পুলিশের অনুমান মাসদুয়েকের পুরোনো কঙ্কালটি। বন্যপ্রাণীর হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, কঙ্কালের সঙ্গে জড়ানো কিছু ফুলপ্যান্ট ও শার্ট পাওয়া গিয়েছে। ময়নাতদন্তের পাশাপাশি কঙ্কালটির ফরেন্সিক পরীক্ষাও করানো হতে পরে। পুলিশ নিখোঁজদের তালিকা খতিয়ে দেখে মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা জানিয়েছেন, নরকঙ্কালটি প্রথমে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সেটি কোচবিহার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কিশোরীর দেহ উদ্ধার

কুমারগ্রাম, ৩ ডিসেম্বর : শনিবার সন্ধ্যায় চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলগুড়ি এলাকার একটি বাড়ি থেকে এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার করে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কিশোরীর নাম বর্ণালি দাস (১৩)। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে রবিবার পরিবারের সদস্যদের হাতে কিশোরীর দেহ তুলে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই কিশোরী আত্মহত্যা করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৩–৪ মাসে চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলদলি, গচিমারি, বেলগুড়ি সহ আশপাশের এলাকায় একাধিক কিশোর–কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। এধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে এলাকাজুড়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর দাবি জানিয়েছেন কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত কার্জি।

অবরোধের ডাক

পলাশবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল। সেই মোতাবেক সোমবার পথে নেমে বড়সড়ো আন্দোলন করতে চলেছেন বালি–পাথর উত্তোলনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা। শিলতোর্ষা রিভারবেড শ্রমিক কল্যাণ সংগ্রাম কমিটির তরফে সোমবার ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ারগামী সড়কের গুরুত্বপূর্ণ সোনাপুর চৌপথিতে পথ অবরোধ করার ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই অবরোধ কর্মসূচিতে বালি–পাথর তোলার নানা সরঞ্জাম নিয়ে শামিল হবেন শ্রমিকরা। সংগ্রাম কমিটির সভাপতি আব্দুল কাদের বলেন, 'সোনাপুর চৌপথিতে সোমবার সকাল এগারোটায় শ্রমিকরা জমায়েত হবেন। আর দুপুর বারোটা থেকে পথ অবরোধ শুরু হবে। বালি–পাথর উত্তোলনের দাবিতে শ্রমিকদের এটাই প্রথম পথ অবরোধ কর্মসূচি।' তিনি আরও জানান, শ্রমিকদের এই সংগ্রাম কমিটি দুর্গাপুজোর আগে থেকে আন্দোলন করছে।

প্রাক বড়দিনের উৎসবের প্রস্তুতি, সাজানো হচ্ছে চার্চ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৩ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর মাস মানে ক্রিসমাসের মাস। দোকানে দোকানে বড়দিন স্পেশাল কেক, ক্রিসমাস ট্রি দেখে মনে হয় বড়দিনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, বড়দিনের আগে প্রাক–বড়দিনের উৎসবের জন্য আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন মহল্লার চার্চগুলো এখনই সেজে উঠেছে। চলবে এই তিন সপ্তাহ ধরে। মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ বসুমাতা জানান, সব জায়গাতেই প্রাক–বড়দিন উৎসবের প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

'আমার হৃদয়ের গভীরে রেখেছি প্রভু যিশু তোমার পবিত্র নাম। তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে।' বড়দিনের আগে এই গানের সুর ভেসে আসে অনেক চার্চ থেকেই। ক্যারল বা বড়দিনের গান ছাড়া বড়দিন অসম্পূর্ণ। এই গানের মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা যিশুখ্রিস্টের প্রতি তাঁদের ভালোবাসার কথা বলেন। তবে শুধু গান নয়, প্রাক–বড়দিনের উৎসবে নাচেরও চল রয়েছে। অনেকদিন আগে থেকেই তার তালিম শুরু হয়ে যায়, জানালেন মহাকালগুড়ি সিএনআই চার্চের সদস্য রূপকুমার বসুমাতা। তাঁর কথায়, 'প্রাক–বড়দিন এবং বড়দিনের অনুষ্ঠানে যেসব গান গাওয়া হবে, সেগুলি লেখা ও সুর দেওয়ার কাজ নভেম্বরের শেষে শুরু হয়ে যায়। সেইসঙ্গে চলে গান ও নাচের মহড়া। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনাও থাকবে। এই মাসের প্রথম দিকেই মহাকালগুড়ি মিশন এলাকায় প্রাক–বড়দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।' তিনি জানান, সেজন্য চার্চ সাজানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

চার্চের সামনে প্রার্থনা। মহাকালগুড়িতে। –সংবাদচিত্র

এই ছবি আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা, কুমারগ্রাম, খোয়ারডাঙ্গা, কামাখ্যাগুড়ি, কালচিনি, ফালাকাটা থেকে বীরপাড়া, সব জায়গার। ডিসেম্বরের শুরুতেই চার্চগুলিতে রঙের প্রলেপ পড়তে শুরু করে। সেইসঙ্গে চার্চের সামনের বাগানগুলোতে মরশুমি ফুলের চারা লাগানো হয়েছে। যাতে বড়দিনের আগে গাছে ফুল এসে চারদিকটা রঙিন হয়ে ওঠে। প্রাক–বড়দিনের প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছে সব মহল্লার মানুষই। ইউসিএনআই চার্চ ছাড়া মহাকালগুড়ি গ্রামে রয়েছে আরও দুটি চার্চ, রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্চ। সেগুলোও সাফসুতরো করার কাজ শুরু হয়েছে। আলো দিয়ে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হবে চার্চগুলোকে। অন্যদিকে, শামুকতলার বানিয়াগাঁও, বানিয়াডাবরি, জিৎপুর, সাঁওতালপুর, তালেশ্বরগুড়ি গ্রামের চার্চগুলিতেও প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

এরই মধ্যে শনিবার খ্রিস্টান অনলাইন মিনিস্ট্রি এবং বোড়ো অনলাইন মিনিস্ট্রির ব্যবস্থাপনায় নেপাতিপাড়া লিটল ফ্লক চার্চে প্রাক–বড়দিনের উৎসবে মেতে উঠলেন স্থানীয়রা। ধর্মীয় আলোচনা তো ছিলই। বড়দিনের আগে এই অপেক্ষার দিনটাকে তাঁরা নাচগানের মাধ্যমে উদযাপন করলেন। বক্তা হিসেবে অনুষ্ঠানে শামিল হন রেভারেন্ড পাইলাও ইসলারি, এসাও নার্জিনারি, সুবেন্দ্র বসুমাতা, লক্ষ্মণ ওরাওঁ প্রমুখ।

গারোখুটা গ্রামের রেভারেন্ড বার্নাবাস কিসকু বলেন, 'বড়দিনের আগে এই প্রাক–বড়দিনের অনুষ্ঠান নিয়ে আলাদাই মাতামাতি থাকে এলাকাগুলিতে। চার্চ থেকে এলাকা, সবই সেজে ওঠে এই সময়।'

এবার হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি

তিন রাজ্যে জিতে হুংকার প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : অপেক্ষা এবার শুধু ২০২৪-এর।

রবিবারের চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের সেমিফাইনাল ম্যাচ জিতে দ্বিগুণ উৎসাহ ও আশা নিয়ে আগামী বছর লোকসভা ভোটে জয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই সেই বার্তা দিয়ে রাখলেন এদিন। চাররাজ্যের ফলপ্রকাশের পর রবিবার সন্ধ্যায় বিজেপির সদরদপ্তরে বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে দলের নেতা-কর্মীদের জয়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে মোদি বলেন, 'আজ তিনরাজ্যে জয়ের হ্যাটট্রিক ২০২৪ সালে জয়ের হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি দিয়ে দিয়েছে। আজ প্রতিটি গরিব মানুষ, প্রতিটি কৃষক, প্রতিটি বঞ্চিত মানুষ, প্রতিটি আদিবাসী ভাইবোন ভাবছেন, তাঁরা নিজেরা জয়ী হয়েছেন।' রাজনৈতিক মহলের মতে, তিন রাজ্যে জয়ের পর ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি বাকিদের থেকে এগিয়ে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু বিজেপির থেকেও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্যারিশমা। মোদি মাত্রই যে অপ্রতিরোধ্য, অদম্য, অজেয় সেটা এদিন আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। ২০১৪ থেকে তাঁর বিজয় রথ এগিয়ে চলেছে। তার গতিরুদ্ধ করা আপাতত সর্বভারতীয়স্তরে কার্যত কঠিন হয়ে গিয়েছে। আর এসবের মধ্যে দিয়ে মোদি নিজেকে ক্রমশ বিজেপি তথা দেশের 'সুপ্রিম লিডার'-এ পরিণত করে ফেলছেন।

চার মূর্তি... তিন রাজ্যে জয়ের পর প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন শা, রাজনাথ, নাড্ডাদের। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি অবশ্য মোদির হ্যাটট্রিকের বার্তার পরও সুর নামাতে নারাজ। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের জনাদেশ আমরা বিনম্রতার সঙ্গে মেনে নিচ্ছি। বিচারধারার লড়াই জারি থাকবে।' তেলেঙ্গানার জয়ের জন্য রাজ্যবাসী ও দলের নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানান প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি।

মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে জয়ের পর দেশজুড়ে বিজেপি নেতা-কর্মীরা অকাল হোলিখেলায় মেতে ওঠেন। বিজেপির সদর দপ্তরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সন্ধ্যায় মোদি সেখানে পা রাখতেই বিজেপি কর্মী , সমর্থকদের বাধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা যায়। মোদি মোদি স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বিজেপি দপ্তরের প্রাঙ্গন। তিন রাজ্যে সরকার গড়ার আনন্দ বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে মোদি বলেন, 'এদিনের জয় এককথায় ঐতিহাসিক এবং নজিরবিহীন। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ভাবনার জয় হয়েছে আজ। বিকশিত ভারতের ডাক জিতে গিয়েছে। সততা ও সুশাসনের জয় হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্পের জয় হয়েছে।' এরপরই কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটকে বিঁধে মোদি বলেন, 'আজকের জনাদেশ প্রমাণ করেছে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষ জিরো টলারেন্স দেখিয়েছে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে দুর্নীতি বিরোধী মানসিকতার জয় হয়েছে।' মোদি বলেন, রবিবারের নির্বাচনি ফল কংগ্রেস ও তাদের ঘমন্ডিয়া (উদ্ধত) জোটের কাছে একটি বড় শিক্ষা। আজকের ফলাফল তাঁদের জন্য একটি সতর্কবার্তা।' মোদির হুঁশিয়ারি, 'হয় আপনারা নিজেদের রাস্তা বদলে ফেলুন নয়তো মানুষ আপনাদের ছুড়ে ফেলে দেবে।'

পরশু বৈঠক ডাকলেন খাড়্গে

কংগ্রেসের ব্যর্থতায় প্রশ্ন ইন্ডিয়া জোটে

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : পাঁচে পাঁচ করবেন বলেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে শেষ সেমিফাইনালে সেই দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। রবিবার যে চারটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে মধ্যপ্রদেশে পালাবদল এবং রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। তাদের কাছে একমাত্র স্বস্তির জায়গা তেলেঙ্গানা। সেখানে তারা কেসিআরকে ক্ষমতাচ্যুত করে সরকার গঠন করতে চলেছে। ভারত জোড়ো যাত্রার সাফল্য ধরে দক্ষিণ ভারতে দ্বিতীয় রাজ্য দখল করতে পারলেও উত্তর ভারতের গোবলয়ে কংগ্রেস যেভাবে এবার হারের সম্মুখীন হয়েছে তাতে দেশের প্রধান বিরোধী দলের যোগ্যতা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

কংগ্রেসের দলীয় দপ্তর শুনসান। নয়াদিল্লিতে রবিবার।

এই অবস্থায় তড়িঘড়ি বুধবার ইন্ডিয়া জোটের একটি বৈঠক ডেকেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। কিন্তু তাতেও ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে কোণঠাসা অবস্থা থেকে বেরোতে পারছে না হাতশিবির। বিজেপির বিরুদ্ধে তিন রাজ্যে হারের জন্য তৃণমূল, আপের মতো শরিক দলগুলি সরাসরি কংগ্রেসের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

রবিবার তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের খোঁচা, 'এই জয় বিজেপির সাফল্য নয়। কংগ্রেসের ব্যর্থতা। দেশে বিজেপিকে হারানোর লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।' কুণাল বলেন, 'তিন রাজ্যে কংগ্রেসের ব্যর্থতা ইন্ডিয়া জোটের নয়। তিন রাজ্যে জোটকে কাজে লাগায়নি কংগ্রেস। বিজেপির বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা উচিত ইন্ডিয়া জোটের।' দলের তরুণ নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'এই মুহূর্তে ভারতের মাটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বিজেপিকে বিজেপির ভাষায় লড়াই ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি আর ক'জনের আছে?' অপরদিকে আপের দাবি, তারাই বর্তমানে উত্তর ভারতে সবথেকে বড় বিরোধী দল। দলের মুখপাত্র জ্যাসমিন শা বলেছেন, 'আজকের ফলের পর আপ উত্তর ভারতে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। কারণ, পঞ্জাব ও দিল্লিতে আমাদের সরকার রয়েছে।' আপের এক নেতা বলেন, 'যদি ইন্ডিয়া জোটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে কংগ্রেসকে আসনবণ্টনের প্রশ্নে কিছু আপস করতেই হবে।'

তবে তৃণমূল ও আপ কংগ্রেসকে বিঁধলেও ইন্ডিয়া জোট নিয়ে আশাবাদী এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার। তিনি রবিবার বলেন, 'চার রাজ্যের ভোটের ফল ইন্ডিয়া জোটে কোনও প্রভাব ফেলবে না। আমরা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বাসভবনে বুধবার বৈঠকে বসছি। ওই বৈঠকের পরই আমরা এবিষয়ে মন্তব্য করতে সমর্থ হব।' তবে পাওয়ার যতই ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন, তৃণমূল, সপা, আপের মতো দলগুলি তাতে কতটা সায় দেবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে খাড়্গেকে ইন্ডিয়া জোটের রাশ হাতে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধি, সীতারাম ইয়েচুরি, টিআর বালুরা। কিন্তু তিন রাজ্যে হেরে যাওয়ায় এখন সেই রাশ কতটা কংগ্রেসের হাতে রাখা সম্ভব তা লাখ টাকার প্রশ্ন। যে রাজ্যগুলিতে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের মুখোমুখি লড়াই হয়েছে তার মধ্যে হিমাচলপ্রদেশ ও কর্ণাটক ছাড়া আর কোথাও গত একবছরে কোনও সাফল্য জোটেনি হাতশিবিরের। উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে সবেতেই বিজেপির শক্তির সামনে পরাজিত হয়েছে কংগ্রেস। উলটোদিকে তৃণমূল এবং আপ দুটি দলই বিজেপিকে হারাতে সক্ষম হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি বিধানসভা ভোটে। উত্তরপ্রদেশে সপা এখনও বিজেপির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই অবস্থায় ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের অবস্থান খানিকটা যে নড়বড়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আজ থেকে শুরু শীতকালীন অধিবেশন, চাঙ্গা গেরুয়া ফ্রন্ট

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : সোমবার ৪ ডিসেম্বর, দিল্লির নব্যনির্মিত সংসদ ভবনে শুরু হতে চলেছে সপ্তদশ লোকসভার সর্বশেষ শীতকালীন অধিবেশন। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষের কাছে। আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনের আগে, এই শেষ ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদের মাটিতে পাশ করিয়ে নিতে মরিয় মোদি সরকার। অন্যদিকে, দণ্ড সংহিতা সহ একাধিক সংবেদনশীল বিলে আপত্তি জানানোর পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র'র বিরুদ্ধেও আনা সম্ভাব্য বহিষ্কারের বিরোধিতায় সুর চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সদস্য শরিকি দলগুলি। তবে রবিবারে চার রাজ্যের ভোটগণনার ফলাফলে অনেকটাই স্তিমিত বিরোধী শিবির সেই তুলনায় তিন রাজ্যে গেরুয়া আধিপত্য বিস্তার করে অনেকটা চাঙ্গা বিজেপি। আসন্ন অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিলে কার্যসিদ্ধি করতে বিরোধী সমন্বয়কে যে-কোনো মতেই রেয়াত করবে না সরকারপক্ষ তা নিয়ে কার্যত একমত সমস্ত রাজনৈতিক ও বিশেষজ্ঞ মহল।

সোমবার লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগেই রবিবার প্রকাশ্যে এসেছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় সহ চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল যেখানে প্রধান বিরোধী শিবির কংগ্রেসকে ফুৎকারে উড়িয়ে পদ্ম ফুটিয়েছে বিজেপি। হাইভোল্টেজ সেমিফাইনালে কংগ্রেসকে গুনে গুনে তিন গোল দেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি 'চার্জড আপ' কেন্দ্রীয় শিবির।

শনিবার, শীতকালীন অধিবেশনের অ্যাজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করতে দিল্লিতে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা শীতকালীন অধিবেশনে মোট ১৯টি বিল পেশ হওয়ার কথা যার মধ্যে বিতর্কিত ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিল ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বিল ২০২৩, ভারতীয় সাক্ষ্য বিল ২০২৩ সহ জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধন) বিল, জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল, প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন বিল, আইনজীবী (সংশোধনী) বিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ, শর্তাবলী পরিষেবা এবং অফিসের মেয়াদ) বিল, জিএসটি বিল, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি আইনের বিশেষ বিধান (সংশোধন) বিল ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল অন্যতম। এরই পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করবে এথিকস কমিটি। 'টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন' অভিযোগের জন্য নিম্নকক্ষ থেকে তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে লোকসভা প্যানেলের রিপোর্টটিও অধিবেশনের প্রথম দিনে হাউসে পেশ করার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে তিন রাজ্য জয়ের উন্মাদনা এবং উচ্ছ্বাস। কেন্দ্রীয় শাসক দলের দাপটে ব্যাকফুটে বিরোধী শিবির।

সাসপেন্ড তেলেঙ্গানার ডিজিপি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : আচরণবিধি ভাঙায় রবিবার তেলেঙ্গানা পুলিশের ডিজি অঞ্জনি কুমারকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন। এদিন তেলেঙ্গানায় ফলপ্রকাশের ট্রেন্ড দেখে তিনি কংগ্রেস নেতা রেভন্থ রেড্ডির বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ফুলের তোড়া উপহার দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার সঞ্জয় জৈন ও নোডাল (এক্সপেন্ডিচার) মহেশ ভাগবত। কমিশন ডিজিপিকে সাসপেন্ড করার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয় ও মহেশের কাছে থেকে রেভন্থের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাখ্যা চেয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তেলেঙ্গানার ডিজিপি তাঁর আচরণের মধ্যে দিয়ে একটি ভুল নজির স্থাপন করলেন।

মধ্যপ্রদেশে ধরাশায়ী কমল নাথ

লাডলি বহেনদের রায়ে অটুট শিবরাজ গড়

ভোপাল, ৩ ডিসেম্বর : গণনার শুরুতে যা ছিল 'কাঁটে কি টক্কর', বেলা বাড়তেই সেটা হয়ে গেল 'পদ্মঝড়', 'মোদি- ম্যাজিক'। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির কমলের কাছে ধরাশায়ী হল কমল নাথের কংগ্রেস। ২৩০ আসনের বিধানসভায় একাই ১৬৭টি আসনে জিতে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে চলেছে বিজেপি। বিরোধী কংগ্রেসের আসন গতবারের চেয়ে কমে ৬২ হয়েছে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশের পর আরও একটি বড় রাজ্যে অপ্রতিহত তকমা পেল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের নেতারা যে জন্য একবাক্যে কৃতিত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তবে ভোট বিশেষজ্ঞদের বড় অংশের মতে, মধ্যপ্রদেশে বিজেপির বিপুল প্রত্যাবর্তনের অনুঘটক অন্য কেউ। তিনি বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের আদরের 'মামা'।

চলতি মেয়াদের শেষ দিকে তাঁর চালু করা জনমোহিনী প্রকল্পগুলি, বিশেষ করে 'লাডলি বহেন' (আদরের বোন) প্রকল্পটি মহিলা ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ভোটের প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে তৈরি এই প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ১,২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করার কথা ঘোষণা করেন শিবরাজ। সেই ঘোষণাই মধ্যপ্রদেশে খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। একাধিক প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল শিবরাজের লাডলি বহেনে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির পর মহিলাদের বড় অংশ বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কথা ভাবছেন। পুরুষদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া লক্ষ করা গেলেও মহিলা মহলে শিবরাজের জনপ্রিয়তা নজর কেড়েছিল। রবিবার ইভিএম গণনা শুরু হতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশে মহিলা ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ। তাঁরা ঢেলে ভোট দিয়েছেন বিজেপিকে।

মিতভাষী শিবরাজ অবশ্য জয়ের যাবতীয় কৃতিত্ব মোদিকে দিয়েছেন। শহরাঞ্চল বহু বছর ধরে বিজেপির শক্তঘাঁটি। এবার শহরের সীমা টপকে গ্রামাঞ্চলেও বিজেপির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহিলা ভোট না পেলে তা কঠিন ছিল। বাঘেলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, ভুপাল, মালোয়া, নিমার সর্বত্র শাসক দলের জয়জয়কার। কংগ্রেসের শক্তঘাঁটি গোয়ালিয়র-চম্বল ও কমল নাথের খাসতালুক মহাকোশলেও কংগ্রেসকে টেক্কা দিয়েছে বিজেপি। গতবার এখানে ২৮টি আসনে জিতেছিলেন কংগ্রেস। এবার সেই সংখ্যা কমে ২২ হয়েছে। ১৮ থেকে বেড়ে ২৩-এ পৌঁছেছে বিজেপি।

৪ বারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজের কৌশলের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি কংগ্রেসের জয়-বীরু জুটি (রাজ্য রাজনীতিতে কমল নাথ ও দিগ্বিজয় সিং-কে ডাকা হয় এই নামে)। কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার কাছে এবারের ভোট ছিল ওজন বোঝানোর লড়াই। ফল ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে, তাঁর গড় বলে পরিচিত গোয়ালিয়র-চম্বলে ২০টি আসন জিতেছে বিজেপি। গতবার সংখ্যাটা ১৩ ছিল। কয়েক আগেও ছবিটা সম্পূর্ণ অন্য ছিল। রাজ্যে বিজেপির মুখ শিবরাজকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি বিজেপির তরফে। জানুয়ারি থেকে মাটি কামড়ে প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন শিবরাজ। তাই জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, ফগ্গন সিং কুলাস্তে, নরোত্তম মিশ্রর মতো নেতারা ময়দানে নামলেও মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে এগিয়ে সেই মামাই।

হায়দরাবাদেও ভেলকি সুনীল কানুগোলুর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : গোবলয়ের তিনটি রাজ্যে কংগ্রেসের ভিত আলগা হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে তেলেঙ্গানাতে কংগ্রেসের জয়জয়কার। জয়ের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হলেন এসকে তথা সুনীল কানুগোলু। তিনি একসময়ে প্রশান্ত কিশোরের আইপ্যাকের সদস্য ছিলেন।

ভোটকৌশলী সুনীল কানুগোলু কেসিআরকে গদিচ্যুত করার জন্য তেলেঙ্গানায় দীর্ঘসময় ধরে কাজ করেছেন। তিনিই প্রথম রাহুল গান্ধিকে বলেছিলেন তেলেঙ্গানায় কেসিআর অপ্রতিরোধ্য নন। তখন দলেরই একাংশ তাঁর ওপর ভরসা করেননি। শুধু কেসিআর-এর দল বিআরএস নয়, বিজেপিও কংগ্রেসের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। সুনীল ধীরে ধীরে তাঁর সমরনীতি সাজিয়েছিলেন। তাঁর হায়দরাবাদের কার্যালয়েও পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিল। বহু জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। এমনকি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেও পাঠানো হয়েছিল।

রবিবার ভোটের ফলের শুরু থেকেই কংগ্রেস এগিয়ে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে কংগ্রেসের জয়ের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যায়। কানুগোলুর টিমের এক সদস্য জানিয়েছেন, তেলেঙ্গানায় তাঁদের ফ্রি-হ্যান্ড দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা করে সেই অনুযায়ী কাজ করেছেন। সুনীল সপ্তাহে একদিনও ছুটি নিতেন না।

কর্ণাটকের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান সুনীল চেন্নাইয়ে বড় হয়েছেন। পড়াশোনার জন্য কিছু সময় বিদেশেও ছিলেন। একসময়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসে আসার পর সুনীল কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানার নির্বাচনের জন্য কাজ শুরু করেন। কর্ণাটকে তাঁর সাফল্য ছিল নজরকাড়া। রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রার নেপথ্যেও সুনীল কানুগোলুর অবদান আছে বলে শোনা গিয়েছে।

তেলেঙ্গানায় প্রথমবার ক্ষমতায় কংগ্রেস

আঞ্চলিকতার তকমা ঝাড়ার চেষ্টাই কাল হল কেসিআরের

হায়দরাবাদ, ৩ ডিসেম্বর : অবিজেপি শাসনে থাকা সব রাজ্যেই যেন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝড়। সেই হাওয়ায় পাল তুলে জয়পুর ও রায়পুরের ঘাটে নৌকা ভেড়াল বিজেপি। আবার ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সার্বিক ক্ষোভই কংগ্রেসকে হায়দরাবাদের মসনদে আসীন করল। স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর প্রথমবার তেলেঙ্গানায় শাসক দলের মর্যাদা পেতে চলেছে কংগ্রেস। অবসান ঘটল একদশকের কেসিআর-রাজের।

১১৯ আসনের বিধানসভায় কংগ্রেস একাই পেয়েছে ৬৪টি আসন। কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) জিতেছে মাত্র ৩৯টি কেন্দ্রে। তৃতীয় শক্তি হিসাবে উঠে আসা বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ৮টি আসন। বড় ধাক্কা খেয়েছে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির এআইএমআইএম (মিম)। বিধানসভায় তাদের সদস্য সংখ্যা ৬। একটি আসনে জয়ী নির্দল। মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে এগিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রেবন্ত রেড্ডি। তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের জয়ের নেপথ্য কারিগরের তকমা পাচ্ছেন রেড্ডি। রবিবার সকালে ভোটগণনা শুরু হতেই বিআরএসকে টেক্কা দিয়ে অধিকাংশ কেন্দ্রে এগোতে শুরু করেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। দিনভর সেই প্রবণতা বজায় ছিল।

দুপুরের পরেই স্পষ্ট হয়ে যায় ক্ষমতা থেকে সরতে চলেছে বিআরএস। হায়দরাবাদে দলের প্রাসাদোপম পার্টি অফিস কার্যত জনমানবশূন্য হয়ে যায়। অন্যদিকে কংগ্রেসের মলিন সদরদপ্তরে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। অন্ধ্রপ্রদেশ ভাগের পর শেষ কবে এই দপ্তর এভাবে জনঅরণ্যে পরিণত হয়েছে তা মনে করতে পারছেন দলের কট্টর সমর্থকরা। কংগ্রেসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর। যদিও দিনকয়েক আগেও ছবিটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়্গে, রেবন্ত রেড্ডিদের সভায় ভিড় চোখ টানলেও ভোট করাতে সিদ্ধহস্ত বিআরএসের সংগঠন শেষপর্যন্ত কেসিআরকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসাবে বলে মনে করেছিলেন সিংহভাগ ভোট বিশেষজ্ঞ।

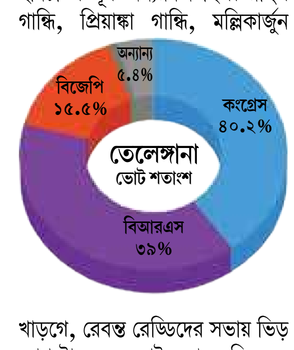

ভোটগ্রহণের পর হওয়া অধিকাংশ জনমত সমীক্ষায় তেলেঙ্গানায় পালাবদলের ইঙ্গিত মেলে। এদিন সেই ইঙ্গিতই বাস্তবে পরিণত হল। নিজের গড়ে কেসিআরের পতনের জন্য একাধিক কারণকে দায়ী করা হচ্ছে। তেলেঙ্গানায় পরিকাঠামো উন্নয়ন, সেচব্যবস্থার সংস্কার, কৃষকদের আর্থিক অনুদান, বিনামূল্যে বিদ্যুতের মতো প্রকল্পের রূপকার বিআরএস সরকার। তবে শাসক দলের বিধায়কদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের ধারাবাহিক অভিযোগ মানুষের মধ্যে অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বহু বিধায়ককে এবারও প্রার্থী করেছিলেন কেসিআর। আশা করেছিলেন, তাঁর জনমোহিনী প্রকল্পগুলি দুর্নীতির অভিযোগকে চাপা দিতে পারবে। সেই কৌশল খাটেনি। কংগ্রেসের ভোটকৌশলী সুনীল কানুনগোর পরামর্শে টিম রেড্ডি মাঠ-ময়দান থেকে সামাজিকমাধ্যম সর্বত্র কেসিআর জমানায় ঘটা দুর্নীতির অভিযোগকে সামনে রেখে প্রচার চালিয়েছে। তেলেঙ্গানায় ঘুরে ঘুরে নিয়ম করে দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলেছেন রাহুল গান্ধি। পাশাপাশি অনুদান-প্রতিশ্রুতিতেও বিআরএসকে ছাপিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। কৃষক, শ্রমিক, বেকার যুবক, মহিলাদের কেসিআরের চেয়েও বেশি আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। ভোটের বাক্সে যার প্রভাব পড়েছে। বিআরএসের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করা হচ্ছে আঞ্চলিকতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। দীর্ঘদিন ধরে স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানার দাবিতে আন্দোলন করা কেসিআর আঞ্চলিক দলের তকমা মুছতে দলের নাম টিআরএস (তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রসমিতি) থেকে বিআরএস করেন। কিন্তু নিজের বিধানসভায় পরাজিত হল।

SSR 2024
২৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ৯ ডিসেম্বর, ২০২৩
ভারতের নির্বাচন কমিশন

আপনি কি 'দেশ কা ফর্ম' পূরণ করেছেন?

ভোটার হন অথবা ভোটার তালিকায় বিস্তারিত তথ্য আপডেট করুন

আরও তথ্য জানতে ৮৯২৯৪৪১৯৫০ এই নম্বরে মিসড কল দিন

অনুসরণ করুন
/ecisveep /eci
/ECIVoterEducation
/Election Commission of India

voters.eci.gov.in -এ লগ অন করুন
আবেদন করুন ভোটার সহায়তাকেন্দ্র অথবা BLO-র মাধ্যমে
ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ ডাউনলোড করুন

শ্রী রাজকুমার রাও
ইসিআই-এর জাতীয় আইকন

২০১৭ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা শশী কাপুর।

কিংবদন্তি ক্রিকেটার বব উইলিসের জীবনাবসান ২০১৯ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সোমবার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৫ সংখ্যা

অবিমৃশ্যকারী কংগ্রেস

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পরবর্তী বিভিন্ন সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছিল, মধ্যপ্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় সুনিশ্চিত। হিন্দি বলয়ের অন্য দুটি রাজ্য রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস-বিজেপির লড়াই সমানে সমানে হওয়ার আভাসও ছিল। বাস্তবে হিন্দি বলয়ের তিনটি রাজ্যেই বিজেপি অপ্রতিহত হয়ে বিপক্ষকে সম্পূর্ণ পরাভূত করল। দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের দখলে এল। এই নির্বাচনি ফলাফল ভারতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল নানা কারণে।

প্রথমত, এই জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিকে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে অপ্রতিহতভাবে এগোতে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, হিন্দি বলয়ে কংগ্রেসের পরাজয়ের গভীর প্রভাব পড়বে জাতীয় রাজনীতিতে এবং বিজেপি বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যতের সামনেও প্রশ্নচিহ্ন উঠে যাবে। যদিও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে দাবি করছেন, লোকসভা নির্বাচনে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের এই ফলাফলের কোনও প্রভাব পড়বে না।

এই মন্তব্য কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের আশাবাদী করতে পারবে কি না, তা নিয়ে নিঃসন্দেহে সংশয় আছে। এই নির্বাচনকে ঘিরে দেশে এমন আবহ সৃষ্টি হয়েছিল যাতে সাধারণ মানুষের মনে এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, কংগ্রেস তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ বিজেপির মোকাবিলায় পুরোপুরি প্রস্তুত। অথচ নির্বাচনি ফলাফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, এই মুহূর্তে বিজেপির সঙ্গে দ্বৈরথে যাওয়ার অবস্থায় কংগ্রেস নেই।

নির্বাচনি এই ফলাফলে বিজেপির জয়ের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে কংগ্রেসের অবিমৃশ্যকারিতা। জাতীয় রাজনীতিতে সমস্ত বিরোধী পক্ষকে বিজেপির কোণঠাসা করে ফেলা মোটেও গণতন্ত্রের পক্ষে স্বস্তিকর নয়। এই সারসত্য কংগ্রেস বুঝেছে। সেজন্যই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বিরোধীদের নিয়ে মঞ্চ গড়তে উদ্যোগী হলে কংগ্রেস তাতে শামিল হয়েছিল। বিরোধীদের অবস্থানে বিজেপি তখন যথেষ্ট সতর্ক হয়ে গেলেও বিরোধীরা সংগঠন পোক্ত করতে পারল না।

রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রার পর দলের অনুকূলে হাওয়া বইতে শুরু করার পর কংগ্রেসের নতুন সমস্যা বাড়ে। ওই যাত্রার পর কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে দলের বিপুল জয়লাভের পর কংগ্রেস অন্য রাজ্যগুলিতে আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগতে থাকে। অথচ কর্ণাটকে জয়লাভের কারণ মূলত ছিল কংগ্রেসের মজবুত সংগঠন এবং রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে ওই রাজ্যে কংগ্রেসের সংগঠন শক্ত হাতে ধরেছিলেন ডিকে শিবকুমার। তার ফল পেয়েছিল কংগ্রেস।

রাজস্থান, ছত্তিশগড় বা মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সংগঠন বিজেপির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। ওই দুই রাজ্যে সরকার বিরোধিতার হাওয়াও কংগ্রেসের অজানা থেকে গিয়েছিল। অথচ নির্বাচন যত এগিয়েছে, তত কংগ্রেস আত্মপ্রত্যয়ী হয়েছে। শিবরাজ সিং চৌহান প্রায় দু'দশক মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলেছেন। তাঁর একাধিক জনমুখী প্রকল্প সাধারণ মানুষের মন জয় করেছে, জনপ্রিয় হয়েছে মহিলাদের জন্য 'লাডলি বহেন' প্রকল্প।

তিনি এবং তাঁর স্ত্রী কন্যাপূজা করে মহিলাদের মন জয় করেছেন। জনমুখী প্রকল্প এবং মহিলাদের মধ্যে এই জনপ্রিয়তার ভরসায় কংগ্রেস ভোটে নেমেছিল। সঙ্গে হিন্দুত্বের তাস তো ছিলই। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিন্তু শিবরাজ সিংয়ের পাশাপাশি দলের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা ও মন্ত্রীকে মধ্যপ্রদেশে ভোটের দায়িত্বে পাঠিয়েছিল। মধ্যপ্রদেশে প্রাকনির্বাচনি পর্বে অন্দরের গোষ্ঠীকোন্দলও লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিল বিজেপি।

বিপরীতে কংগ্রেস শুধু কমল নাথের হাতে রাজ্যের সংগঠন ও ভোট ছেড়ে দিয়েছিল। তাঁর অনুগামীরাই অধিকাংশ আসনে প্রার্থী হয়েছেন। তাতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ডালপালা মেলেছে। রাজস্থানেও শচীন পাইলটের সঙ্গে অশোক গেহলটের দ্বৈরথ কংগ্রেসকে অনেক দুর্বল করেছে। সরকার বিরোধিতার হাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কংগ্রেসের অহমিকা। সুতরাং, গোবলয়ে বিজেপির এই বিপুল জয়ের জন্য কংগ্রেসের অপরিণামদর্শিতাও একটি প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। চিরাচরিত সংস্কার দিয়ে কোনও কিছুকে বিচার করার প্রবণতা সবসময় মানুষকে ঠকিয়ে দেয়। তবুও মানুষ সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

– ভগবান

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৬

১		২	★	৩	★	★
	★	৪			★	
৭			★		★	★
★	★	★	★	৮		
৯			১০	★	★	★
	★	★		★	১১	
১৩		★	১৪			★
★	★	★		★	১৫	

পাশাপাশি : ১। তেষ্টা পেয়েছে ৪। প্রথম বিক্রি ৫। মেয়েদের বস্ত্রের কোমরের গিঁট ৭। জলের মতো ৮। অসুস্থ ব্যক্তি ৯। আসবাবপত্র ১১। খড়ের স্তূপ ১৩। লাউয়ের অন্য নাম ১৪। মোটা ও গোল ১৫। দাঁতের পাটি।

উপর-নীচ : ১। কাঁচা মাংস ২। গান্ধারীর বাবা ৩। এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি ৬। থেমে যাওয়া ৯। সঙ্গে স্ত্রীও আছেন ১০। বাদশাহি আসন ১১। তরল ধাতু ১২। জ্বালানি কাঠ।

সমাধান ■ ৩৬৯৫

পাশাপাশি : ১। চমচম ৩। বাবলা ৫। বৎসাদন ৭। পতঙ্গ ৯। প্রতিভূ ১১। মনমেজাজ ১৪। কন্দর ১৫। তানপুরা।

উপর-নীচ : ১। চন্দ্রাতপ ২। মনিব ৩। বাতাসা ৪। লালন ৬। দম্পতি ৮। তঞ্চন ১০। ভূমিহারা ১১। মণ্ডূক ১২। মেজর ১৩। জনতা।

অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার ডায়ারি

মনের জোরেই জেতা যায় সব লড়াই

মানিক তালুকদার

ফেজ গির গয়া চিৎকার

১১ নভেম্বর, শনিবার রাত ৮টা নাগাদ আমরা ৪১ জন টানেলের ভিতরে কাজে ঢুকলাম। পরদিন দীপাবলির ছুটি। তাই সকলেই মনের আনন্দে হাত চালিয়ে কাজ করছিলাম। তখন ভোর হতে বোধহয় খুব বেশি দেরি নেই। আমি সুড়ঙ্গের শুরুর অংশ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে ছিলাম। ঝাড়খণ্ড নিবাসী আমাদের দুই সহকর্মী পড়িমরি করে ছুটে এসে বললেন, 'মানিকদা, মানিকদা জলদি উঠো, ফেজ গির গয়া।'

উত্তেজনার বশে প্রথমে ভুল বার্তা

তাঁদের ভয়ার্ত কথায় বুঝলাম, টানেলের ভিতরে কোনও অংশ ধসে পড়েছে। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকিটকির মাধ্যমে বাইরে সেই বার্তা পৌঁছে দিলাম। কিন্তু উত্তেজনার বশে আমিও বুঝতে পারিনি ধসটা ঠিক কোথায়। ফলে বাইরেও সঠিক তথ্য পৌঁছাল না।

পরে বুঝলাম ১৮০ ও ২১০ নম্বর ফেজে ধস নেমেছে। কিন্তু এর কিছু পরেই ওয়াকিটকির মাধ্যমে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন আমরা একেবারে নিরুপায়। টানেল থেকে জীবন নিয়ে বেরোতে পারব কি না মাথায় এল সেই চিন্তা। কিন্তু দীর্ঘদিন টানেলে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম, এখন একেবারেই ভেঙে পড়ার সময় নয়। নিজেদের শক্ত রাখা প্রয়োজন। তাই টানেলের ভিতরে শর্টসার্কিট এড়াতে দ্রুততার সঙ্গে মেইন সুইচের কেবল খুলে দিলাম।

সংকেত ও শুকনো বাদামের খোসা

ভিতর থেকে আমাদের কিছুই করার নেই। তাই তখন আমরা সকলেই বাইরের ওপর নির্ভরশীল। সেই কঠিন সময়ে আমরা একমনে আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করেছি। প্রিয় সব মানুষের মুখ ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। টানেলের ভিতরে জলের কিছু জার থাকলেও কোনও খাবার ছিল না। তাই খিদের চোটে অনেকেই সেখানে পড়ে থাকা কলার খোসা, বাদামের খোসা ধুয়ে খাচ্ছিল। জীবনে যে এ দৃশ্যও দেখতে হবে ভাবনায় আসেনি কোনও দিন।

এভাবেই অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাইরে থেকে অক্সিজেন সরবরাহ না হওয়ায় উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে আমাদের। তখন আমরা সংকেত দেওয়ার জন্য পাম্প চালিয়ে বাইরের জলের পাইপ খুলে দিলাম। কিন্তু ওই পাইপ আগে থেকে বেঁকে যাওয়ার কারণেই বাইরে থেকে চেষ্টা করেও অক্সিজেন পাঠাতে পারছিল না। অবশেষে প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর চার ইঞ্চি জলের পাইপ দিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ শুরু হলে সকলে বাঁচার আশা ফিরে পাই।

আমাদের নিরাপদে উদ্ধারের ব্যাপারে পাইপের মাধ্যমেই জোরালো আশ্বাস দিলেন প্রশাসন ও সংস্থার আধিকারিকরা। এছাড়াও জলের পাইপ দিয়েই মুড়ি, বাদাম, কিশমিশ, ছোলা ইত্যাদি শুকনো খাবার পাঠানো শুরু হল।

পাইপলাইনে খবর এল উদ্ধারকাজ শুরু

পরদিন পাইপলাইনে খবর পেলাম উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। এদিকে সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই তখন কার্যত বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় আমি সহ সিনিয়ার আরও কয়েকজন সকলকে ভরসা জোগালাম। বাইরে থেকে উদ্ধারকাজ না এগোলে প্রয়োজনে আমরা ভিতর থেকেই বেরোনোর চেষ্টা করব। নিজেদের জীবন রক্ষায় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াইয়ের সংকল্প নিই সকলে।

দিন যখন গুলিয়ে যায় মোবাইলের অভাবে

ইতিমধ্যে চার্জ ফুরোনোয় আমাদের সঙ্গে থাকা মোবাইলগুলিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সময়, তারিখের হিসেব গুলিয়ে যায় সকলের। এর মধ্যেই বাইরের দিকে পাইপের মাথায় মোবাইল রেখে আমাদের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ করিয়ে দেন উদ্ধারকারীরা। আমি বাড়িতে ভাইপো বিনয়কে গোটা ঘটনা জানাই। একইসঙ্গে তাকে বলি, আমার আটকে থাকার খবর স্ত্রী সোমা ও ছেলে মণিকে কোনওভাবেই না জানাতে। ওই খবর পেলে বাড়িতে যে সকলেই ভেঙে পড়বে তা ভালোই জানতাম। তাছাড়াও স্ত্রী আগে থেকেই অসুস্থ।

বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য তখন অন্তহীন অপেক্ষা ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছুই নেই। পাইপলাইনের মাধ্যমে বাইরে থেকে যে শুকনো খাবার পাঠাত বাতাসের চাপে তার বেশিরভাগ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত। আমরা সেগুলি খেতাম ও অজানা ভবিষ্যতের জন্য কিছু তুলেও রাখতাম। শরীর সুস্থ রাখতে শুকনো খাবারের সঙ্গে আমাদের দেওয়া হত ওষুধ। চিকিৎসকেরা নিয়মিত আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন।

নেতাদের ভাষণ নকল করে সময় কাটানো

আমরা টানেলের ভিতরে হাঁটাচলা, শরীরচর্চা করতাম। মলমূত্র ত্যাগ করতাম অনেকটা দূরে গিয়ে। আমরা জানতাম খোলা জায়গায় মল, মূত্র ত্যাগ করার ফলে সেখান থেকে রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। তাই সবাই প্রতিবার মল, মূত্র ত্যাগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতাম।

এমনিতে নিয়মিত স্নানের অভ্যাস থাকলেও ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে টানেলে স্নান করিনি কেউই। মন ভালো রাখতে কাগজ ছিঁড়ে চোরপুলিশ, মাটিতে দাগ কেটে ঘুঁটি খেলা চলত নিজেদের মধ্যে। সময় কাটানোর জন্য আমরা কাগজে তাস বানিয়েও তা দিয়ে খেলতাম। আমাদের মধ্যে কয়েকজন গান করতেন, কেউ আবার মজা করে নেতাদের ভাষণ নকল করতেন।

তবে টানা শুকনো খাবার খেয়ে শরীর দুর্বল হতে শুরু করে আমাদের।

অবশেষে ৬ ইঞ্চি পাইপ বসিয়ে তার মাধ্যমে কাচের বোতলে করে গরম খিচুড়ি, ভেজ পোলাও, মটর পনির, রুটি ইত্যাদি খাবার পাঠানো শুরু হয়। আমাদের কাছে পৌঁছায় মোবাইলের চার্জার, লুডো। অনেকেরই খইনি, গুটখার নেশা ছিল। তাই বাইরে থেকে তাঁদের আবদারে সেগুলিও এসে পৌঁছায়। আমরা কেমন আছি, তা জানতে ক্যামেরা পাঠিয়ে আমাদের ভিডিও করেন উদ্ধারকারীরা।

চিন্তা কমল জল, অক্সিজেন, খাবার পেয়ে

জল, অক্সিজেন, খাবার সবকিছু পাওয়ায় আমাদের সমস্যা অনেকটাই কমে যায়। বুঝলাম, এ যাত্রায় হয়তো বেঁচে যাব। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় টানেলের ভিতর থেকেই বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে পারলাম। বাইরে অপেক্ষারত আত্মীয়দের সঙ্গেও কথাবার্তা চলতে লাগল নিয়মিত। আমরা ভালো আছি বলে তাঁদের বরাবর ভরসা জোগাতাম।

মৃত্যুভয়ে ভীত হলে চলবে না

অন্ধকার সুড়ঙ্গে বন্দি থেকে আমি বুঝেছি জীবনে যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনের জোর বজায় রাখাই সবকিছু। মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়লে কোনও লড়াই জেতা যায় না। পৃথিবীতে যখন এসেছি, একদিন মৃত্যু হবেই। তাই সবসময় মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে থাকলে চলবে না। কী করে সমস্ত বাধা এড়ানো যায়, তাতেই গুরুত্ব দিতে হবে।

এদিকে আমেরিকা থেকে আনা অগার মেশিনের সাহায্যে খনন করে আমাদের উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে, বাইরে থেকে আসা এই বার্তায় সকলেই ভীষণ খুশি। কিন্তু কয়েকদিন বাদে তাল কাটল। খবর পেলাম, ওই মেশিন একেবারে বিকল হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের উদ্ধার হতে বড়দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।

নিজেদের যতই শক্ত রাখতে চাই না কেন, এই খবরে প্রচণ্ড হতাশ হলাম সবাই। কিন্তু ধৈর্য হারালাম না। বাইরের সব মানুষ আমাদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য এত চেষ্টা করছেন, এটা ভেবেই সকলে নিজেদের শক্ত রাখতাম। আমরা হাল ছেড়ে দিলে যে তাঁদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এর মধ্যেই নতুন করে আমাদের কাছে খবর এল, আর মেশিন নয়। এবার টানেল খনন এগোবে শাবল, গাঁইতি দিয়ে। তবে এই পদ্ধতিও যদি বিফল হয় সেক্ষেত্রে আরও বিকল্প পদ্ধতির কথাও জানিয়ে রাখলেন উদ্ধারকারীরা।

স্ট্রেচারে বেরিয়ে আসতে চায়নি কেউ

সমস্ত অপেক্ষার অবসানে অবশেষে ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় এল সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে আমাদের কাছে পৌঁছালেন উদ্ধারকারীরা। যা আমাদের জীবনের সেরা মুহূর্ত। অন্ধকার কাটিয়ে আলোয় ফিরতে চলেছি, এই আনন্দে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। সকলের চোখেই তখন জল। উদ্ধারকারীরা স্ট্রেচারে করে আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসার কথা বললেন। কিন্তু তা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ফলে কয়েকজনের পর আমরা পাইপের ভিতর হামাগুড়ি দিয়েই বেরিয়ে এলাম।

বাইরে তখন আমাদের বরণ করে নিতে কত মানুষের ভিড়। ভাইপো বিনয় ও ভায়রাভাই গৌতম কাছে এসেই জড়িয়ে ধরল আমায়। ওদের ফোনেই বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম। সবাই ভালো আছে জেনে শান্তি পেলাম। এরপর প্রশাসন চিনিয়ালিসৌর হাসপাতালে নিয়ে যায় আমাদের। সেখানে একদফা স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় আমাদের। পরদিন ফের ঋষিকেশে এইমসে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা। সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে অবশেষে শুক্রবার রওনা হলাম বাড়ির পথে।

বাড়িতে ফিরে যেভাবে সকলের ভালোবাসা পেয়েছি তা আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। আজীবন এর মর্যাদা রাখব আমি।

অনুলিখন ঃ তুষার দেব

সামনে পড়ে রয়েছে খাবার। যা মানিকদের জন্য পাঠানো হয়েছিল ওপার থেকে। উত্তরকাশীতে টানেলের ভেতরের ছবি।

বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের দিবস, খায় না মাথায় দেয়!

পার্থপ্রতিম পান

যাঁদের চার হাত-পা সচল, আর যাঁরা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান মনে করেন, তাঁরা যখন কোনও সেরিব্রাল পলসি আক্রান্ত শিশুকে দেখেন, খুব জোর ভাবেন, আহা রে, বাবা-মায়ের কত কষ্ট। আর এরকম শিশুর বাবা-মায়েরা অনেকে কারও বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি পান অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পরে। যাতে এরকম শিশু নিয়ে ওই বাবা-মায়েরা অনুষ্ঠানের আনন্দ-উৎসবে কোনও অস্বস্তিকর পরিবেশ না তৈরি করতে পারেন।

কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, পৃথিবীতে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের সংখ্যা ১৩০ কোটি। মানবজাতির ১৬ শতাংশই হয় শারীরিক বা বুদ্ধিগতভাবে কমজোরি। এঁদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতার অভাব যথেষ্ট, অথচ আমরা কেউ বলতে পারব না, আমাদের বাড়ির পরের শিশুটি সেরিব্রাল পলসি, অটিজম, হিমোফিলিয়া বা থ্যালাসিমিয়া নিয়ে জন্মাবে না। কোভিড পরবর্তী সময়ে স্ট্রোক বাড়ছে, রাস্তাঘাটে প্রতিদিন বাড়ছে দুর্ঘটনা, যার ফলে হাত-পা ভাঙা, এমনকি স্পাইনাল কর্ডে চোট, এবং তার ফলে সম্পূর্ণ প্যারালাইসিস আকছার হচ্ছে। কেউ অচল হচ্ছেন নানারকম বাতে, কেউ নানারকম স্নায়ুর অসুখে। আমরা কি নিশ্চিত আমার, আপনার ক্ষেত্রে এরকম কিছুই ঘটবে না? অতটা নিশ্চিত না হলে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো আশু প্রয়োজন।

নামে মাহাত্ম্য বেড়েছে। আগে যাঁদের পঙ্গু বলা হত তাঁদের নতুন নাম দিব্যাঙ্গ। ১৯৯৫ এবং ২০০৭ সালের আইন পালটে ২০১৬ সালে ভারতে এসেছে তাঁদের জন্য নতুন আইন। আইনে সুযোগের সাম্য, তাঁদের প্রতি কেউ অমর্যাদা করলে আইনি ব্যবস্থার রাস্তা- এমন অনেক ভালো ভালো কথা আছে। কিন্তু বয়স্ক বা বিশেষভাবে সক্ষম মানুষরা যাতে রাস্তাঘাটে ভালোভাবে চলতে পারেন তার ব্যবস্থা কি হয়েছে? কোনও ফুটপাথ বা গলি-রাস্তা কি হুইলচেয়ারে চলার উপযুক্ত? সরকারি অফিস বা ব্যাংকে সিঁড়ির পাশে লিফটের ব্যবস্থা আছে? রাস্তায় তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট টয়লেট আছে? শিলিগুড়ির একমাত্র উপযুক্ত মানের মঞ্চ দীনবন্ধু মঞ্চ। সেখানে কোনও লিফট নেই। মানে বিশেষভাবে সক্ষম এবং বয়স্কদের ভালো গান, সিনেমা, নাটক বা আবৃত্তি উপভোগের অধিকার নেই।

তার মানে দাঁড়ায়, কর্তাদের মুখের কথা, আইনের কথা আর কাজের মধ্যে আকাশ-জমিন ফারাক। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০ সালে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ভেঙে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন তৈরি করে। শুরু থেকেই কমিশন অনেক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে কমিশন সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। সম্প্রতি তারা তিনটি বিষয় এমবিবিএস পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিয়েছে – রেস্পিরেটোরি মেডিসিন, ইমার্জেন্সি মেডিসিন এবং ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন। এই সিদ্ধান্ত হঠকারী, বিজ্ঞান ও মানবতা বিরোধী এবং নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক।

রবিবারই ঘটা করে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের নিয়ে আন্তর্জাতিক দিবস পালন হল। কিন্তু তাঁদের প্রতি সুস্থ সক্ষম মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে, চিকিৎসার পাঠ্যক্রমে ওঁদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিলে, সব আইন, সব উৎসব, সব দিবস-পালন অশ্বডিম্ব প্রসব করবে।

(লেখক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ফিজিকাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের প্রধান)

বিন্দু বিসর্গ

আলোচিত

এই জয় জনতা জনার্দনের। চেষ্টা হয়েছিল দেশকে জাত দিয়ে ভাগ করার। আমার কাছে চারটি জাতই গুরুত্বপূর্ণ-নারী শক্তি, যুব শক্তি, কিষান আর গরিব পরিবার। 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' ধারণারই জয় হল ভোটে। এই জয় সততা ও আত্মনির্ভরতার।

–নরেন্দ্র মোদি

আজ

আজ ভারতীয় নৌবাহিনী দিবস। তিনদিক সমুদ্রে ঘেরা দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নৌবাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই সাফল্য ও দেশের সুরক্ষার জন্য যে নৌসেনারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের স্মরণে এই দিনটি উদযাপন করা হয়।

ভাইরাল

চলন্ত ট্রেনে বিয়ে! ঝাড়খণ্ডগামী ট্রেনে যুবক-যুবতীর বিয়ের ভিডিও ভাইরাল। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে এক যুবক সিঁদুর দিয়ে, মালাবদল করে ও মঙ্গলসূত্র পরিয়ে যুবতীকে বিবাহ করলেন। উপস্থিত যাত্রীরা তাঁদের উৎসাহ দিচ্ছেন। স্বামীকে প্রণামও করেন যুবতী। যুগলের কীর্তিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নেটিজেনদের।

জনমত

ডাক পরিষেবা বলে কিছু নেই

চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারটা অনেকটা সেকেলে হলেও এর প্রয়োজন এখনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সরকারি এবং অসরকারি কাগজপত্র আমরা এখনও ডাক অফিসের মাধ্যমে দেওয়া-নেওয়া করে থাকি। যদিও শহরাঞ্চল বাদ দিয়ে গ্রামীণ ও ব্লক সদর ডাক অফিসগুলি থেকে এই পরিষেবা ঠিকমতো পাওয়া দুষ্কর হয়ে পরে সময়ে সময়ে। শহরাঞ্চলের মতো তো সব জায়গায় জরুরিকালীন কুরিয়ার সার্ভিস সেন্টার পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। তাই সেই সব জায়গায় স্পিডপোস্টই মানুষের শেষ ভরসা।

অথচ স্পিডপোস্ট তো দূরের কথা, দীর্ঘদিন ধরে শীতলকুচি ব্লক সদর পোস্ট অফিস থেকে নর্মাল পোস্ট করে কাগজপত্র পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শুধু শীতলকুচিই নয়, এই সমস্যা অনেক জায়গারই। তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, দ্রুত এই পরিষেবা ঠিকমতো চালু করার ব্যবস্থা করা হোক।

বিধান বর্মন, শীতলকুচি।

কঠিন অঙ্ক নয়, নীতিশিক্ষার পাঠ জরুরি

বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করার খবর প্রায়শই সংবাদপত্রে দেখতে পাই। এই ধরনের খবর দেখতে অবশ্যই কারও ভালো লাগার কথা নয়, তবু দেখতে হয়। সত্য ঘটনা তুলে ধরাই সংবাদপত্রের কাজ। সমাজকে সচেতন করার দায়িত্ব সংবাদপত্রের না থাকলেও তারা কিন্তু নিরলসভাবে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছে। এই স্বার্থপর সমাজের মানুষ কতটা নেবেন সেটা তাঁদের ব্যাপার।

প্রধানত আর্থিক কারণেই ছেলে-ছেলের বৌ বৃদ্ধ বাবা-মায়ের উপর জঘন্য অত্যাচার করেন বলে আমার ধারণা। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে এই ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে। আমাদের পাঠ্যসূচিতে কঠিন কঠিন অঙ্ক শেখানো হয়। বাস্তব জীবনে যা কোনও কাজে লাগে না। অথচ নীতিশিক্ষার পাঠ্য সেইভাবে তৈরি করা হয় না যা সমাজজীবনের খুবই প্রয়োগযোগ্য।

যাদের একটি মাত্র সন্তান তাদের সমস্যা একরকম। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সন্তান চাকরি সূত্রে বিদেশে থাকায় বাবা-মাকে তাঁদের কাছে রাখা সম্ভব হয় না। তাই বৃদ্ধ বয়সে একাকিত্বের জীবন কাটাতে হয়। কখনো-কখনো তাঁদের অপঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আর যাঁদের একাধিক সন্তান তাঁদের সমস্যা অন্য রকম। কথায় বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না- তাঁদের অবস্থা সেই রকম। কে দায়িত্ব নেবে সেই নিয়ে চলে দড়ি টানাটানি। প্রধান কথা, বৃদ্ধ বয়সে সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা দুর্বিষহ।

মানুষের মধ্যে সচেতনতা না বাড়লে এই ধরনের সামাজিক অবক্ষয়ের দৃশ্য আমাদের দেখতেই হবে। এখন অবশ্য বৃদ্ধ নাগরিকদের পক্ষে আইন রয়েছে, কিন্তু শুধু আইন-আদালতের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, চাই সচেতনতার পাঠ্য।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন বাংলায়, ভালো ইঙ্গিত

প্রায়ই অনেককে বলতে শোনা যায় বাংলামাধ্যমের স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। কারণ, বাংলা পড়ে সেরকম কাজকর্ম পাওয়া যাবে না। তার ওপর বেশিরভাগ পরীক্ষাই বাংলাতে দেওয়া যায় না। কথাটা হয়তো কিছুটা ঠিক। বাংলাকে যদি কাজের ভাষা না করা যায়, যদি রাজ্য বা কেন্দ্রের চাকরির পরীক্ষা বাংলাতে না দেওয়া যায় তাহলে বাংলামাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে।

কিন্তু অনেকেই জানেন না, বর্তমানে অনেক সরকারি চাকরির পরীক্ষা বাংলাতে দেওয়া যায়। যেমন ২০০৯ সাল থেকে রেলওয়ে বোর্ডের পরীক্ষা অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলাতেও হচ্ছে। গত বছর থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্লারিকাল ক্যাডারের পরীক্ষাও বাংলা ভাষায় দেওয়া যাচ্ছে। আগামী বছর জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের আধাসামরিক বাহিনীর পরীক্ষা ইংরেজি ও হিন্দির সঙ্গে বাংলাতেও দেওয়া যাবে। তবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এবং গ্র্যাজুয়েট লেভেলের পরীক্ষা এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষায় দেওয়া যাচ্ছে না।

যাইহোক, বাংলামাধ্যমের চাকরিপ্রার্থীদের জানতে হবে অনেক পরীক্ষা এখন বাংলাতেও দেওয়া যাচ্ছে আর রাজ্য সরকারের সব পরীক্ষার প্রশ্নই বাংলাতে হয়। কাজেই বেশি করে বাংলাকে কাজের ভাষা করলে বাংলার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এছাড়া বাংলা সংবাদপত্র এবং বাংলা সাহিত্য নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের পড়া উচিত, তাহলে মাতৃভাষার প্রতি বিমুখতা অনেকটাই দূর হবে।

আশিষ ঘোষ, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

মাইকের আওয়াজে বিপন্ন প্রাণীরা

এখন গ্রাম-শহর নির্বিশেষে পাড়ায় পাড়ায় নামকীর্তন, জলসা চলছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে উচ্চগ্রামে মাইকের ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তার প্রভাব যে বিশেষ করে মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পড়ছে তার কি কোনও ধারণা আয়োজকদের রয়েছে?

উচ্চগ্রামে মাইকের আওয়াজের ফলে বিশেষ করে অসুস্থ মানুষ এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কী অবস্থা হয়, তা যাঁর বাড়িতে এরকম সদস্য আছেন তাঁরা খুব ভালো করে জানেন। তাতে অন্যদের কী? তাঁরা তো ডোন্ট কেয়ার মনোভাব নিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, এখন পরীক্ষার মরশুম চলছে। এই অবস্থায় মাইকের আওয়াজ পড়ুয়াদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বৈকি! উপরন্তু স্কুল-কলেজে পঠনপাঠনের সময়ও আমরা লক্ষ করি, মাইকের আওয়াজ আসতেই থাকে। এতে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হয়। তবুও আমরা নির্বিকার। আমরা নিজের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎকে বিপথগামী করে দিচ্ছি।

তৃতীয়ত, এর সামাজিক প্রভাব বিশেষ করে প্রকৃতির মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে। জোরে জোরে মাইক বাজানোর ফলে ছোট থেকে বড়- সব কীটপতঙ্গ, পশুপাখি আজ ভীতসন্ত্রস্ত। তাদের জীবন বিপন্ন এবং তাদের সংখ্যাও দিন-দিন কমছে। এতে করে বাস্তুতন্ত্রে বিঘ্ন ঘটছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি কি আমরা একবারও ভেবে দেখেছি?

এমতাবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা নামকীর্তন, পদাবলি, জলসা বা যে কোনও অনুষ্ঠান করুন, আমাদের অসুবিধা নেই। কিন্তু উচ্চগ্রামে মাইকের আওয়াজ বন্ধ করুন। তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পারব। নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের দোষারোপ করতে থাকবে।

চন্দন রাম, পাঁচ মাইল, ফালাকাটা।

চার রাজ্যের হেভিওয়েট নেতা

মধ্যপ্রদেশ

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
শিবরাজ সিং চৌহান	বিজেপি	বুধনি	জয়ী
কমল নাথ	কংগ্রেস	ছিন্দওয়াড়া	জয়ী
প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল	বিজেপি	নরসিংহপুর	জয়ী
কৈলাস বিজয়বর্গীয়	বিজেপি	ইন্দোর-১	জয়ী
ভূপেন্দ্র সিং	বিজেপি	খুরাই	জয়ী
নরেন্দ্র সিং তোমর	বিজেপি	দিয়ামনি	জয়ী

রাজস্থান

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
অশোক গেহলট	কংগ্রেস	সরদারপুরা	জয়ী
শচীন পাইলট	কংগ্রেস	টঙ্ক	জয়ী
বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া	বিজেপি	ঝালরাপতন	জয়ী
দিয়া কুমারী	বিজেপি	বিদ্যাধরনগর	জয়ী
সিপি যোশি	কংগ্রেস	নাথদোয়াড়া	পরাজিত
রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর	বিজেপি	ঝোটওয়ারা	জয়ী

ছত্তিশগড়

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
ভূপেশ বাঘেল	কংগ্রেস	পাটন	জয়ী
বিজয় বাঘেল	বিজেপি	পাটন	পরাজিত
রমন সিং	বিজেপি	রাজনন্দগাঁও	জয়ী

তেলেঙ্গানা

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
রেভান্থ রেড্ডি	কংগ্রেস	কোদাঙ্গল	জয়ী
কে চন্দ্রশেখর রাও	বিআরএস	গাজওয়েল	জয়ী
মহম্মদ আজহারউদ্দিন	কংগ্রেস	জুবিলি হিলস	পরাজিত
কেটি রামা রাও	বিআরএস	সিরসিল্লা	জয়ী

বঙ্গে উজ্জীবিত পদ্ম, চাপে ঘাসফুল

তিন রাজ্যে জয়ের উচ্ছ্বাসে মোদি বন্দনা কলকাতায় বিজেপি কর্মীদের। রবিবার।

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার গোবলয়ের তিন রাজ্যের বিধানসভার ফলাফল স্পষ্ট হতেই বঙ্গ বিজেপি নেতাদের উচ্ছ্বাস আরও বাড়তে শুরু করে। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়ে দেন, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। স্থনীয় বিজেপি নেতৃত্বের কথা থেকেই স্পষ্ট তৃণমূলকে প্রবল চাপে রাখতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

দিনকয়েক আগেই কলকাতায় জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ঘোষণা করেছিলেন, কোনও দুর্নীতিগ্রস্তকে ছাড়া হবে না। শিক্ষক, পুরসভা ও র‍্যাশন দুর্নীতির তদন্ত যে আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে রাঘববোয়ালদের যে খাঁচায় পোরা হবে। তিন রাজ্যে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল। অস্বস্তির মূল কারণ, লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলকে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে চাপে ফেলতে কৌশল তৈরি করছে বিজেপি। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে বিজয় মিছিলের ডাক দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে দলীয় আন্দোলনের আঁচ বাড়াবে বিজেপি এবং অন্যদিকে দুর্নীতির তদন্তের গতি বাড়বে। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে শুভেন্দু বলেছেন, ‘বাংলায় এবার সাঁড়াশি আক্রমণ চলবে।’

বিজেপি সূত্রে খবর, প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে লুকিয়ে থাকা কয়লা কাণ্ডে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত বিনয় মিশ্রকে দেশে ফিরিয়ে আনার তৎপরতা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বিদেশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে কয়লা ও গোরু পাচারে ‘অনেক বড় মাথা’ যে বিপাকে পড়বে সেব্যাপারে বঙ্গবিজেপি নিশ্চিত। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘রাজ্যে দুর্নীতি যে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সবাই জানে।’ বিনয় মিশ্রকে ফিরিয়ে আনা হবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শুভেন্দুর কৌশলী জবাব, ‘বিনয় মিশ্রকে নিয়ে তদন্তকারী সংস্থা সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নেবে। তবে বিনয় মিশ্র ধরা পড়লে অনেক বড় নেতার যে ঘুম চলে যাবে সেটা নিশ্চিত।’ অন্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যের প্রকাশ্যে তুলনা অবশ্য করতে চাইছেন না এই রাজ্যের তৃণমূল নেতারা। তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘এই ফল নিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই ভাবতে হবে। তবে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের তুলনা করে লাভ নেই।’ তবে এজেন্সির তৎপরতা যে বাড়তে পারে সেকথা স্বীকার করে জয়প্রকাশবাবু বলেন, ‘সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তর বিরোধীদের প্রত্যেকের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে, গ্রেপ্তার করছে। শুধু এই রাজ্যে নয় গোটা দেশে এটা হচ্ছে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।’

তৃণমূল সূত্রে খবর, এই ভোটের ফলাফলে যথেষ্টই হতাশ তৃণমূল। মাত্র কয়েকমাস বাকি লোকসভা নির্বাচন। তার আগে এজেন্সি সক্রিয় হলে এবং দলের প্রথমসারির কাউকে গ্রেপ্তার করলে লোকসভা ভোটের মুখে রাজ্যের শাসক দল রীতিমতো সমস্যায় পড়বে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন দলের নেতারা। এই কারণে রবিবার থেকেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের প্রাথমিক পর্ব শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। লোকসভা ভোটের আগে জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধান নেত্রী হিসাবে তুলে ধরার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে দেওয়াল লিখনও শুরু করেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

রবিবার সকাল থেকে টিভির পর্দায় ভোটের ফলে চোখ রেখেছিলেন রাজ্যের তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীরা। হায়দরাবাদে চোখের চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বিকেলে তিনি ভোটের ফল পর্যালোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোনও করেন। ৬ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে। তবে ওই বৈঠকে তৃণমূলের প্রথম সারির কোনও নেতার উপস্থিতি থাকার সম্ভাবনা এদিন পর্যন্ত ক্ষীণ। আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে কংগ্রেসকে আদৌ কোনও আসন ছাড়তে রাজি নয় তৃণমূল। পাঁচ রাজ্যে কংগ্রেস ভালো ফল করলে এজেন্সির তৎপরতা কিছুটা কমত বলে ধারণা ছিল তৃণমূল নেতৃত্বের। কিন্তু এই ফল ঝিমিয়ে পড়া বঙ্গ বিজেপিকে উদ্বুদ্ধ করে ফেলায় উদ্বিগ্ন তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, ‘এজেন্সিকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে ভোটে জিতবে বলে ভাবছে বিজেপি। কিন্তু বিজেপি ভুল করছে। কংগ্রেস আর তৃণমূল এক নয়। এরাজ্যে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে লড়াই হবে।’

তিন দশকের ধারা অক্ষুণ্ণ

মরুরাজ্যে ম্যাজিক ভ্যানিশ গেহলটের

জয়পুর, ৩ ডিসেম্বর : কেরলের মতো রাজস্থানেও তিন দশকের পরম্পরা ভাঙা সম্ভব হবে বলে ধরে নিয়েছিল কংগ্রেস। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদলের যে রাজনৈতিক ধারা রাজস্থানের রাজনীতির অন্যতম পরিচিতি সেটা এবার বদলে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট মরিয়া ছিলেন। কিন্তু রাজস্থানের জনতা যে কংগ্রেস নেতাদের সেই চিন্তাভাবনার সঙ্গে একমত নন সেটা রবিবার স্পষ্ট হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্যবাসী এবার সুযোগ দিয়েছেন বিজেপিকে। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, মরুরাজ্যের ২০০টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ১১৫টি আসনে। কংগ্রেস জিতেছে ৬৯টি আসনে। গতবার কংগ্রেস ১০০ এবং বিজেপি ৭৩টি আসন জিতেছিল। গেহলট, পাইলট দুজনেই এবার জয়ী হন।

রাজস্থানের জনাদেশ সামনে আসতেই পরাজয় স্বীকার করে নেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রের সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগপত্র দিয়ে আসেন। পরে বিজেপিকে জয় এবং নতুন সরকার গঠনের জন্য অভিনন্দনও জানান তিনি। গেহলট বলেছেন, ‘রাজস্থানের জনাদেশ আমি মাথা পেতে মেনে নিচ্ছি। এই ফল আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। আমরা যে আমাদের প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছি সেটা এই পরাজয় দেখিয়ে দিয়েছে।’ মুখ্যমন্ত্রীর আশা, নতুন সরকার তাঁর আমলে শুরু হওয়া যোজনাগুলি চালু রাখবে। বিজেপি অবশ্য কংগ্রেসের হারের পর মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, ‘জাদুকরের জাদু খতম। রাজস্থান জাদুকরের কবল থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে।’

রাজনৈতিক মহলের মতে, ১৯৯৩ সাল থেকে চলে আসা রাজনৈতিক পরম্পরা অনুযায়ী রাজস্থানে এবার পালাবদল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই হারের জন্য কংগ্রেসের ব্যর্থতাগুলিও অনেকাংশে দায়ী। রাজ্যের মানুষের মন পেতে ৫০০ টাকায় রান্নার গ্যাস, চিরঞ্জীবী স্বাস্থ্য যোজনার মতো প্রকল্পগুলি চালু করেছিলেন গেহলট। কিন্তু গেহলট আমলে রাজ্যে যে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সেগুলি মোকাবিলায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে সদ্যপ্রাক্তন সরকার। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হয়েছে মরুরাজ্যের রাজনীতি। উঠেছে মহিলাদের ওপর অপরাধের অভিযোগও। দুটি ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় ব্যর্থ হন গেহলট। উলটোদিকে তাঁর সঙ্গে শচীন পাইলটের দ্বন্দ্ব কংগ্রেসের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে এবার। ২০২০ সালে পাইলটের বিদ্রোহের কারণে গেহলটের সরকার পতনের অবস্থায় চলে গিয়েছিল। সেবার তিনি সরকার বাঁচিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু কংগ্রেসের অন্দরের ফাটল স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভোটের আগে সেই ফাটল মেরামতে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব সক্রিয় হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাতে কাজের কাজ হয়নি। উলটোদিকে বিজেপিতে গোষ্ঠীকোন্দল মাথাচাড়া দিলেও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সেই কোন্দলকে পেশাদারী হাতে সামলাতে সক্ষম হয়েছেন।

রবিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে পদত্যাগপত্র দিলেন অশোক গেহলট।

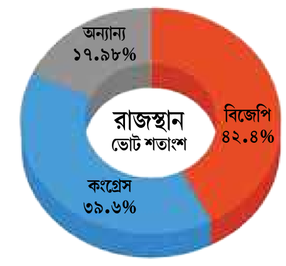

ফেব্রুয়ারিতে লোকসভা ভোট চাইতে পারে বিজেপি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : আগামী ফেব্রুয়ারিতেই কি লোকসভা ভোট? চার রাজ্যের মধ্যে তিন রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির জয়জয়কারের পর এই সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। লোকসভা ভোটের আগে সেমিফাইনালে এই জয়ের পর নরেন্দ্র মোদি সরকার তা কাজে লাগাতে চাইবে বলে রাজনীতির কারবারিরা মনে করছেন।

দেশের নির্বাচন কমিশনও বেশ কিছুদিন থেকেই লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দেশজুড়ে চলছে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। কমিশনের প্রতিনিধিরা রাজ্যে রাজ্যে গিয়ে নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছেন। রবিবার রাজ্য নির্বাচন অফিসের এক শীর্ষ আধিকারিক জানালেন, ‘আমরা লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি অনেকদিনই শুরু করেছি। কমিশন চাইছে সব প্রস্তুতি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে। উপমুখ্য নির্বাচন কমিশনার থেকে শুরু করে কমিশনের শীর্ষ আধিকারিরা আসছেন। বৈঠক করছেন। রাজ্য স্তরেও পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের কথা চলছে। কমিশন যা নির্দেশ দিচ্ছে আমরা সবই করছি যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে।’ কমিশনের ভোট সংক্রান্ত তৎপরতা যে উল্লেখজনকভাবে তুঙ্গে, সেকথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

ওই আধিকারিক জানান, বিভিন্ন রাজ্যে জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক যাঁরা ভোটে জেলায় জেলায় রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করতে শুরু করছে। সব দেখেশুনে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে লোকসভা ভোট এগিয়ে আনা হতে পারে।

কেন্দ্র ও রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, তিন রাজ্যে দলের বিরাট জয়কে কাজে লাগাতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছেন লোকসভা ভোট এগিয়ে আনা হোক। তিন রাজ্যের ভোটের ফলে প্রমাণিত দেশে মোদি ম্যাজিক এখনও ফিকে হয়ে যায়নি। এই অবস্থায় দল লোকসভা ভোট এগিয়ে আনলে তা বিজেপির পক্ষে যাবে। দ্বিতীয়ত, দেশে বিরোধী দলগুলি প্রস্তাবিত ইন্ডিয়া জোট এখনও দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তিন রাজ্যের ভোটের ফল বেরোনোর পর বিরোধী দলগুলির মধ্যে নতুন করে একটা অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। যা খুব তাড়াতাড়ি নিরসন হওয়া প্রায় অসম্ভব। যদিও ৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে। তবি বিজেপির ধারণা, বিরোধীরা মোটেও এত তাড়াতাড়ি নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারবে না। বিরোধীরা অগোছালো অবস্থা গুছিয়ে তোলার আগেই লোকসভা ভোট করল তা বিজেপির পক্ষে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হবে বলে গেরুয়া শিবিরের অনুমান।

বিজেপির টিম গেমে হার বাঘেলের

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : কংগ্রেসের গড় ছত্তিশগড়। বিধানসভা ভোটের গোটা প্রচারপর্ব জুড়ে সেই কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন ভুপেশ বাঘেল। কিন্তু রবিবারের গণনাপর্বের ৩-৪ রাউন্ড যেতে না যেতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের দুর্গ ধুলিসাৎ হতে চলেছে। অর্ধেকের বেশি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীদের পিছনে ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বিজেপির প্রার্থীরা। দুপুর গড়ানোর আগেই বোঝা যায় ৯০ আসনের বিধানসভায় বিজেপির আসন ৫০ পেরিয়ে যাবে। কংগ্রেস নেমে আসবে ৩০-এর ঘরে। হলও তাই। দিনের শেষে ৫৪ জন বিধায়ক নিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনের পথে বিজেপি। বাঘেলের কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৩৬টি আসন।

বিজেপি ও কংগ্রেসের ভোটপ্রাপ্তির হার যথাক্রমে ৪৬ শতাংশ এবং ৪২ শতাংশ। মায়াবতীর বিএসপি পেয়েছে প্রায় আড়াই শতাংশ ভোট। মুখ্যমন্ত্রী নিজের আসন পাটন ধরে রাখলেও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস রাজনীতিতে বাঘেলের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিচিত বিদায়ী উপমুখ্যমন্ত্রী টিএস সিংদেও। অম্বিকাপুর আসনে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি। হেরেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীপক বৈজও। বিপরীতে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হওয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং, বিলাসপুরের সাংসদ অরুণ সাউ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রেণুকা সিংয়ের মতো একঝাঁক হেভিওয়েট নেতা-নেত্রী জিতেছেন। এবার রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের পাশাপাশি ছত্তিশগড়ে কাউকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তুলে ধরেনি বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’রা জনসভা, রোড-শো করলেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারের বদলে দলগত লড়াইয়ের ওপর জোর দিয়েছিল গেরুয়াশিবির। অঞ্চল ভাগ করে পোড়খাওয়া নেতাদের প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলস্তরের প্রচারে কংগ্রেসকে পিছনে ফেলেছিল বিজেপি। আদিবাসী এলাকাগুলিকে বিজেপির প্রচারে অক্সিজেন জুগিয়েছে আরএসএসের সংগঠন। যার ফলে বাস্তারের মতো মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায় ভালো ফল করেছে বিজেপি।

শেষ বেলায় মুখ্যমন্ত্রী বাঘেলের বিরুদ্ধে বিজেপির ‘মহাদেব বেটিং অ্যাপ’ কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কংগ্রেস ভরসা করেছিল বাঘেলের জনমোহিনী প্রকল্পগুলির ওপর। গত ৫ বছরে একাধিক শস্যের সরকারি ক্রয়মূল্য বাড়ানো সহ বেশ কিছু প্রকল্প চালু করেছিলেন বাঘেল। এবারও ক্ষমতায় ফিরলে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, কৃষিঋণ মকুব, ৫০০ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার, মহিলাদের মাসিক অনুদান সহ বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু সেইসব কাজে এল না। উপজাতি অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ে জাতিগত সমীক্ষা চালানোর প্রতিশ্রুতি কাজে দিল না নির্বাচনে।

ধেয়ে আসছে মিচাং, জগনকে ফোন মোদির

নয়াদিল্লি ও হায়দরাবাদ, ৩ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় মিচাং সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ আন্দামান সাগরে গভীর নিম্নচাপ থেকে উৎপত্তি হয়েছে এই ঘূর্ণিঝড়ের। ক্রমশ তা শক্তি বাড়াচ্ছে। কয়েকদিন ধরে হিমেল বাতাস বইলেও বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের ফলে কলকাতায় ঠান্ডা উধাও। বেশ গরম লাগছে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় মিচাং ধেয়ে আসছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা গতিবেগ বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিবেগ সম্পন্ন হবে এবং অন্ধ্রের নেলোর ও মছলিপত্তনম জেলার মাঝামাঝি অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে। এখানে রাজ্যবিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর শতাধিক সদস্য পৌঁছে গিয়েছেন। দক্ষিণ রেল রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে আন্তঃরাজ্য দূরপাল্লার ট্রেন সহ ১১৮টি ট্রেন বাতিল করেছে। প্রস্তুত রাখা হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ১৮টি দলকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার এই ঘূর্ণিঝড় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলায় রাজ্যের প্রস্তুতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে তথ্য জানতে চান ও প্রয়োজনীয় সবরকমের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বর্তমানে মিচাং অবস্থান করছে পুদুচেরি থেকে ৪৪০ কিলোমটার দূরে এবং চেন্নাই থেকে ৪২০ কিলোমিটার দূরে।

অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গে পড়বে না। তবে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।

তেলেঙ্গানা বোঝাল, বিজেপির নীতিতে আস্থা নেই

কল্যাণ গোস্বামী
ডিরেক্টর জেনারেল (কৃষি রসায়ন সংস্থা)

জানা ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে! এটাও জানা ছিল যে রাজস্থান ব্যতিরেকে বাকি দুটি বড় রাজ্য মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে জিততে পারে কংগ্রেস। তাই পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে লোকসভা নির্বাচনের আগে সেমিফাইনাল বলতে চায়নি বিজেপি। না তো মিডিয়া একটিবারও ‘সেমিফাইনাল’ শব্দটি উচ্চারণ করেছে। আজ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে বিজেপির অভূতপূর্ব জয়ের পর মিডিয়া পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনকে লোকসভার সেমিফাইনাল ঘোষণা করাতে কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি না। একথা তো ঠিক যে বিজেপি সত্যিই হিন্দিবলয়ে অনেকটাই এগিয়ে রইল!

মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের হার অপ্রত্যাশিত। এটা নিয়ে কংগ্রেসকে চিন্তন -মন্থন করতেই হবে। যদিও আবার ইভিএম-এর স্ট্র্যাটেজিক অপব্যবহারের প্রসঙ্গও উঠবে। বস্তুত, আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের কাছে এটা বিরাট বড় ধাক্কা। ইন্ডিয়া জোটেও কমবে কংগ্রেসের গুরুত্ব। যদি হিন্দিবলয়ে কংগ্রেস জিতত, তাহলে কংগ্রেসের গুরুত্ব বাড়ত। হিন্দিবলয়ের তিন রাজ্যের ভোটের ফলাফলে সত্যিই দুমড়ে যেতে পারে কংগ্রেসের আত্মবিশ্বাস!

দিনের শেষে একমাত্র সান্ত্বনা পুরস্কার তেলেঙ্গানায় ক্ষমতায় আসা। আজকের দিনে কংগ্রেসের পক্ষে যেটা বড়ই খুশির খবর। এবছরের প্রথম দিকেও এটা ভাবা যায়নি। নির্বাচনের প্রচার যত গড়িয়েছে, তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ভারতে নিশ্চিন্তভাবে এর প্রভাব পড়বে। মনে রাখা দরকার, ১৯৮০ সাল থেকে যতবার কংগ্রেস বা কংগ্রেসের জোট সরকার গড়েছে, তাতে দক্ষিণ ভারতের একটা বিরাট সহযোগ ছিল। অপরদিকে বহু চেষ্টাতেও বিজেপির দাক্ষিণাত্য নীতি ফলপ্রসূ হচ্ছে না। কর্ণাটক ব্যতিক্রমী হলেও বাকি দক্ষিণ ভারতে এখনও কিন্তু বিজেপিকে গোবলয়ের রাজনৈতিক দল হিসেবে মানা হয়। সুতরাং সহযোগী দল বিনা বিজেপির পক্ষে দক্ষিণ ভারতে বিরাট কিছু করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই এআইএডিএমকে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। বহুক্ষেত্রে বিজেপির রাজনৈতিক সঙ্গী ওয়াইএসআর কংগ্রেস’-এর জনসমর্থন তলানিতে। রাজ্যে ওদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। লোকসভা ভোট শিয়রে। তাই এই মুহূর্তে দক্ষিণ ভারতে বিজেপিকে একলাই লড়তে হবে। যেখানে ১৩৮টি সিটের মধ্যে ২৫টি সিট পাওয়াও বেশ কঠিন। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিজেপির কাছে হিন্দিবলয়ের গুরুত্ব আরও বাড়বে, যদিও বিজেপি সে সকল এলাকায় একশোভাগ সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড!

যাই হোক, তিনটি রাজ্যে বিজেপি জয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে অনেক প্রতিকূলকতার মধ্যে দিয়ে। সত্যি বলতে কী, বিজেপির মধ্যেই অনেকে ২-১ ফলাফল হলে স্বস্তি পেতেন। সেখান থেকে ৩-০ করেছে বিজেপি। তাতে তো ডুবে গিয়েছে কংগ্রেস। আরও ডুবেছে তাঁরা, যাঁরা বিজেপির মধ্যে ২০২৪-এর নির্বাচনের পরে মোদির বিকল্প হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন!

রাজনীতিতে আসছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়!

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : শনিবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কবুল করলেন, ‘আমি রাজনীতিতে আসতে পারি।’ ওই অনুষ্ঠানে তিনি নিজেদের অধিকার আদায়ে সাধারণ মানুষকে পথে নামার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ‘ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। অনেক আবেদন করা হয়েছে। এবার পথে নামতে হবে। রাস্তাই রাস্তা দেখাবে।’ তাঁর এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ভাষণ শোনার পরই সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, তাহলে কি সত্যিই রাজনীতিতে নামছেন? জবাবে তিনি বলেন, ‘আমি রাজনীতিতে আসতে পারি। তবে সেটা দলীয় রাজনীতি নাও হতে পারে।’

২০২৪-এর অগাস্টে অবসর নেওয়ার কথা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তারপর তিনি এই বিষয়ে সম্ভবত সিদ্ধান্ত নেবেন। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একের পর এক মামলা উঠেছে তাঁর এজলাসে। শুধু গুরুত্বপূর্ণ রায়ই নয়, অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণও দিয়েছেন তিনি। তাঁর রায়ের জন্যই শিক্ষা দপ্তরের নিয়োগ সংক্রান্ত বিপুল দুর্নীতি সামনে আসে। তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতির আসনে বসে যে ধরনের মন্তব্য করছেন তা অশোভন। একজন বিচারপতির এসব মানায় না।’

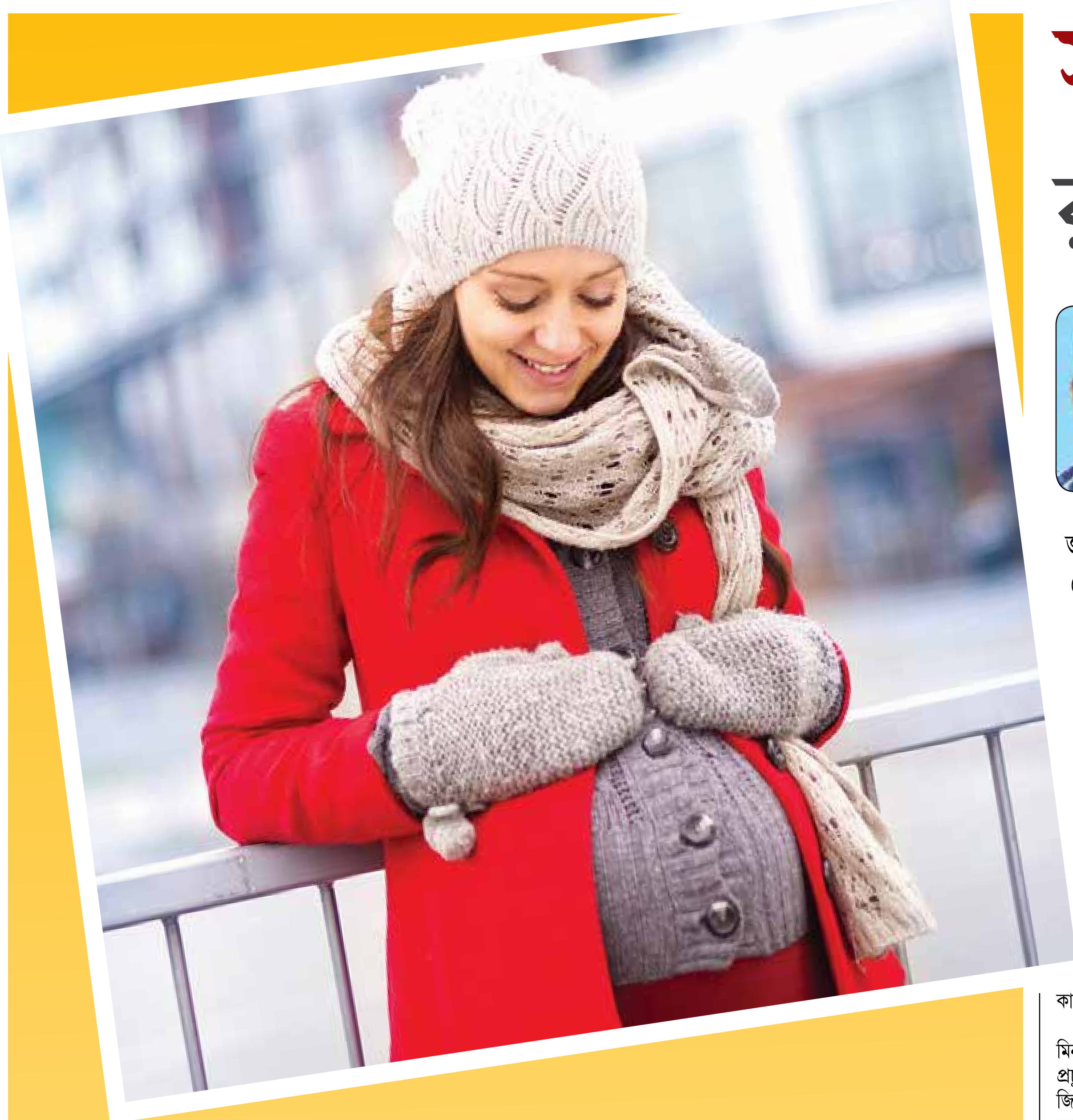

সুগার বশে রাখবে কাউন

২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসংঘ। ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, আরথ্রাইটিস ইত্যাদি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি রোগের সম্ভাবনা কমাতে ও নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতার দরুন মিলেট এখন চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। লিখেছেন কোচবিহারের নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার **ডাঃ বাসবকান্তি দিন্ডা**

মিলেট পুষ্টি ও ভেষজ গুণে ভরপুর। জোয়ার, বাজরা হল মূল মিলেট। রাগি, কাউন (ফক্সটেল মিলেট), কোদো ইত্যাদি গৌণ মিলেট। ভারতে যেসব মিলেট চাষ হয় তার মধ্যে কাউন বা ফক্সটেল মিলেট হল দ্বিতীয়।

কাউনের চালে ৯ গ্রাম জল, ৭৩ মিলিগ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৪ গ্রাম মিনারেল, ৭৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি,৬০ মিলিগ্রাম পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর প্রোটিন ও ডায়াটরি ফাইবার রয়েছে।এছাড়া এতে ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, জিংক তো রয়েইছে। পাশাপাশি কাউনে চাল ও গমের তুলনায় কার্বোহাইড্রেট কম রয়েছে। এতে গ্লুটেনও থাকে না। তবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে পর্যাপ্ত। পুষ্টিবিদরাএকে সুপারফুড বলে থাকেন।

কাউনের উপকারিতা

কম পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট এবং গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম থাকায় এটি খাদ্যতালিকায় থাকলে যেমন ডায়াবিটিসের সম্ভাবনা কমে, তেমনি যাঁদের ডায়াবিটিস আছে তাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভাত বা গমের পরিবর্তে কাউন খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে। কাউনে থাকা পটাশিয়াম আমাদের শরীরে লবণের ভারসাম্য বজায় রেখে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যতন্তু থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। প্রোটিন ও খাদ্যতন্তু বেশি থাকায় হজম হতে বেশি সময় লাগে। তাই ঘনঘন খিদে পায় না। ফলে ওজনও কমে। এছাড়া এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং লিভারের ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে।

কাউনের চাল থেকে তৈরি খাবার : পায়েস রান্না করা যায়। ঝাল খাবার হিসেবে খিচুড়ি করা যেতে পারে।কাউনের মোয়া কোচবিহারে অনেকেই তৈরি করেন। ভাতের বিকল্প হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। অনেক খাদ্যরসিক কাউনকে পোলাও হিসেবে তৈরি করে খেতে শুরু করেছেন।

অন্তঃসত্ত্বার শীতকালীন যত্ন

মা হয়ে ওঠার জার্নি প্রত্যেক নারীর কাছেই জীবনের সব থেকে সুন্দর পর্যায়। গর্ভাবস্থায় অবশ্যই শরীরের যত্ন নিতে হবে। কারণ, এই সময় শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মনমেজাজেও পরিবর্তন হয়ে থাকে। এছাড়া হরমোনজনিত পরিবর্তনও মহিলাদের শরীরে প্রভাব ফেলে। তার ওপর আপনি যদি শীতকালে গর্ভবতী হন তাহলে কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। লিখেছেন বিশিষ্ট গাইনিকলজিস্ট **ডাঃ কবিতা মন্ত্রী**

শীতকালে ঠান্ডা লাগা, সংক্রমণ, কাশি, জ্বর খুব সাধারণ। সেইসঙ্গে বাতাস শুষ্ক থাকে বা আর্দ্রতার অভাব থাকে। এজন্য আরও বেশি খেয়াল রাখা দরকার। শীতকালে গর্ভবতী মহিলাদের ইমিউনিটির দিকে নজর দেওয়া উচিত। এজন্য অবশ্যই পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। সঙ্গে ত্বককে হাইড্রেটেড রাখতে ভুলবেন না। ঠান্ডার কারণে আপনি সকালে উঠতে দেরি করতে পারেন। কিন্তু তাতে আপনার নির্দিষ্ট ওয়ার্কআউট বা ব্রেকফাস্ট বাদ চলে যেতে পারে। এই কারণে বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, গরম হোক বা ঠান্ডা– নির্দিষ্ট সময়ে উঠুন, যাতে উপযোগী শরীরচর্চা এবং ব্রেকফাস্ট করার পর্যাপ্ত সময় থাকে।

শীতকালে গর্ভাবস্থায় সুরক্ষিত থাকার উপায়

গর্ভাবস্থায় ইমিউন সিস্টেম খানিক কমজোরি হয়ে যায়। এজন্য গর্ভবতী মহিলাদের ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল জানিয়েছে, হবু মা ও অনাগত বাচ্চার জন্য ফ্লু ভ্যাকসিন নিরাপদ এবং গ্রহণযোগ্য।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া জরুরি। এরমধ্যে রয়েছে পালংশাক, আমলা, আদা, আমন্ড, দই, রসুন, দুধ, চর্বিযুক্ত মাছ, রেড বেলপেপার এবং ব্রোকোলি।

একজন মহিলা যখন গর্ভবতী হয় তখন তাঁর শরীর আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। তাই প্রচণ্ড ঠান্ডার সংস্পর্শে আসবেন না এবং জীবাণুযুক্ত জায়গায় যাবেন না। তাতে মা এবং সন্তান– দুজনেরই ক্ষতি হতে পারে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় আপনি অসুস্থও হয়ে পড়তে পারেন। যতটা সম্ভব ঘরেই থাকার চেষ্টা করুন। এমনকি বাইরে বেরোলেও পর্যাপ্ত গরম পোশাক ব্যবহার করুন।

শীতকালে আমরা অনেকেই জল কম খাই। কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য এই সময় শরীরের বেশি জলের প্রয়োজন হয়। সারাদিনই অল্প অল্প করে বারেবারে জল খান। আপনি যত বেশি আর্দ্র থাকবেন তত অন্যান্য অসুখ থেকেও সুরক্ষিত থাকবেন। তাই বলে মিষ্টিযুক্ত পানীয় খাবেন না। বরং চা, কফি, সুপ বা তাজা ফলের রস খেতে পারেন।

শীতকাল আপনাকে অলস করে দিতে পারে। কিন্তু আপনি সক্রিয় থাকার চেষ্টা করুন। হালকা শরীরচর্চা যেমন হাঁটাচলা করুন, সহজ প্রাণায়ম করুন, যা আপনাকে এবং সন্তানকে উষ্ণ থাকতে সাহায্য করবে।

শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে ত্বক সাধারণত শুকিয়ে যায়, ফেটে যায়। এক্ষেত্রে নারকেল তেল এবং অ্যাপ্রিকট তেল ব্যবহার করতে পারেন। বারেবারে ক্রিম, তেল, লোশন লাগান। আপনার পেট প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে ত্বকও প্রসারিত হবে এবং শুষ্ক ত্বকের প্রসারণ অত্যন্ত বেদানাদায়ক। সেক্ষেত্রে স্ট্রেচ মার্ক পড়ারও সম্ভাবনা বেশি।

পেটের ক্যানসারের জন্য দায়ী মশলাদার খাবার থেকে স্ট্রেস

পেটের মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবে ক্যানসারের কোষ বৃদ্ধি পেলে পেটে ক্যানসারের সমস্যা দেখা দেয়। ভয়ের বিষয় হল, আপনার শরীরে যে পেটের ক্যানসার বা গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার অনেক বছর ধরে বাসা বেঁধেছে বুঝতেই পারবেন না। কারণ, প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে না। আর যতদিনে রোগটি ধরা পড়ে ততদিনে সে অন্যান্য অঙ্গেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশ্বজুড়ে ক্যানসারে মৃত্যুর সর্বাধিক সাধারণ কারণের মধ্যে গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

পশ্চিমী অনেক দেশের তুলনায় ভারতে পেটের ক্যানসারের হার তুলনামূলক বেশি। এর পেছনে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন কারণকে দেখিয়েছেন। যেমন, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, প্রচণ্ড স্ট্রেস, পরিবারে কারও এই রোগের ইতিহাস এবং জাংকফুড খাওয়া। বিশেষ করে খাবারদাবারের ক্ষেত্রে মশলাজাতীয় খাবার বা প্রিজার্ভড ফুড খাওয়ার প্রবণতা এবং মদ্যপান খুব বেড়েছে।

ফরিদাবাদের অমৃতা হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ পুনীত ধরের কথায়, পেটের ক্যানসার প্রধানত ৫০ বছর বয়সের পর মানুষজনকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এই রোগ ধরা পড়তে গড় বয়স প্রায় ৬০ বছর হয়ে যায়। তবে ধূমপান ও মদ্যপানের কারণে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের ঝুঁকি একটু বেশি। অন্যদিকে, ভৌগোলিকভাবে দেখতে গেলে সেইসব অঞ্চলে গ্যাস্ট্রিক ক্যানসারের হার বেশি যেখানে মানুষজন মশলাদার, নুন জাতীয় খাবার ও প্রিজার্ভড ফুড বেশি খেতে অভ্যস্ত। এছাড়া হরমোনজনিত পার্থক্য এবং জেনেটিক কিছু কারণ তো রয়েইছে, তবে আরও গবেষণার প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন ডাঃ ধর।

গুরুগ্রামের মারেঙ্গো এশিয়া হসপিটালের সার্জিকাল অঙ্কোলজির সিনিয়ার কনসালট্যান্ট ডাঃ হরিশ ভার্মার বক্তব্য, কোনও একটি কারণে গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার হয় না। জেনেটিক থেকে শুরু করে সামাজিক–সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত কারণের সংমিশ্রণে রোগটি হয়ে থাকে। এছাড়া ধূমপান, মদ্যপান এবং হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি ইনফেকশন এই ক্যানসারের জন্য দায়ী। রোগ ঠেকাতে ফুড হাইজিন, স্যানিটেশনের পাশাপাশি খাবার সংরক্ষণের পদ্ধতিতে বদল আনা উচিত বলে তাঁর মত।

মশালাদার খাবারে ঝুঁকি

আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির মতে, মশলাদার খাবার এবং পেটের ক্যানসারের বাড়ন্ত ঝুঁকির মধ্যে একটা সংযোগ রয়েছে। লবণাক্ত ও সংরক্ষণ করা মাছমাংস ও সবজি খেলে এবং প্রসেসড, গ্রিল করা কিংবা চারকোল–কুকড মিটস পেটের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লংকায় থাকা ক্যাপসাইসিন (যা অনেক খাবারকে সুস্বাদু ও ঝাল করে)–এর কারণে পেট জ্বলে এবং অ্যাসিড উৎপাদন বাড়ে। তাই প্রতিদিন মশালাদার খাবার না খাওয়াই ভালো।

ধরন

পেটের ক্যানসারের কয়েকটি ধরনের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিনোকার্সিনোমা, লিম্ফোমা এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল স্ট্রমাল টিউমারস। দুর্ভাগ্যবশত, প্রায়ই এমন পর্যায়ে এসে পেটের ক্যানসার ধরা পড়ে, যখন মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে।

লক্ষণ

পেটের ক্যানসারের লক্ষণের মধ্যে রয়েছে অবিরাম পেটে ব্যথা বা অস্বস্তি, অস্বাভাবিক ওজন কমে যাওয়া, খিদে কমে যাওয়া, গিলতে অসুবিধা, বমি বমি ভাব, বমি এবং মল দিয়ে রক্তপাত। প্রাথমিক পর্যায়ে এই লক্ষণগুলি ধরা নাও পড়তে পারে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকরা উচ্চ ঝুঁকির লোকেদের নিয়মিত স্ক্রিনিং করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

প্রতিরোধের উপায়

পেটের ক্যানসার প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞরা ব্যালেন্সড ডায়েটের ওপর জোর দিয়েছেন। পাতে অবশ্যই সবজি ও ফল বেশি থাকবে এবং প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করা খাবার কম থাকবে। সেইসঙ্গে ধূমপান না করা, মদ্যপান সীমিত করা এবং নিয়মিত চেকআপে থাকা দরকার, বিশেষ করে যাদের পরিবারে এই ধরনের রোগের ইতিহাস রয়েছে। সর্বোপরি পেটের কোনও সমস্যা পুষে রাখা উচিত নয়।

আন্তর্জাতিক চিতা দিবস

বিশ্বের দ্রুততম প্রাণী চিতা আফ্রিকায় আর প্রায় নেই বললেই চলে। তাই পরিবেশবিদরা সংরক্ষণের কথা বলছেন বারবার। এই সংরক্ষণের বার্তা নিয়ে ৪ ডিসেম্বর পালন করা হয় আন্তর্জাতিক চিতা দিবস।

হাট থেকে সোজা রাসের মাঠে

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার ছিল হাটবার। ছুটির দিন। আর এদিকে বহু প্রতীক্ষিত রাসমেলা। হাটের সঙ্গে সঙ্গে রাসমেলা দেখে বাড়ি ফিরলেন সেখানে আসা শহর ও শহরতলির বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত অনেক টালবাহানার পর এবছর রাসমেলা শুরু হয়েছে ৩০ নভেম্বর। আর আজ ছিল প্রথম রবিবার।

হাটের দিন থাকায় অনেকেই হাটে কেনাকাটা করার পর চলে আসেন মেলা উপভোগ করতে। হাট তো জমেছিলই। সঙ্গে সঙ্গে জমে ওঠে আলিপুরদুয়ার হাটখোলা দুর্গাবাড়ির রাসমেলাও।

প্রসঙ্গত এবছর শহরের রাসমেলা বড় করে হওয়ার কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত তা ছোট করে হচ্ছে শহরের হাটখোলা দুর্গাবাড়ি লাগোয়া জেলা পরিষদের মাঠে। ফলে যে জায়গায় হাট বসে, তার একদম পাশেই বসেছে এবছরের রাসমেলা। ফলে হাটে বাজার করতে হলে রাসমেলা ঘেঁষেই করতে হচ্ছে শহর ও শহরতলির বাসিন্দাদের।

এবিষয়ে পাশেই বীরপাড়া এলাকা থেকে হাটে বাজার করতে আসা নীলিমা বর্মন বলেন, প্রতি সপ্তাহে হাটে বাজার করতে আসি। তবে এবার একটু অন্যরকম। বাজার করতে এসে দেখি রাসমেলা তো শুরু হয়েই গিয়েছে। ব্যাস, বাজার সেরে একবারে মেলা ঘুরে যাই। বেশ ভালো লাগে। বহুদিন পর মেলায় এলাম। এখানে বিভিন্ন জিনিসের স্টল, দোকান বসেছে।

অপরদিকে এদিন দেখা যায় রাসমেলার পাশেই ডালির দোকান থেকে এক মহিলা সুপর্ণা রায় ডালি কিনে মেলায় ঢুকলেন। বললেন, 'রাসমেলা শুরু হওয়ার পর থেকে মেয়ে বায়না ধরেছিল যাবে বলে। তাই এদিন হাটে জিনিস কিনতে এসে একেবারে রাসমেলায় ঢুকে গিয়েছি মেয়ের সঙ্গে।'

এক ব্যবসায়ী মদন সরকার বলেন, 'রাসমেলা শুরু হওয়ার পর এদিন লোকসংখ্যা কিছুটা বেশি ছিল। কারণ পাশেই হাট বসেছে। দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই হাটে আসেন। তাঁরা রবিবার একেবারে রাসমেলাতেও চলে আসেন। এতে ব্যবসা কিছুটা হলেও ভালো হবে বলে মনে হচ্ছে।'

অপরদিকে, রবিবার দেখা যায় হাটের থেকে সবজি বাজার সহ বিভিন্ন জিনিসের বাজার করা ব্যাগ নিয়েই মেলায় ঢুকছেন কেউ কেউ। এঁদের মধ্যে গৌতম দাস বলেন, 'হাটে সবজি বাজার করতে এসেছিলাম। সেইসময় বাড়ি থেকে ছেলে ফোন করে বলছে, বাবা মেলা বসেছে। বল কিনে এনে দিতে হবে। তাই একেবারে ছেলের জন্য বল কিনেই বাড়ি ফিরব।'

রবিবার সন্ধে বাড়তে না বাড়তেই খাবারের দোকান থেকে শুরু করে অন্য দোকানগুলি বসে। আলো জ্বলে ওঠায় আরও সুন্দর লাগে রাসমেলা চত্বর। ছোট করে হলেও মানুষের আবেগের এই মেলা।

ফলে দূরদূরান্ত থেকে অনেকে আসছেন শুধুমাত্র দুর্গাবাড়ির রাসমেলার টানে। যার প্রমাণ মিলল রবিবারও। জনসমাগম ও হইহুল্লোড়ে ভরে উঠল মেলা চত্বর। বহু টালবাহানার পর মেলা শুরু হওয়ায় এখন খুশির ছোঁয়া আলিপুরদুয়ারে।

দুর্গাবাড়ি সংলগ্ন মাঠে রাসমেলায় ভিড়। – আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

হাটে সবজি বাজার করতে এসেছিলাম। সেইসময় বাড়ি থেকে ছেলে ফোন করে বলছে, বাবা মেলা বসেছে। বল কিনে এনে দিতে হবে। তাই একেবারে ছেলের জন্য বল কিনেই বাড়ি ফিরব। হাটের পাশে মেলা বসায় অনেকেই হাটে বাজার সেরে চলে আসছেন রাসমেলায়। এতে বেশ জনসমাগম হচ্ছে।

–গৌতম দাস, *শহরবাসী*

রাসমেলা শুরু হওয়ার পর এদিন লোকসংখ্যা কিছুটা বেশি ছিল। কারণ পাশেই হাট বসেছে। দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই হাটে আসেন। তাঁরা রবিবার একেবারে রাসমেলাতেও চলে আসেন। এতে ব্যবসা কিছুটা হলেও ভালো হবে বলে মনে হচ্ছে। এখানে অনেকেই আসছেন। প্রথম রবিবার হিসেবে ভালো ভিড় হয়েছে।

মদন সরকার, *ব্যবসায়ী*

পূতনার ভয় কাটাতে লেগেছে কয়েক বছর

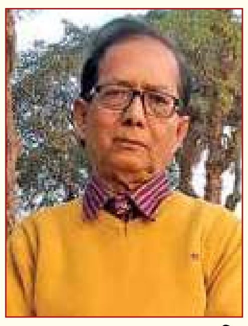

বেণু সরকার, কবি

আমার রাস

হাটখোলার দুর্গাবাড়ির রাস উৎসবের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। পেছন ঘুরে তাকালে সেসব মনে পড়ে। প্রতিবছরই একদিন হলেও রাস উৎসবে যাই। ছোটবেলার অভ্যাস। বাবা কাজে ব্যস্ত থাকায়, মা–ঠাকুমার হাত ধরেই দুর্গাবাড়ি চেনা। একটু বড় হলে অবশ্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও এই উৎসবে শামিল হয়েছি। আসলে এই সময় তো শহরে আর বড় কিছু হয় না। এটাই অন্যতম বড় উৎসব। তাই সবাই সেটায় শামিল হয়। যদিও মেলার জায়গা অনেকটা কমে গিয়েছে। বড় জায়গা হলে মেলা আরও ভালো করে হত।

ছোটবেলায় যখন রাস উৎসবে যেতাম তখন প্রথমেই যেতাম দুর্গা মন্দিরে। মন্দিরের সামনে পূতনা রাক্ষসীর যে মূর্তি বানানো থাকত সেটা দেখে ভয় পেতাম। সেই ভয় কাটতে লেগে গিয়েছিল কয়েক বছর। যখন খুব ছোট ছিলাম তখন তো আর পূতনা রাক্ষসী আর কৃষ্ণের গল্পটা জানতাম না। একটু বড় হওয়ার পর গল্পটাও বুঝতে পারলাম এবং ভয়ও দূর হল। মেলায় গিয়ে বেশ আনন্দ করেছি। রাসমেলায় লটারি বেশ জমজমাট ছিল। কয়েন ফেললে বিভিন্ন পুরস্কার জেতা যেত। ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে আছে। একবার লটারি কেটে সুগন্ধি তেলের শিশি পেয়েছিলাম। সেটা না ফেলতে পেরেছিলাম আবার বাড়ি নিয়ে যেতেও ভয় পাচ্ছিলাম। লটারি কেটেছি জানলে বাড়িতে বিশাল বকা খাব। পরে ওটা বাড়ি নিয়ে গিয়েছি। বাবার বকুনি খেয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলাম।

রাস উৎসব নিয়ে এই রকম অনেক ঘটনা মনে হয়। লাগাতার কয়েক বছর সার্কাস এসেছে। ছোট হলেও সেই সার্কাস দেখতে লোকজন ভিড় করত। আর সেখানে বিভিন্ন ধরনের ম্যাজিকও দেখানো হত। লেপচাখা থেকে কয়েকজন কমলা বিক্রি করতে আসতেন। তখন লেপচাখা চিনতামই না। চিনতাম শুধু বক্সা ফোর্ট। ওরা অনেকেই আসত ওখান থেকে। আমার মতো অনেকেই প্রথম ওই মেলায় সার্কাস দেখেছে। সকলের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে। অনেকে আবার শীতের পোশাক বিক্রি করতেও আসতেন।

কয়েক বছর দু'জায়গায় রাসমেলা হয়েছে। হাটখোলায় যেমন মেলা হত তেমনই বিবেকানন্দ কলেজের মাঠেও কয়েকবার মেলা বসেছে। ওখানে বড় মঞ্চ করা হত। সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছিল। আমার মতে, আলিপুরদুয়ারের এই রাসমেলা এই রকম অনেক ঘটনার সাক্ষী এবং একটা ঐতিহ্যও জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে। আশা করছি যে, এই ঐতিহ্য বজায় থাকবে। তবে আমি মনে করি, মেলা আরও বড়ভাবে হওয়া প্রয়োজন।

অনুলিখন : অভিজিৎ ঘোষ

বঞ্চনার অভিযোগ মহিলা মোর্চার চায়ে পে চর্চায়

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিম প্রধানমন্ত্রী স্ট্রিট ভেন্ডার আত্মনির্ভর নিধি যা পুরসভার মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল জনসাধারণের কাছে, সেই স্কিমের সুবিধা পাচ্ছেন না বিজেপি কর্মীরা। রবিবার এমনি অভিযোগ করলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সহ সভানেত্রী রাখি সরকার। ফলে এধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শহরের রাজনীতিতে এক নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, রবিবার সকালে শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন সারংপট্টি এলাকায় বিজেপি মহিলা মোর্চার জেলা কমিটির তরফে আয়োজিত চায়ে পে চর্চা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে এধরনের মন্তব্য করেন তিনি। তবে কতজন এই লোন সংক্রান্ত সমস্যায় জর্জরিত সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে পারেননি তিনি।

প্রসঙ্গত খুব কম সুদে ১০ হাজার টাকা লোন দেওয়া হচ্ছে। রাস্তার হকাররা এই স্কিমের আওতায়।

এদিন চায়ে পে চর্চা অনুষ্ঠানে রাখি সরকারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা মোর্চা সভানেত্রী অ্যাঞ্জেলা কর্মকার সহ মহিলা মোর্চার কর্মীরা। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি আগামীদিনে কীভাবে সংগঠনকে আরও মজবুত করে তোলা যায় সেবিষয়েও এদিন আলোচনা করা হয়। রাজ্য সরকার একদিকে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার শিকারের অভিযোগ করে আন্দোলনে নেমেছে, ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রকল্প থেকে বিজেপি কর্মীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে এমন অভিযোগ করা হচ্ছে বিজেপির তরফে।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'এধরনের ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। প্রকল্পটির মাধ্যমে পুরসভা শুধুমাত্র জনগণকে সাহায্য করার কাজ করছে। ফর্ম ফিলআপ করার পর তা ব্যাংকে গিয়ে জমা করে দেওয়া হয়। ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে। এরপরও অযথা হয়রানি হচ্ছে। এতে আমাদের হাতে কিছু নেই।'

প্রস্তুতি সভা

ফালাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিজেপির মহিলা মোর্চা মাঠে নামতে চলেছে। এজন্য রবিবার বিজেপির মহিলা মোর্চার ফালাকাটা টাউন মণ্ডল কমিটির তরফে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। রবিবার বিজেপির মহিলা মোর্চার সহ সভাপতি রাখি সরকার, রাজ্য সম্পাদক পাঞ্চালী ভট্টাচার্য, আলিপুরদুয়ার জেলা মহিলা মোর্চা সভাপতি অ্যাঞ্জেলা কর্মকার, ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি মৃদুলা ঘোষ সহ অন্য নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

হেলমেট বিতরণ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার শহরের চৌপথি এলাকায় নিউটাউন নবভারত সংঘের উদ্যোগে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জয় পালের স্মৃতির স্মরণে হেলমেট বিতরণের কর্মসূচি হয়। জানা গিয়েছে, সংস্থার তরফে পথ নিরাপত্তায় বিনা হেলমেটে যাঁরা গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তাঁদের হেলমেট বিলি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, সংস্থার সম্পাদক শংকর দাস সহ অন্যরা। প্রসঙ্গত, এদিন আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য হেলমেট তুলে দেন চালকদের হাতে।

দুমড়ে-মুচড়ে চারচাকার গাড়ি, নিত্য দুর্ঘটনা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : ট্রাফিক পুলিশ নিজের মতো সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না দুর্ঘটনাকে। বেপরোয়া যানবাহনের দৌরাত্ম্যে ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। এদিকে ট্রাফিক পুলিশ সকলকে সচেতন করলেও আখেরে লাভ কিছুই হচ্ছে না। একের পর এক দুর্ঘটনায় শুধু গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে না, বরং প্রাণহানিও হচ্ছে। এতে বাড়ছে আতঙ্ক ও বিপদ।

এমনই এক ঘটনা ঘটল শনিবার রাতে। একটি চারচাকার গাড়ি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে গাড়ির একপাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুমড়ে–মুচড়ে যায়। একটি চাকাও প্রায় খুলে আসে। তবে গাড়িতে এয়ারব্যাগ থাকার ফলে চালক বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পান বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। গাড়ির ধাক্কা মারার শব্দ শুনে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। জটলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ যায়। চালক সহ গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের রাস্তায় যানবাহনের যাতায়াত থাকে। তবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির গতির মাত্রা বেশি ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ। সেই সংলগ্ন এলাকা দিয়ে যাতায়াত করলে অপ্রীতিকর ঘটনা হওয়াটা স্বাভাবিক বলে মনে করছেন তাঁরা। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

কাজে আসছে না সচেতনতার বার্তা

প্রীতম পাল নামে এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, 'এত দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচল করে, যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শনিবার রাতে নিউ আলিপুরদুয়ার এলাকায় সজোরে ধাক্কা মারলে গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

রবিবার সকাল নাগাদ আলিপুরদুয়ার বীরপাড়া এলাকায় তিন সাইকেল আরোহীকে একটি গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে ধাক্কা মারার অভিযোগ ওঠে। এতে সাইকেল আরোহীরা জখম হলেও একজনের অবস্থা গুরুতর বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। ওই সাইকেল আরোহীরা সবজি নিয়ে কিষান মান্ডির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় গাড়িটি ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। সকাল ছয়টা নাগাদ ঘটনা হওয়ায় সেই সময় পথে লোকজনের সংখ্যা কম ছিল।

ট্রাফিক ডিএসপি তেনজিং ভুটিয়া বলেন, 'বেপরোয়া যানবাহনের অভিযোগ উঠলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সবসময় ট্রাফিকের নজরদারি চলে। তবে, দুটি ঘটনা যে সময়ে হয়েছে তখন ট্রাফিক পুলিশ ছিল না। এমনকি ঘটনাস্থলে ছিল না সিসিটিভির নজরদারিও। ফলে দেখার কেউ থাকে না। সাধারণ মানুষও কিছু করে উঠতেও পারেন না। আর সেই সুযোগে বেপরোয়া যানবাহন গতি বাড়িয়ে চলে।'

শহরের মিছিলে ১০০ দিনের কাজ দাবি

ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : ফালাকাটা পুরসভা হওয়ার পরেই ১০০ দিনের কাজে যুক্ত শ্রমিকদের জব কার্ড বাতিল হয়। তখন থেকে শহরের শ্রমিকদের আর একশোদিনের প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ নেই। কিন্তু রবিবার তা সত্ত্বেও একশোদিনের বকেয়া না দেওয়ায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডেই প্রতিবাদ মিছিল করতে দেখা গেল তৃণমূলকে। আবাস যোজনার ইস্যুতেও সরব শাসকদলের নেতারা। বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। তাই রাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেই শাসকদলের শহরের পথে নামা বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও গ্রামের মানুষের সঙ্গে শহরের নিবিড় যোগসূত্র থাকায় কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদ বলে শাসকদলের নেতাদের দাবি। কিন্তু তৃণমূলকে পালটা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি পদ্মশিবির।

বিজেপির ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহার কথায়, 'রাজ্য সরকার একশোদিনের কাজের হিসেব দিলেই কেন্দ্র টাকা পাঠাবে। আসলে ফালাকাটাতেও তৃণমূলের নেতারা একশোদিনের টাকা চুরি করেছেন। এখন চুরি বন্ধ থাকায় নেতারাই শহরে পথে নেমেছেন। সেখানে সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তৃণমূলের নাটক সাধারণ মানুষও এখন জানেন।'

তবে পদ্মের নেতারা যাই বলুক না কেন তৃণমূল এমন ইস্যুতে হাল ছাড়তে নারাজ। তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে'র বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ১০০ দিনের প্রকল্প ও আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না। এরই প্রতিবাদে এদিন পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডেই প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।' কিন্তু গ্রামীণ এলাকার প্রকল্পের সঙ্গে শহরের কী সম্পর্ক? শুভব্রতর মন্তব্য, 'গ্রামের সঙ্গে শহরের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামের জব কার্ডধারী শ্রমিকরা নিয়মিত একশোদিনের কাজের মজুরি পেলে তা খরচ করতেন। আবাস যোজনার ঘরের কাজ হত। কিন্তু এসব না হওয়ায় শহরের অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়ছে।' তাই শহরের মানুষও কেন্দ্রের বঞ্চনা মানবে না বলে তিনি দাবি করেন।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল শহরে। – সুভাষ বর্মন

এদিন পুরসভার ১ থেকে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে ফ্লেক্স লাগিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে শাসকদলের প্রতিবাদ মিছিল হয়। কিছু ওয়ার্ডে পথসভাও হয়। এই কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল যুব, মহিলা, কৃষক সংগঠনের নেতারাও শামিল ছিলেন। ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরিকেও প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

এদিকে, রবিবার আলিপুরদুয়ারের ১৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে মিছিল হয়। এদিন মিছিলটি প্যারেড গ্রাউন্ড সংলগ্ন কলেজপাড়া মোড় থেকে শুরু করে গোটা ওয়ার্ড পরিক্রমা করে। ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মদন ঘোষ সহ অন্যরা এদিন উপস্থিত ছিলেন।

এবিষয়ে মদন ঘোষ জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের মজুরি, আবাস যোজনার অনুদান সহ বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে। এর প্রতিবাদে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে এদিন দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর ওয়ার্ডের দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।

প্রতি রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়
নতুন ইনিংস
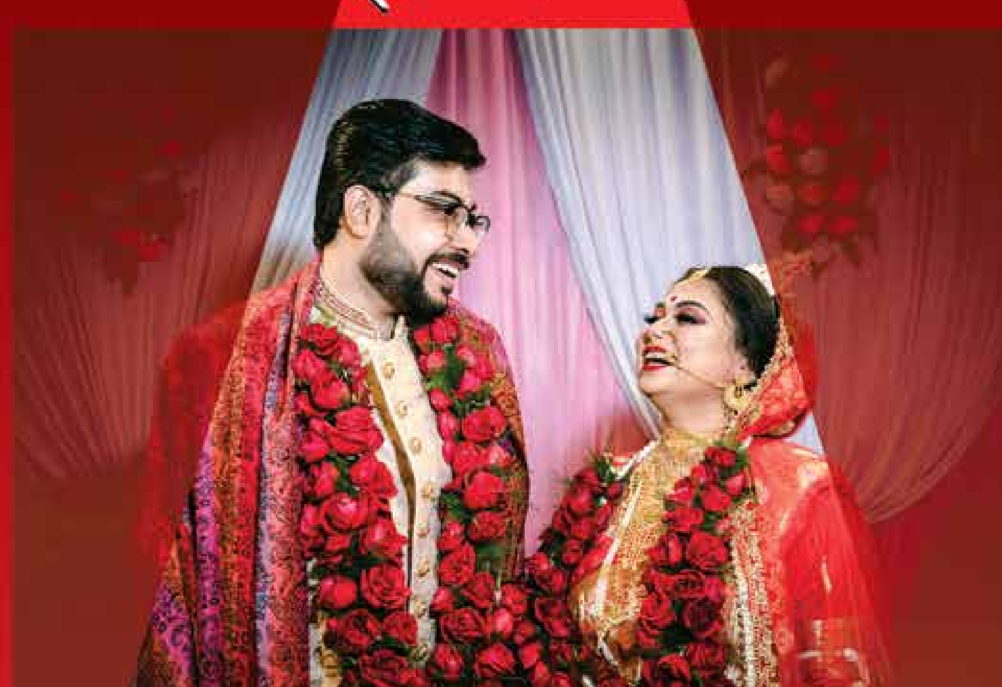
যাঁরা সম্প্রতি শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন,
সেইসব দম্পতি পাঠাতে পারেন তাঁদের বিয়ের ছবি।
সপ্তাহের সেরা ছবি প্রকাশিত হবে নতুন ইনিংস বিভাগে।
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আপনার জীবনসঙ্গী
ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবেন ঃ
• দম্পতির পুরো নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর।
• বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের একটি কপি।
• উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছবি প্রকাশের সম্মতিপত্র।
ইমেলঃ ubs.weddings@gmail.com

গরুমারায় পর্যটকদের বিক্ষোভে ইতি বনকর্তার আশ্বাসে

দাঁতালের ভয়ে সাফারি বন্ধ

শুভদীপ শর্মা ও রহিদুল ইসলাম

লাটাগুড়ি ও মেটেলি, ৩ ডিসেম্বর : কখনও পিষে মারছে মহিলাকে। কখনও তাড়া করছে বাইক আর যাত্রীবোঝাই বাসকে। দাঁতালের এহেন তাণ্ডবে রবিবার গরুমারার জঙ্গলে বন্ধ রাখা হয় সাফারি। এদিকে, টিকিট কাটার পরে হঠাৎ সাফারি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন পর্যটকরা।

শনিবার জঙ্গলে খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির হামলায় মৃত্যু হয় এক মহিলার। এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে এক দাঁতাল। রবিবার সকালে ফের ওই দাঁতাল গরুমারা জঙ্গলের মাঝে একটি যাত্রীবাহী বাসকে তাড়া করে। আগেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে সেই বাস। কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচেন যাত্রীরা। আর সেই হাতির আতঙ্কে আগাম কোনও ঘোষণা ছাড়াই গরুমারার জঙ্গলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি পর্যটকদের। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এই সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। যদিও পর্যটকদের নিরাপত্তার খাতিরে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন।

গরুমারায় জঙ্গলের রাস্তায় সেই হাতিটি। রবিবার।

শনিবার লাটাগুড়ির জঙ্গলের বড়দিঘি বিটের এসএস-৪ কম্পার্টমেন্টে জ্বালানির খড়ি সংগ্রহে গিয়েছিলেন বামনী বনবস্তির বাসিন্দা নুরজাহান বেগম (৫১)। তখনই হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এদিন সকালে লাটাগুড়ি-চালসাগামী জাতীয় সড়কে হঠাৎ করে উঠে পড়ে ওই দাঁতাল। সেই সময় সেই রাস্তায় একটি বাইক আসছিল লাটাগুড়ির দিকে। হঠাৎ রাস্তার ওপর দাঁতালটিকে দেখতে পেয়ে, চালক বাইক ঘোরাতে যান। তখন আবার চালসার দিক থেকে একটি বাস দ্রুতগতিতে আসছিল। বাইকটিকে বাঁচাতে গিয়ে ওই বাসটি মহাকালধামের কিছুটা আগে গরুমারার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। রাস্তার অপরপ্রান্তে তখন সারি সারি পর্যটকবোঝাই জিপসি গাড়ি। হাতিটি হঠাৎ করেই তেড়ে যায় ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের দিকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে চিৎকার শুরু করেন জিপসি গাড়িতে থাকা জঙ্গল সাফারির গাইডরা। এরই মাঝে বাসে থাকা যাত্রীরা নেমে দৌড়ে পালিয়ে যান। কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কে দাপিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায় সেই দাঁতাল।

এদিকে, শনিবারের পর এদিন ফের একই হাতির এধরনের আচরণে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় বন দপ্তর। বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের তরফে এদিন যেখানে হাতিটির গতিবিধি দেখা গিয়েছে, সেই বড়দিঘি বিটে জঙ্গল সাফারিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সেই জায়গা বাদ দিয়ে অন্য সব জায়গায় অবশ্য পর্যটকদের প্রবেশে কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এদিন বিকেলের শিফটে গরুমারার জঙ্গলের যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনারে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয় গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগ। এদিকে, টিকিট কেটে জঙ্গলে প্রবেশ করতে না পেরে গরুমারা গেটের সামনেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রায় ৫০ জন পর্যটক। দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসা পর্যটক মৌসুমি সাহা, শৈবাল ঘোষরা জানান, বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত আগে থেকেই জানানো উচিত ছিল। জঙ্গলের প্রবেশের মুখে নিয়ে আসার পর, কেন হঠাৎ করে তাঁদের জঙ্গলে ঢুকতে দেওয়া হল না?

ঘণ্টাখানেক এই বিক্ষোভ চলার পর ঘটনাস্থলে আসেন গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন। তিনি পর্যটকদের বোঝান যে, তাঁদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি হাতিটি ওই এলাকা থেকে দূরে সরে যায় তাহলে সোমবার সকালে চাইলে পর্যটকরা সাফারি করতে পারবেন। প্রয়োজনে তাঁদের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান ডিএফও। এরপরেই বিক্ষোভ তুলে নেন পর্যটকরা।

তারপরেও অবশ্য বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, ‘এভাবে পর্যটকদের হয়রানি করার কোনও মানে হয় না। জঙ্গলে প্রবেশে বিধিনিষেধ না করে পর্যটকদের নিরাপত্তা বাড়ানো উচিত ছিল বন দপ্তরের।’

স্পেশাল ট্রেন নিয়ে রেলের নয়া সিদ্ধান্ত

মালিগাঁও, ৩ ডিসেম্বর : যাত্রীদের ভিড় সামলাতে কয়েকটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এছাড়া একটি ট্রিপের জন্য কামাখ্যা ও দিল্লির মধ্যে দু'দিক থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

এরমধ্যে সাঁতরাগাছি-গুয়াহাটি স্পেশাল ১ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলাচল করবে। আবার গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছি স্পেশালের পরিষেবা ২ থেকে ৩০ ডিসেম্বর অবধি অব্যাহত থাকবে। শিয়ালদা-নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল ২ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলাচল করবে। একইভাবে নিউ জলপাইগুড়ি-শিয়ালদা স্পেশালের পরিষেবা ৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড় স্পেশালের পরিষেবা ৪ ডিসেম্বর থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আবার ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ রুটে পরিষেবা ৭ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি অবধি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কামাখ্যা-নিউ দিল্লি স্পেশাল একটি ট্রিপের জন্য ৪ ডিসেম্বর চলবে। ফেরত যাত্রার ট্রিপে ৬ ডিসেম্বর নিউ দিল্লি থেকে রওনা দেবে।

অন্যদিকে, কামাখ্যা-দিল্লি জং স্পেশাল ট্রেনটি একটি ট্রিপের জন্য ৯ ডিসেম্বর চলবে। আবার দিল্লি জং-কামাখ্যা স্পেশাল একটি ট্রিপে ১১ ডিসেম্বর রওনা দেবে।

তবে, ২ ও ৩ ডিসেম্বর ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস, ৩ ও ৪ ডিসেম্বর গুয়াহাটি-এসএমভিটি ব্যাঙ্গালুরু এক্সপ্রেস এবং ৮ ডিসেম্বর শিলঘাট টাউন-তাম্বারাম এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী অংশে মিচাউং সাইক্লোনের সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবের জন্য বাতিল করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলোর স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

জীবন সিংহের সঙ্গে দ্রুত শান্তি আলোচনা দাবি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৩ ডিসেম্বর : অবিলম্বে কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহকে নিয়ে শান্তি আলোচনায় বসুক কেন্দ্রীয় সরকার। সেটা না হলে, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি-রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। এছাড়া পৃথক রাজ্য কিংবা উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা না করা হলে ভোট বয়কটের পথে হাঁটবেন তাঁরা। রবিবার মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনায় এক কর্মীসভায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অল কামতাপুর কোচ রাজবংশী সমাজ নামে একটি সংগঠনের নেতারা। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের হলদিবাড়ির নেতা আলতাফ সরকার, মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সভাপতি ভানু রায়, আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি যগীন্দ্র রায় প্রমুখ।

সংগঠনের ব্লক সভাপতি ভানু রায় বললেন, ‘জীবন সিংহকে নিয়ে শান্তি আলোচনার কথা বললেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রসঙ্গটি বারবার ধামাচাপা দিচ্ছে। কবে পৃথক রাজ্য গঠন করা হবে জানি না। তবে শান্তি আলোচনা ও পৃথক রাজ্য গঠনে দ্রুত পদক্ষেপ না করা হলে আন্দোলন তীব্র হবে।’

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রাজবংশী সংগঠনের

আরেক নেতা আলতাফ সরকারের কথায়, ‘আমি কেএলও'র একজন লিংকম্যান। জীবন সিংহ আমাদের নেতা। আলাদা রাজ্য চাই। পৃথক রাজ্য ও জীবন সিংহকে নিয়ে প্রতারণা করলে কিছুদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামব। কোচ রাজবংশী, তপশিলি উপজাতি ও ভূমিপুত্রদের অধিকার বুঝে নেব।’ এদিন কামতাপুরি ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তোলেন তিনি।

সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক কারণে হলেও একাধিকবার জীবন সিংহের প্রতি বিজেপির সহানুভূতি প্রকাশ্যে এসেছে। রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ঢালাও ভোট পেয়েছে গেরুয়া শিবির। এমনকি ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর বিজেপি কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় ভিডিও বার্তায় হুঁশিয়ারি দেন জীবন। তবে সেই জীবন সিংহ প্রসঙ্গে ‘অতি চালাকি’ করলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিপাকে পড়তে হতে পারে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে অল কামতাপুর কোচ রাজবংশী সমাজ নামে সংগঠনটি। এতে বিজেপির ভোটব্যাংকে কতটা প্রভাব পড়ে তা নিয়েই জল্পনা শুরু হয়েছে।

রেল সতর্কতা

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : উৎসবের মরশুমে নভেম্বর মাসজুড়ে বিভিন্ন রেলস্টেশনে একাধিক সতর্কতা বিষয়ক ব্যবস্থা নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ১৮ থেকে ২৪ নভেম্বর ৪৬১টি স্টেশনে ১৭৪০টি ট্রেনে ১.২৪ লক্ষের বেশি যাত্রীদের পরীক্ষা করা হয়। সবমিলিয়ে ১০৯৩টি সচেতনামূলক অভিযান চালানো হয়েছে। ৫৫৬ জন শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদের ট্রেন উঠতে সাহায্য করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এই খবর জানিয়েছেন।

টোপে প্রতারণা

প্রথম পাতার পর

শামুকতলা থানার বেলতলা এলাকার এক বাসিন্দার থেকে ৩০ লক্ষ টাকা তুলেছেন ওই মহিলা। প্রতারিতদের তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ। ওই তালিকায় এলাকার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং জনপ্রতিনিধিও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সেই মহিলার উপর কতখানি বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল এলাকার লোকজনের, সেটা একটা উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এমন অনেক মহিলা রয়েছেন যাঁরা ব্যাংক থেকে বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে টাকা ঋণ নিয়ে ওই মহিলার কাছে জমা দিয়েছেন মাসে ১০ শতাংশ হারে সুদ পাওয়ার আশায়। এখন তো তাঁদের ব্যাংকের প্রতি মাসের কিস্তি দেওয়া রীতিমতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কথা হচ্ছিল এমনই এক প্রতারিত মহিলার সঙ্গে। তিনি বললেন, ‘তিনি আমার কাছে কাপড়ের ব্যবসার জন্য টাকা ধার চেয়েছিলেন। বলেছিলেন মাসে ১০ শতাংশ হারে সুদ দেবেন। ব্যাংক থেকে সম্প্রতি আমাদের গোষ্ঠী পাঁচ লক্ষ টাকার ঋণ পেয়েছে। আমি নিজের টাকা ছাড়াও গোষ্ঠীর অন্য সদস্যদের টাকাও আমার নামে তুলেছি। এরপরই ওই মহিলাকে আমি এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। এভাবে টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাবে সেটা কল্পনাও করতে পারিনি।’

কথা হচ্ছিল এমনই এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর সঙ্গে। তিনি যে ফাঁপড়ে পড়েছেন, তা থেকে উদ্ধার পেতে ভিটে-জমি বিক্রি করার কথা পর্যন্ত ভাবছেন। বললেন, ‘পেনশন ছাড়া এখন আর কোনও আয় নেই আমার। অনেকেই ওই মহিলার কাছে টাকা গচ্ছিত রেখে ভালো সুদ পাচ্ছিলেন জেনেই আমি প্রথমে দু'লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। সে টাকা সুদ সমেত আমি ফেরতও পেয়েছিলাম। এরপরেই আরও বেশি টাকা চান ওই মহিলা। আমি বেশি আয়ের লোভে পড়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে কম সুদে ৩০ লক্ষ জোগাড় করে ওই মহিলার কাছে দিয়েছিলাম। ওই টাকা নিয়ে মহিলা গায়েব হয়ে যাওয়ায় এখন আমি সর্বস্বান্ত।’

এখনও অবধি কিন্তু সেই মহিলার নামে কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি। রবিবারও শামুকতলা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি জগদীশ রায় বলেছেন, ‘আমরা ঘটনার উপর নজর রাখছি। প্রতারিতদের আমরা খুব শীঘ্রই লিখিত অভিযোগ দেওয়ার কথা বলেছি। কিন্তু কেউই এখন পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ আমাদের কাছে জমা দেয়নি।’ ওই মহিলার খোঁজ পেতে চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

আবহাওয়া

সোমবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩১.০	২২.০
শিলিগুড়ি	৩০.০	১৫.০
জলপাইগুড়ি	৩০.০	১৪.০
কোচবিহার	৩০.০	১৫.০
আলিপুরদুয়ার	৩০.০	১৫.০
মালদা	৩১.০	১৬.০
রায়গঞ্জ	৩০.০	১৫.০
গ্যাংটক	২১.০	৯.০

ঘেরা হল সার্কিট হাউস, হেলিপ্যাড সংস্কার

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক মহলে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউস পরিষ্কার করে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। সার্কিট হাউসের পাশাপাশি মালঙ্গি বনবাংলোকেও সাজানো হচ্ছে। রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা অফিসাররা সার্কিট হাউস ছাড়াও বনবাংলো ঘুরে দেখেছেন। রাজ্য পুলিশের পদস্থ কর্তারাও নিরাপত্তার বিভিন্ন দিকগুলি এদিন খতিয়ে দেখেছেন। প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে হেলিপ্যাডের সংস্কার কাজ থেকে ওই এলাকায় জঞ্জাল সাফাই, মেরামতির কাজ জরুরি ভিত্তিতে শুরু হয়েছে। যদিও পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলছেন না।

আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

প্যারেড গ্রাউন্ডে হেলিপ্যাড সংস্কার। রবিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১০ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগে দিতে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা প্রদান, চা সুন্দরী প্রকল্প সহ সরকারি বিভিন্ন সুবিধা মুখ্যমন্ত্রী উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেবেন। মমতার ওই সফরকে ঘিরে শাসকদলের প্রস্তুতি বৈঠক শেষ হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের মধ্যে এনিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গপ্রসাদ শর্মা বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী ১০ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারে আসতে পারেন। ৯ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারে এসে সার্কিট হাউসে উঠতে পারেন। যদিও তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

আলিপুরদুয়ারে মমতার সফরের সম্ভাব্য দিন ১০ ডিসেম্বর রাজ্যজুড়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে টেট অনুষ্ঠিত হবে। ফলে তাঁর ওই সফর ঘিরে চাকরিপ্রার্থীদের অনেকেই উদ্বেগে রয়েছেন। তিনি ওইদিন জেলায় এলে পরিবহণ সংকট দেখা দিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলের জন্য সরকারি-বেসরকারি বহু যানবাহন নেওয়া হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, ‘জেলায় প্রায় ১৫ হাজার টেট পরীক্ষার্থী রয়েছেন। গতবার টেট দিতে শহরের অনেক পরীক্ষার্থী দূরের স্কুলে গিয়েছিলেন। পরীক্ষার দিন মুখ্যমন্ত্রী এলে অনেক পরীক্ষার্থীই যানবাহনের সমস্যায় পড়তে পারেন।’ যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানের জন্য পরীক্ষায় বিঘ্ন হতে পারে না। প্রশাসন থেকে সবরকম প্রস্তুতি থাকবে।’

রবিবার প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে পুরোনো হেলিপ্যাডে ক্ষতিগ্রস্ত অংশে রবিবার মেরামতির উদ্যোগ নিতে দেখা গিয়েছে। সেখানে সংলগ্ন মুক্তমঞ্চে আগাছায় ভরে গিয়েছিল। সেই সব আগাছা এদিন পরিষ্কার করা হয়েছে। প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে সার্কিট হাউসে এদিন পুলিশের পদস্থ কর্তাদের আনাগোনা ছিলই। সার্কিট হাউসের চারদিকে উঁচু বাঁশের বেড়া তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সভাস্থল এখনও চূড়ান্ত না হলেও সরকারি অনুষ্ঠানে ১ লক্ষ দলীয় নেতা-কর্মীদের জমায়েত করার টার্গেট নিয়েছে শাসকদলের জেলা নেতৃত্ব। তবে একই দিনে টেট থাকায় বিশৃঙ্খলা হওয়ার আশঙ্কা করছেন পরীক্ষার্থীরা।

রবিবার ছুটির দিনে বোল্লাকালী মন্দিরের সামনে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। ছবি : মাজিদুর সরদার

বিএসএফের গুলিতে হত পাচারকারী

হবিবপুর, ৩ ডিসেম্বর : সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয় এক পাচারকারীর। ঘটনাটি ঘটে রবিবার ভোরে হবিবপুর থানার জাজোইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। হবিবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিএসএফ। পুলিশের হাতে তুলে দেয় পাচারকারীর দেহ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাচারকারীর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর পদস্থ কর্তারা।

হবিবপুর থানার আইসি সুবীর কর্মকার বলেন, ‘ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ভবানীপুর এলাকায় বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশের এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

বাহিনী সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ওই পাচারকারীর বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছর। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু অস্ত্র, যা দেখে বাহিনীর অনুমান মৃত বাংলাদেশের নাগরিক। পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ মৃতের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটে, রবিবার ভোররাতে হবিবপুর থানার জাজোইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৫৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের ভবানীপুর বিওপি সংলগ্ন এলাকায়।

এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, হালকা কুয়াশা আর অন্ধকারের সুযোগে পুনর্ভবা নদী পেরিয়ে ভারত ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে এক পাচারকারী দল। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানদের নজর গিয়ে পড়ে তাদের ওপর। বাধা দিলে বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে গেলে আত্মরক্ষার জন্য সেনা-জওয়ানরা গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়। বেগতিক বুঝে তাঁর সঙ্গীসাথিরা পালায়। বাকিদের খুঁজে বের করতে বিএসএফ চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে।

মানিককে সংবর্ধনা

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর : উত্তরকাশীর টানেলে ১৭ দিন আটকে পড়া তুফানগঞ্জের মানিক তালুকদারকে কোচবিহারের রাসমেলায় সংবর্ধনা দিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রবিবার রাসমেলা মাঠের সাংস্কৃতিক মঞ্চে মানিককে শাল, উত্তরীয়, ফুল, মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে সংবর্ধনা দেন তিনি। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মঞ্চে বক্তব্যও রাখেন মানিক। সেই বক্তব্যে ১৭ দিনের টানেলে থাকার অভিজ্ঞতার কথা মানুষের কাছে তুলে ধরেন। মানিক বলেন, ‘মনের মধ্যে শঙ্কা ছিল। কিন্তু পরিবারের কাছে আমাকে ফিরে আসতেই হবে, মনের এই জোর কখনই হারাইনি। বাকিটা ভারতবাসীর আশীর্বাদ। সে কারণেই আজকে এখানে আসতে পেরেছি।’

কম্বল বিতরণ

শামুকতলা, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার শামুকতলা পিপলস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হল। শামুকতলায় সংগঠনের অফিসে ৫০ জন দুঃস্থের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন শামুকতলা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি জগদীশ রায়, শামুকতলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক দে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

শামুকতলা, ৩ ডিসেম্বর : শনিবার রাতে এক নববধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে শামুকতলা থানার পূর্ব খলিসামারি এলাকায়। পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার রাতে রক্তবমি হয়। গৃহবধূকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার নাম ইতি দেবনাথ (২৩)। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত করছে।

নমোনামা

প্রথম পাতার পর

বরং বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের তত্ত্বে বেশি ভরসা করেছে।

ফলে ভোটের ফল প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক্স হ্যান্ডেলে বলতে অসুবিধা হয়নি যে, ‘ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের ফল বুঝিয়ে দিয়েছে বিজেপি যে সুশাসন ও উন্নয়নের জন্য পরিচিত, দেশের মানুষ তার সঙ্গেই থাকতে চান। আশ্বাস দিচ্ছি, তাঁদের হিতে আমরা নিরলস কাজ করব।’ এই সুযোগে জাতিগত গণনার দাবিকে বিঁধেছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, ‘চেষ্টা হয়েছিল দেশকে জাত দিয়ে ভাগ করার। কিন্তু সবকা সাথ, সবকা বিকাশের ধারণার জয় হল।’

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধি মেনে নিয়েছেন দলের হতাশাজনক পারফরমেন্স। যদিও খাড়গের বক্তব্য, ‘তিন রাজ্যে আমাদের হতাশাজনক পারফরমেন্স নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে এই তিন রাজ্যে নিজেদের পুনর্গঠন চালিয়ে যাব।’ জনতার রায়কে ‘বিনম্রতার’ সঙ্গে মেনে নেওয়ার কথা বলেও রাহুলের কথায়, ‘আমাদের চিন্তাধারার লড়াই জারি থাকবে।’

এই বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আবার ‘ইন্ডিয়া’ জোটকে সক্রিয় করতে উদ্যোগী হল কংগ্রেস। দলের সভাপতি শরিকদলগুলিকে ফোন করে ৬ ডিসেম্বর মিটিং ডেকেছেন। অন্যদিকে তিন রাজ্য জিতে দেশে আরও পাল্লা ভারী হল এনডিএ'র। মোট ১৬টি রাজ্য ও ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এখন পদ্ম শিবিরের হাতে। কংগ্রেসের হাতে থাকল এককভাবে হিমাচলপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা। জোটের শরিক হিসেবে তিনটি রাজ্যের সরকারে টিমটিম করে জ্বলছে কংগ্রেস।

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশের ২৩০টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১৬৩টি। কংগ্রেস জিতেছে ৬৬টিতে। গত বিধানসভা ভোটে বিজেপি ও কংগ্রেসের ঝুলিতে ছিল যথাক্রমে ১০৯ এবং ১১৪টি আসন। অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস মিলিয়ে দিয়েছেন শিবরাজ। ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মাঝের ১৫ মাস বাদ দিলে ২০০৩ থেকে মধ্যপ্রদেশের মসনদে একটানা ক্ষমতায় বিজেপি। ২০০৫ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ।

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, দুর্নীতির ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগের পাশাপাশি বিজেপির অন্দরের ‘পাওয়ার পলিটিক্স’-এর প্রতিকূলতাকে হারিয়ে তিনি মধ্যপ্রদেশে এখনও অপ্রতিরোধ্য। বিজেপি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া রুখে দিতে সমর্থ হলেও ছত্তিশগড়ে সেই সাফল্য জোটেনি কংগ্রেসের। ভূপেশ বাঘেলের সরকারকে সরিয়ে দিয়েছে বিজেপি। রাজ্যের ৯০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ৩৫টি, বিজেপি ৫৪। গত বিধানসভায় ওই দুই দলের দখলে ছিল যথাক্রমে ৬৮টি এবং ১৫টি আসন।

রাজস্থানেও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়ার মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। মরুরাজ্যের বাসিন্দারা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদলের প্রথা বজায় রেখেছেন। রাজস্থানের ১৯৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১১৫টি আসন, কংগ্রেস ৭০টি। গতবার বিজেপি পেয়েছিল ৭৩টি, কংগ্রেস জিতেছিল ১০০টিতে।

তেলেঙ্গানায় বিআরএসের দুর্গ এবার ভেঙে গিয়েছে। কংগ্রেস রাজ্যের ১১৯টি আসনের মধ্যে জিতেছে ৬৫টিতে। গতবার পেয়েছিল মাত্র ১৯টি। তাদের শরিক সিপিআই ১টি আসনে জিতেছে। বিআরএস জিতেছে ৩৯টিতে। গতবার পেয়েছিল ৮৮টি আসন। গতবারের ১টি থেকে বেড়ে এবার বিজেপি জিতেছে ৮টি আসনে। সেদিক থেকে দেখলে তেলেঙ্গানা একেবারে খালি হাতে ফেরায়নি বিজেপিকে। আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইমিম এবারও ৭টি আসন পেয়েছে।

রেলের কোয়ার্টারে বিজেপির

প্রথম পাতার পর

নিজেদের দলের কর্মীদের কাছ থেকেই। সেইসঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধেও রেলের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা। তাঁর অভিযোগ, ‘এভাবে রেলের কোয়ার্টার দখল করে প্রথমেই তো বিজেপি অনৈতিক কাজ করেছে। এরপর ওই কোয়ার্টার আবার সংস্কার করে পাকাপাকিভাবে দখল করার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। কোয়ার্টার দখল করলেও রেলের কর্তাদের কোনও হেলদোল কেন নেই বুঝতে পারছি না।’

মাদারিহাট বাজার থেকে রেঞ্জ অফিসের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটি স্টেশনের দিকে চলে গিয়েছে, সেই রাস্তার ধারেই রয়েছে রেলের এই কোয়ার্টারটি। এখানে রেলের আরও কয়েকটি কোয়ার্টার ও জমি ছিল। সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি কোয়ার্টার ও জমি বেদখল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রেলের কোনও হেলদোল নেই। এক সময় এই কোয়ার্টারগুলিতে স্টেশন মাস্টার থেকে শুরু করে অন্য কর্মীরা থাকতেন। পরবর্তীতে স্টেশনের কাছেই রেলের নতুন কোয়ার্টার হওয়ার পর সেখানে কর্মীরা চলে যান। এই সুযোগে রেলের এই পুরোনো কোয়ার্টারগুলি বেদখল হতে থাকে। বর্তমানে জমি সহ প্রায় সবগুলি কোয়ার্টার বেদখল হওয়ার পথে।

তৃণমূলের সুরেই সরব হয়েছেন আরএসপি'র রাজ্য কমিটির সদস্য সুনীল বণিক। তাঁর মন্তব্য, ‘কোনও সরকারি জায়গায় অনুমতি ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দলের অফিস করা যায় না এই ভুল ক্ষমার অযোগ্য।’

হিন্দি বলয়ে মোদির টেক্কা

প্রথম পাতার পর

বিজেপিকে সাফল্য এনে দিয়েছে। মোদি যতই বিরোধীদের এমন প্রতিশ্রুতিকে রেউড়ি সংস্কৃতি বলে গাল পাড়ুন, মধ্যপ্রদেশের মামা এই রেউড়ি সংস্কৃতিতেই ভরসা রেখেছেন। মধ্যপ্রদেশের মামাকে যতই আড়ালে রেখে মোদি প্রচার চালান না, মামা কিন্তু রাজ্য চষে ১৬০টি জনসভা করেছিলেন। ফলে, মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের প্রশ্ন যখন আসবে, তখন শিবরাজকে আড়ালে রাখা যাবে না।

ছত্তিশগড়েও রমন সিংকে প্রথমে দূরে সরিয়ে রাখলেও, শেষ প্রহরে তাঁকে প্রচারে নামাতে বাধ্য হয়েছিল বিজেপি। এবং বিজেপির জয়ে রমন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেদিক দিয়ে দেখলে কৃতিত্বটি যে একা মোদির- তা কিন্তু নয়। শিবরাজ এবং রমনের মতো নেতাদেরও অবদান রয়েছে। তবে, ইতিমধ্যেই বিজেপির অন্দরে মোদির নামে জয়ধ্বনি অন্যদের ঢেকে দিয়েছে। শিবরাজও সেই জয়ধ্বনিতে গলা মিলিয়েছেন।

দক্ষিণে অবশ্য মোদির নামে বিজেপি বৈতরণি পার হতে পারেনি। তেলেঙ্গানায় স্বয়ং মোদি বিস্তর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেসব প্রতিশ্রুতিতে তেলেঙ্গানার মানুষের মন গলেনি। উপরন্তু, আড়াল থেকে চন্দ্রশেখর রাওয়ের বিআরএস-কে সমর্থন করাটা বিআরএস এবং বিজেপি কারও পক্ষে লাভজনক হয়নি। এমনকি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি যে বিজেপিরই একটি মুখোশ, এই উপলব্ধি হওয়ায় হায়দরাবাদের সংখ্যালঘু ভোটের একটা বড় অংশ তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। তেলেঙ্গানায় উগ্র হিন্দুত্বের তাস খেলতেও দ্বিধা করেনি বিজেপি। দেখা গেল, কর্ণাটকের পর তেলেঙ্গানাও বিজেপির সেই উগ্র হিন্দুত্বের রাজনীতি পছন্দ করেনি।

নির্বাচনের ফল কংগ্রেসের পক্ষে নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক নয়। এর জন্য কংগ্রেস একমাত্র নিজেকেই দায়ী করতে পারে। মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মতো রাজ্যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগতে শুরু করেছিল কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের আসনই ছাড়তে রাজি হননি কমল নাথ। এর ওপর রাজস্থানে অশোক গেহলট এবং শচীন পাইলটের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কংগ্রেসের সংগঠনকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল। দুই রাজ্যেই সাংগঠনিক শক্তিতে বিজেপি টেক্কা দিতে পেরেছে কংগ্রেসকে। উগ্র হিন্দুত্ব তাসও এই দুই রাজ্যে বিজেপিকে সফল হতে সাহায্য করেছে। মনে রাখতে হবে, সেখানে আরএসএস যথেষ্ট শক্তিশালী।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বও। কর্ণাটক বিজয়ের পর তাঁরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, গত এক মাসে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকার আগ্রহই তাঁরা দেখাননি। হয়তো ভেবে নিয়েছিলেন, চার রাজ্যের সাফল্যের পর ইন্ডিয়া জোটে তাঁরা নেতৃত্ব দেবেন এবং শরিকরা তাঁদের কথা মানতে বাধ্য থাকবেন। এই ফল থেকে কংগ্রেসের অনেক শিক্ষা নেওয়ার আছে। এই জয়ের পর ইন্ডিয়া জোটে আঞ্চলিক দলগুলি নির্দ্বিধায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে নেবে না। ইতিমধ্যেই জেডিইউ এবং তৃণমূল বলতে শুরু করেছে, এই পরাজয় কংগ্রেসের। ইন্ডিয়া জোটের নয়। কংগ্রেস ফল বেরোনোর পরপরই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডেকেছে। বৈঠক আগে ডেকে শরিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচনে লড়তে নামলে ফল হয়তো কিছুটা ভালোও হতে পারত কংগ্রেসের।

কেউ কেউ বলছেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে এটি সেমিফাইনাল। মনে রাখতে হবে, রাজনীতি একটি অনিশ্চিত খেলা। যদি নির্বাচনি ইতিহাস ঘাঁটি, দেখব অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে কিছু রাজ্যে বিজেপি বিধানসভা নির্বাচনে জিতলেও, লোকসভা নির্বাচনে সেই রাজ্যগুলিতে বিপর্যয় ঘটেছিল বিজেপির। তেমনই, কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় বহু কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছিল। জনতা জনার্দন কখন কোন খেলাটি খেলবে, তা মোদি বা রাহুল কেউই জানেন না।

প্রথম ছয়ের আশায় কোয়াদ্রাত

লক্ষ্য জয়ের ধারাবাহিকতা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নয়–ছয়ের লড়াই দেখবেন দর্শকরা। তবে নয়ের সঙ্গে ছয়ের এই লড়াই উপভোগ্য কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয় আছে এমনকি দুই দলের সমর্থকদেরই।

গত কয়েকবারের তুলনায় এবার এখনও পর্যন্ত অনেক বেশি গোছানো ফুটবল খেলছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। আপাতত লিগ টেবিলের ৬ নম্বরে জুয়ান পেদ্রো বেনালির দল। সেখানে শুরুটা ভালো করেও ইস্টবেঙ্গল যথা পূর্বং। সেই ৯ নম্বরে দাঁড়িয়ে। তবে সোমবারের ম্যাচ জিততে পারলে সাত বা আটে উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত অবশ্য এখনও আশাবাদী প্রথম ছয়ে উঠে আসার ব্যাপারে। তাঁর বক্তব্য, 'নর্থইস্ট ম্যাচের ফলাফলই যদি আমাদের পক্ষে যায়, তাহলেই দেখবেন আমার দলের ভোল পালটে যাবে। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি। একটা–দুইটি খেলার ফল আমাদের পক্ষে গেলেই ফুটবলাররা ভালো খেলতে শুরু করবে। এই সপ্তাহেই ঘরের মাঠে দুইটি ম্যাচ খেলব আমরা। সেক্ষেত্রে প্রথম ছয়ে থাকা সমস্যা হবে না বলে আমার মনে হয়।' কলকাতার অন্য দল মোহনবাগান যখন আইএসএলে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে রেকর্ড গড়ে ফেলেছে তখন ইস্টবেঙ্গলের টানা তিন ম্যাচে হার তাদের বেকায়দায় ফেলেছে। যদিও এরপরেও কোয়াদ্রাত মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে চিমটি কাটলেন কলকাতা লিগের ডার্বি ম্যাচ না খেলার জন্য, 'এসব জিনিস ইউরোপে হয় না। কারণ আমরা ফুটবলের উন্নতি চাই। অথচ এখানে খুব অদ্ভুত গর্ববোধ নিয়ে লোকজন চলে। আমাদের কাছে একবার হেরেছে বলে আর একবার হারের ঝুঁকি নিতে চাইল না মোহনবাগান।' বলেই সটান হাঁটা দেন সাজঘরের দিকে।

নাওরেম মহেশ সিংকে কোলে তুলে রসিকতা জাভিয়ের সিভেরিও ও হিজাজি মাহেরের। রবিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গলের সমস্যা নিশ্চিতভাবেই তাদের স্ট্রাইকিং লাইন। বিশেষ করে জাভিয়ের সিভেরিও এখনও পর্যন্ত তাঁর গোলের বুট সম্ভবত খুঁজেই পাননি। একা ক্লেইটন সিলভা টানতে পারছেন না এই বয়সে এসে। ভরসা বলতে নাওরেম মহেশ সিং। ডুরান্ড কাপের প্রথম ডার্বিতে গোল করার পর থেকে অফ ফর্মে নন্দকুমার শেখরও। সবমিলিয়ে গোল করার লোকের অভাবের সঙ্গে যোগ হয়েছে জর্ডন এলসে চলে যাওয়ার পর ম্যাচের শেষদিকে গোল খাওয়ার অভ্যাস। লুকাস পারদো একেবারেই দাগ কাটতে পারছেন না। তুলনায় ভালো পরে আসা হিজাজি মাহের। এই অভ্যাসটা যে বদলাতে হবে সেই কথা মেনে নিয়ে কোয়াদ্রাতের মন্তব্য, 'হ্যাঁ, এটা একটা সমস্যা বটে! ডিফেন্সকে আরও সংগঠিত হতে হবে। অনেক ভুলত্রুটি শোধরাতে হবে দলের খেলায় উন্নতি করতে হলে।' হায়দরাবাদ এফসি–র বিরুদ্ধে জয়ের পর আইএসএলে কোনও জয় নেই ইস্টবেঙ্গলের। নিশ্চিতভাবেই এটা নিয়ে ভাবছেন কোয়াদ্রাত।

প্রতিপক্ষ নর্থইস্টের কাছে এটা অবশ্য বদলার ম্যাচ। ডুরান্ডের সেমিফাইনালে তাঁদের জোর করে হারানো হয়েছে, সরাসরি না বললেও এমন ইঙ্গিতই করে গিয়েছিলেন বেনালি। স্বাভাবিকভাবেই নিজের মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই ম্যাচটাই বেছে নিতে চাইবেন হাইল্যান্ডারদের স্প্যানিশ কোচ। গত মরশুমে ২০ ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটা ম্যাচ জেতা নর্থইস্ট এবার প্রথম ছয়ে জায়গা করে নিতে পেরেছে আপাতত। নিজেদের শেষ ২০টা অ্যাওয়ে ম্যাচ না জেতার লজ্জার রেকর্ডেরও বদল চাইবেন নর্থইস্টের কোচ–ফুটবলাররা।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেড
স্থান ঃ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সময় ঃ রাত ৮টা
সম্প্রচার ঃ স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

স্যান্ডপেপার গেট স্মৃতি উসকে প্রশ্ন জনসনের

ওয়ার্নারের জন্য কেন বিদায়ি টেস্ট

মেলবোর্ন, ৩ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে সাদা পোশাকের ক্রিকেট থেকে অবসরের ইঙ্গিত চলতি বছরের অ্যাসেজের পরই দিয়েছিলেন তিনি। ডেভিড ওয়ার্নারের সেই ইচ্ছা সম্ভবত দিনের আলো দেখতে চলেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পারথে প্রথম টেস্টের জন্য ওয়ার্নারকে রেখেই ১৪ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বিশাল কোনও অঘটন না ঘটলে মেলবোর্ন ও সিডনি টেস্ট খেলেই ক্রিকেটের কুলীনতম ফর্ম্যাটকে গুডবাই জানাতে পারবেন ওয়ার্নার।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ওয়ার্নারের জন্য বিদায়মঞ্চ সাজিয়ে দেওয়ায় অবশ্য বেজায় চটলেন প্রাক্তন অজি পেসার মিচেল জনসন। ২০১৮ সালে কুখ্যাত 'স্যান্ডপেপার গেট' কাণ্ডের অন্যতম ছিলেন ওয়ার্নার। পাঁচ বছর আগের সেই ঘটনা এদিন টেনে এনেছেন জনসন। তাঁর মতে, একজন প্রতারক বিদায়ি টেস্ট সিরিজ পাওয়ার যোগ্যই না।

জনসন বলেছেন, 'কেন ওয়ার্নারের বিদায়ি টেস্ট খেলার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমরা এখন ওয়ার্নারের বিদায়ি টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু কেন? ফর্মের সঙ্গে লড়াই করা একজন ওপেনার কী করে নিজের অবসরের তারিখ ঠিক করার সুযোগ পায়? অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত থাকা একজনকে কেনই বা আমরা নায়কোচিত বিদায় দিচ্ছি?'

টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন ডেভিড ওয়ার্নার।

ওয়ার্নারের প্রাক্তন সতীর্থ যেন থামতেই চাইছিলেন না। জনসন আরও বলেছেন, 'স্যান্ডপেপার গেট কাণ্ডের জন্য ওয়ার্নার কোনওদিন ক্ষমা চায়নি। যদিও ওয়ার্নার একা স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিন্তু তখন ও দলের অন্যতম সিনিয়ার ছিল। এমন একজন, যে নেতা হিসেব নিজের ক্ষমতা দেখাতে পছন্দ করত। এখন ওয়ার্নার এমনভাবে অবসর নিচ্ছে, যেটা আমাদের দেশের প্রতি একইরকম ঔদ্ধত্য ও অসম্মান প্রদর্শন। ওয়ার্নারের জন্য বিদায়ি সিরিজে দর্শকরা কী নিয়ে আসবে? স্যান্ডপেপার?'

জুলাইয়ে অ্যাসেজের শেষ ম্যাচের প্রথম একাদশের ১০ জনই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম টেস্টে জায়গা পেয়েছেন। কাফ মাসলের চোট সারিয়ে টড মার্ফির বদলে ফিরেছেন তারকা অফস্পিনার নাথান লায়োন। দ্বিতীয় বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন ক্যামেরন গ্রিন। পেস বিভাগে অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের সঙ্গে তাঁর দুই 'পার্টনার ইন ক্রাইম' মিচেল স্টার্ক ও জোশ হ্যাজেলউডের পাশাপাশি স্কট বোল্যান্ড জায়গা ধরে রেখেছেন। উঠতি পেসার ল্যান্স মরিসকেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড ঃ প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথ, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি, নাথান লায়োন, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, স্কট বোল্যান্ড ও ল্যান্স মরিস।

সলমনের নাম প্রত্যাহার পাক বোর্ডের

লাহোর, ৩ ডিসেম্বর : শুক্রবার পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজের পরামর্শদাতা হিসেবে প্রাক্তন ওপেনার সলমন বাটকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু একদিন পরেই তাঁর নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন। স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত বাটকে কামরান আকমল ও রাও ইফতিকার আলমের সঙ্গে ওয়াহাব রিয়াজের পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এরা আগামী নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য দল নির্বাচনে রিয়াজকে পরামর্শ দেবেন বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু এই উপদেষ্টা কমিটিতে বাটের নাম দেখে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে পিসিবি। তাই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বাটের নাম প্রত্যাহার করা হচ্ছে বলে জানান রিয়াজ। পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই বাটের বিকল্প ঘোষণা করা হবে। আসাদ শফিককে ওই পদে আনা হতে পারে। তবে সলমন বাটের নাম প্রত্যাহারের পিছনে মহম্মদ হাফিজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি পাকিস্তান বোর্ডের কর্তাদের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার দাবিও জানিয়েছিলেন। শুধু হাফিজ নয়, মিডিয়া ও প্রাক্তন ক্রিকেটারদের চাপে বোর্ড বাধ্য বাটের নাম প্রত্যাহার করতে।

জয়ে ফিরল চেলসি

হার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মুখ থুবড়ে পড়ল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ৫৫ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে ঘরের মাঠে ৩ পয়েন্ট তুলে নেয় নিউক্যাসল। যদিও প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারতেন এডি হাউয়ের ছেলেরা। অন্যদিকে মরশুমের শুরুটা ভালো করেও হঠাৎ করেই যেন কিছুটা ছন্দহীন হয়ে পড়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। এদিন দলের অন্যতম ভরসা মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের সাদামাঠা পারফরমেন্স দেখে হতাশ ম্যাঞ্চেস্টারের সমর্থকরা। যদিও কোচ এরিক টেন হ্যাগ জানিয়েছেন, তিনি র‍্যাশফোর্ডের সঙ্গে তাঁর পারফরমেন্স নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই সপ্তাহ আমাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিল। নিউক্যাসলকে বাহবা দিতে হয়। তারা আমাদের থেকে ভালো খেলেছে।'

প্রিমিয়ার লিগে ২ ম্যাচ পর জয়ের মুখ দেখল চেলসি। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে ৩–২ গোলে তারা হারিয়ে দিল। কোনর গ্যালাঘার বিরতির আগেই লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যান। এনজো ফার্নান্ডেজ জোড়া গোল করেন। চেলসির অন্য গোলটি লেভি কলউইলের। ব্রাইটনের দুই গোলস্কোরার ফাকুন্দো বোয়ানানোতে ও জোয়াও পেড্রো। জয় পেয়েছে লিভারপুলও। ঘরের মাঠে ফুলহ্যামকে ৪–৩ গোলে তারা হারিয়েছে। লিভারপুলের অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, ওয়াতারু এনডো ও ট্রেন্ট আলেকজান্ডার–আর্নল্ড গোল করেন। অন্য গোলটি আত্মঘাতী।

চাপ নিয়েও ফুটবলাররা জয় এনে দেওয়ায় খুশি ফেরান্দো

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : এএফসি কাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর তাঁর দল যে মানসিক চাপে ছিল, এই কথা ম্যাচের পর স্বীকার করে নিলেন হুয়ান ফেরান্দো। হায়দরাবাদ এফসি–র বিরুদ্ধে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারায় যেন এক স্বস্তির হাওয়া সবুজ–মেরুন শিবিরে। দলের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলা চোট–আঘাতের সমস্যা, সদ্য এএফসি কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার ফলে ফুটবলাররা যে মানসিকভাবে খুব ভালো জায়গায় ছিলেন না, সেই কথা ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করে নেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের স্প্যানিশ কোচ। এরকম এক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিন পয়েন্ট পাওয়ায় তিনি যে খুশি, সেটা আর গোপন করেননি ফেরান্দো, 'আজ আমাদের কাছে ম্যাচটা অসম্ভব কঠিন ছিল। হায়দরাবাদ গত কয়েকটা ম্যাচে বেশ উন্নতি করেছে। এটা ওদের হোম ম্যাচ ছিল। প্রথমার্ধে জায়গা তৈরি করাই যাচ্ছিল না। কিন্তু বিরতির পর আমরা সেটা পেরেছি এবং জিতেছি। তাই আমি খুব খুশি।' রক্ষণের দুই প্রহরী ব্রেন্ডান হামিল ও আশিস রাইয়ের জোড়া গোলে জয়। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে রেকর্ড। বেঙ্গালুরু এফসি–র করা পাঁচ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট পাওয়ার নজিরকে টপকে মোহনবাগান এখন ১৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। টানা পাঁচ ম্যাচে জয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রথম পাঁচ ম্যাচ জেতা খুব সোজা ব্যাপার নয়। ফুটবলাররা ভালো খেলেছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমি খুশি যে ছেলেদের মধ্যে জয়ের খিদেটা আছে। ওরা সবসময় নাছোড় মনোভাব নিয়ে মাঠে নামছে। এইভাবেই এগোতে হবে। আশা করি সেটা পারব আমরা।'

ফুটবলাররা যে এএফসি কাপের ব্যর্থতা থেকে ফোকাস সরাতে পেরেছেন, এতেও খুশি ফেরান্দো, 'আমার কাছে ফুটবলারদের প্রতিক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। গত সোমবার একটা হতাশাজনক হারের পর শনিবার আমাদের পক্ষে পরিস্থিতিটা কঠিন ছিল। প্রথমার্ধে আমরা ভালো খেলতে না পারলেও কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে যথেষ্ট ভালো খেলেছে আমার দল। ফোকাস ধরে রাখার ফল ছেলেরা পেল।' দল জয় পেলেও স্ট্রাইকিং লাইনকে নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। জেসন কামিংসকে নিয়ে বাড়তি কোনও ভাবনাই ভাবতে হয়নি হায়দরাবাদকে। সমর্থকরা রীতিমতো হতাশ। ৬৪ মিনিট মাঠে থেকে একবারও বলার মতো কোনও আক্রমণে শামিল ছিলেন না অজি বিশ্বকাপার। ফেরান্দো অবশ্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, 'জেসন তো ভালোই খেলেছে। গত ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট এবং হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৬৪ মিনিট খেলেছে। ক্লান্তি থাকা স্বাভাবিক। তবু যথেষ্ট ভালোই খেলেছে। কে গোল করছে সেটা বড় কথা নয়। কখনও কিয়ান নাসিরি, কোনও সময়ে সাহাল আব্দুল সামাদ, আবার কখনও ব্রেন্ডান গোল করবে। কিন্তু ভালো–খারাপ, সবকিছুতেই দলের সবার অবদান থাকে।'

৮৫ মিনিট অপেক্ষার পর ব্রেন্ডান হামিলের গোলে স্বস্তি ফেরে সবুজ–মেরুন শিবিরে। তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাস দীপক টাংরি–সুহেল আহমেদ ভাটদের। ভুবনেশ্বরে হায়দরাবাদ এফসি–র ম্যাচে।

> **জেসন তো ভালোই খেলেছে। গত ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট এবং হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৬৪ মিনিট খেলেছে। ক্লান্তি থাকা স্বাভাবিক। কে গোল করছে সেটা বড় কথা নয়। কখনও কিয়ান নাসিরি, কোনও সময়ে সাহাল, আবার কখনও ব্রেন্ডান গোল করবে। কিন্তু ভালো–খারাপ, সবকিছুতেই দলের সবার অবদান থাকে।**
>
> –হুয়ান ফেরান্দো

টানা জয়ের মধ্যেও ফুটবলারদের চোট–আঘাতের কালো ছায়া নিয়ে আশঙ্কা থাকছেই। কবে চোট পাওয়া ফুটবলাররা ফিরতে পারেন, জানতে চাইলে ফেরান্দোর মন্তব্য, 'পেশির চোটে কিছু বলা যায় না। দিমিত্রিস পেত্রাতোস আর মনবীর সিংয়ের ব্যাপারটা আমাদের মেডিকেল স্টাফরা দেখছেন। মনবীর জাতীয় শিবির থেকে চোট নিয়ে ফিরেছে। খুব গুরুতর ওর চোট না হলেও তাড়াহুড়ো না করাই ভালো। আর দিমিরও অনেকদিন হল চোটটা। তবে আনোয়ার আলি আর আশিক কুরুনিয়ানের পক্ষে দ্রুত মাঠে ফেরা কঠিন।' আশিকের মতোই আনোয়ারও গোটা মরশুমের জন্য ছিটকে গেলে, অবশ্য এই জয়ের আনন্দ অনেকটা ম্লান হয়ে যাবে।

ঝামেলায় জড়ালেন দুই কোচ

পাঁচে পাঁচ মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব– ২ (কাসিমভ, হার্নান্ডেজ)
শ্রীনিধি ডেকান এফসি – ১ (পেনাল্টি –অলিভেইরা)

সায়ন গুপ্ত

নৈহাটি, ৩ ডিসেম্বর : ঘরে হোক কিংবা বাইরে, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দাপট অব্যাহত। আই লিগের ফার্স্ট বয় শ্রীনিধি ডেকান এফসি–কে ২–১ গোলে হারিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতল সাদা–কালো ব্রিগেড। সেইসঙ্গে ৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে এল আন্দ্রেই চেরনিশভের দল।

শনিবারই অ্যালেক্সিস গোমেজ ও মিরজালোল কাসিমভের নির্বাসন তুলে নিয়েছিল এআইএফএফ। কিন্তু সেই খবর প্রকাশ্যে না এনে ক্লাব অফিশিয়ালদের বিপক্ষকে চমকে দেওয়ার পরিকল্পনা সফল। ৩৭ মিনিটে এই দুই বিদেশির যুগলবন্দিতেই এগিয়ে যায় ব্ল্যাক প্যান্থার্স। মাঝমাঠে নিজেদের মধ্যে পাস খেলে আক্রমণে তুলে আনেন তাঁরা। তারপর একক দক্ষতায় দুইজনকে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোড়ালো শটে গোল কাসিমভের। তবে এর আগে বল দখলে রাখতে রীতিমতো বেগ পাচ্ছিল চেরনিশভের ছেলেরা।

৩৪ মিনিটে শ্রীনিধির গোলরক্ষক অ্যালবিনো গোমেজ রুখে না দাঁড়ালে তখনই এগিয়ে যেত মহমেডান। বক্সের ঠিক বাইরে থেকে অ্যালেক্সিসের নেওয়া ফ্রি–কিক মানবপ্রাচীরে লেগে দিক পরিবর্তন করে গোলে ঢোকার মুখে বাঁচান এই গোয়ানিজ। ৬০ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে জুইডিকার ঠিকানা লেখা ক্রস থেকে হেডে ব্যবধান বাড়ান এডি হার্নান্ডেজ। ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে উইলিয়াম অলিভেইরা ব্যবধান কমাতেই ম্যাচে উত্তেজনা বাড়ে। ম্যাচ শেষে বিপক্ষের কোচ কার্লোস পিন্টোর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান চেরনিশভ। বিতর্কিত ভঙ্গিও করেন দুজনেই। তাঁদের শান্ত করতে রীতিমতো হিমসিম খান ম্যাচ পরিচালনকারীরা। এর জন্য তাদের কোনও শাস্তি হয় কিনা সেটাই দেখার।

প্যারিস ভ্রমণে রবীন্দ্র জাদেজা।

ভরসা জোগাচ্ছেন রডরিগো

রিয়ালের জয়ে নায়ক ব্রাহিম

মাদ্রিদ, ৩ ডিসেম্বর : দলের প্রাথমিক এগারোর মধ্যে ৮ জনই বাইরে রয়েছেন। যদিও এতে কোনও প্রভাব পড়ছে না রিয়াল মাদ্রিদের পারফরমেন্সে। শনিবার লা লিগার ম্যাচে গ্রানাডাকে ২–০ গোলে সহজেই হারিয়ে লিগ শীর্ষে লস ব্লাঙ্কোসরা। ম্যাচের শুরু থেকেই সময় ভালো কাটেনি রেলিগেশনের মুখে থাকা গ্রানাডার। রিয়ালের খেলোয়াড়দের থেকে বলই দখল করতে পারছিলেন না তাঁরা। এরই মাঝে ২৯ মিনিটে অভিজ্ঞ টনি ক্রুজের মাপা ক্রসে বল জালে পাঠান ব্রাহিম দিয়াজ। জার্মান স্নাইপার নামে খ্যাত ক্রুজ তাঁর এই নামকরণের সার্থকতা প্রমাণ করলেন। তাই তাঁকে সম্মান জানিয়ে নিজের গোলটি সেলিব্রেট করলেন ম্যাচের সেরা ব্রাহিম। দলের অধিকাংশ তারকা বাইরে থাকায় এদিন দলের গোল করার দায়িত্ব ছিল দুরন্ত ছন্দে থাকা জুডে বেলিংহাম ও রডরিগোর ওপর। তাই রিয়ালকে দ্বিতীয় গোল এনে দেয় এই জুটি। ৫৭ মিনিটে ব্রাহিমের পাঠানো বলে শট নেন বেলিংহাম। গোলকিপার আন্দ্রে ফেরেইরা তা সেভ করে দেন। যদিও জায়গায় থাকা রডরিগো সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাদ্রিদের জয় নিশ্চিত করেন। চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের অনুপস্থিতিতে একপ্রকার জ্বলে উঠেছেন রডরিগো। লস ব্লাঙ্কোসের হয়ে শেষ ৫ ম্যাচে ৭টি গোল ও ৪টি অ্যাসিস্টে দলকে ভরসা জোগাচ্ছেন তিনি।

রাহানেরা চিরকাল খেলবে না : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : প্রত্যাবর্তন করছেন। আবার বাদও পড়ছেন! ভারতীয় ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালে এমন নজির রয়েছে কোন ক্রিকেটারদের?

কোনও কুইজ প্রতিযোগিতায় এমন প্রশ্ন করা হলে যে কোনও ক্রিকেটপ্রেমী দ্রুত জবাবে বলবেন, আজিঙ্কা রাহানে ও চেতেশ্বর পূজারার নাম। দুজনই যথেষ্ট অভিজ্ঞ। দক্ষও। কিন্তু তারপরও টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট স্কোয়াডে এখন আর নিয়মিত নন।

আজ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টি২০ সিরিজ শেষের পরই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে রওনা হয়ে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। শুরুতে টি২০ ও ওয়ান ডে রয়েছে। সিরিজের শেষে রয়েছে জোড়া টেস্ট। সেই টেস্টের জন্য ভারতীয় দল ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। স্কোয়াডে নাম নেই রাহানে–পূজারার। বদলে রুতুরাজ গায়কোয়াড, যশস্বী জয়সওয়ালের নাম রয়েছে। সোজাকথায়, আগামীর লক্ষ্যে তারুণ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি। তাই প্রশ্ন উঠেছে, রাহানে–পূজারারা কি তাঁদের কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলে ফেলেছেন? আপাতত স্পষ্ট জবাব নেই কোথাও। কিন্তু জল্পনাটা চলছে। তার মধ্যে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় রাহানেদের নিয়ে জল্পনা আরও উসকে দিয়েছেন। এক অনুষ্ঠানে মহারাজ রাহানে–পূজারাদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের স্কোয়াডে না থাকা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কেউ চিরকাল তো খেলবে না। সবাইকেই থামতে হবে।'

আকাশ–শাকিরের দাপটে অনায়াস জয় বাংলা দলের

গোয়া–১০৬ বাংলা–১১১/২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বল হাতে ভাঙলেন আকাশ দীপ। ব্যাট হাতে বাংলার জয় নিশ্চিত করলেন ওপেনার শাকির হাবিব গান্ধি।

নিট ফল, চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গোয়াকে ৮ উইকেটে উড়িয়ে দিল বাংলা। নকআউট পর্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলা এখন গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আজ মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে টসে জিতে বাংলা অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি (অপরাজিত ১৫) গোয়াকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন। সকালের দিকে উইকেটের আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে বল হাতে শুরু থেকেই ম্যাজিক দেখালেন বাংলার দুই জোরে বোলার আকাশ (৬/৩) ও মহম্মদ কাইফ (৩৯/৩)। তাঁদের পেস, গতি, সুইংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে গোয়ার ব্যাটিং। মাত্র ২৮.৪ ওভারে ১০৬ রানে শেষ হয়ে যায় গোয়া। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সিনিয়ার স্তরে প্রথমবার বাংলার হয়ে অভিমন্যু ঈশ্বরণের অনুপস্থিতিতে ওপেন করতে নেমে দলকে ভরসা দিলেন শাকির (৪৮)। অন্য ওপেনার অভিষেক পোড়েলকে (২০) সঙ্গে নিয়ে ওপেনিং জুটিতে ৫৭ রান যোগ করে শাকির আজ অভিমন্যুর অনুপস্থিতি টের পেতে দেননি। সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে মোবাইলে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'গত কয়েক বছর ধরেই শাকির–কাইফ–আকাশদের মতো তরুণরা ধারাবাহিকভাবে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করছে। গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচেও আজ সেটাই হল।' পঞ্জাবের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার গ্রুপের শেষ ম্যাচ বাংলার। সেই ম্যাচে জিততে পারলেই নকআউট পর্ব কার্যত নিশ্চিত বাংলা দলের। যদিও কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য বেশ সাবধানী। তাঁর কথায়, 'পথ চলার এখনও অনেক বাকি।' এমন সাবধানী মানসিকতার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। ওপেনার অভিমন্যু ইতিমধ্যেই চোটের কারণে বিজয় হাজারে ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাছাড়া ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও যাওয়ার কথা। জোরে বোলার আকাশকেও পরশু পঞ্জাব ম্যাচের পরই ছাড়তে হচ্ছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টকে। আকাশও ভারতীয় 'এ' স্কোয়াডে রয়েছেন। যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে। ফলে বিজয় হাজারেতে বাংলা নকআউট পর্ব নিশ্চিত করতে পারলেও আকাশ–অভিমন্যুর শূন্যস্থান পূরণের কাজটা সহজ হবে না। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'বাকি যারা রয়েছে, তাদের দিয়েই কাজ করতে হবে। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন ও লক্ষ্য সবারই থাকে। আমরা অবশ্যই আকাশ–অভিমন্যুকে মিস করব। কিন্তু বাকিদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।'

ব্যর্থ অর্জুন তেন্ডুলকার

এদিকে, আজ বাংলার বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্যাটে–বলে হতাশ করেছেন কিংবদন্তি শচীনের পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকার। নয় নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শূন্য রানে করণ লালের বলে তিনি আউট হয়ে যান। পরে বল হাতে ৭.৩ ওভারে ৪৬ রান দিয়ে একটি উইকেট পেলেও প্রভাব বিস্তারে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ব্যাটিং ভরাডুবির মাঝে লড়াই শ্রেয়সের

ভারত–১৬০/৮
অস্ট্রেলিয়া–১৫৪/৮
(ভারত সিরিজ জিতল ৪–১ ফলে)

বেঙ্গালুরু, ৩ ডিসেম্বর : গত কয়েকদিন ধরে শীতের আমেজ গার্ডেন সিটিতেও। নিম্নমুখী পারদে বন্ধুত্বের হাতছানি। গতকাল থেকে আবার আকাশের মুখ ভার। ভারত–অজি টি২০ টক্কর নিয়ে আশঙ্কার মেঘ।

ম্যাচ শুরুর আগে ভিজল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। দিনভর থেকে হালকা বৃষ্টি। সন্ধের চিন্নাস্বামীর ছবিটাও মোটামুটি এক। পিচ, আউটফিল্ডের অনেকটা অংশ কভারে ঢাকা। খেলা শুরু নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যে প্রসন্ন বরুণদেব।

বৃষ্টি থেমে সঠিক সময়ে টস এবং ফের কয়েনযুদ্ধে হেরে ভারতের প্রথমে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ। গত কয়েক ম্যাচের ভাঙা রেকর্ড ফের সূর্যকুমার যাদবের গলায়, 'প্রথমে বোলিং করতে চেয়েছিলাম। সিরিজ জয় সম্পন্ন হলেও ভাবনায় কোনও বদল হবে না।' সাফল্যের তাগিদ নিয়েই মাঠে নামার আত্মবিশ্বাস।

টসের সময় সূর্যকে যতটা আত্মবিশ্বাসী দেখাল, বাইশ গজে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের হাল ঠিক উলটো। পিচ রিপোর্টে ম্যাথু হেডেনরা জানান, দুইশো প্লাস উইকেট। চিন্নাস্বামীর রীতিমাফিক হাইস্কোরিং ম্যাচের হাতছানি। যদিও শুরু থেকে আকাশের মতো ভারতীয় শিবিরেও কালো মেঘের আনাগোনা।

নতুন বলে পাওয়ার প্লে–তে কীরকম বোলিং হওয়া উচিত, চলতি সিরিজে সেই ক্লাসই হাতেকলমে করে দেখাচ্ছেন জেসন বেহরেনডর্ফ। এদিনও যা জারি। সংগতে অ্যারন হার্ডি, নাথান এলিসরাও। ত্রয়ীর পেস–সুইংয়ে প্রথম থেকেই বোতলবন্দি ভারত। চাপটা আলগা হতে দেননি লেগস্পিনার তনভীর সাঙ্ঘা।

নিটফল, সারাক্ষণই গতিমন্থরায় ভুগল ভারতীয় ইনিংস। শ্রেয়স আইয়ারের অর্ধশতরানের সৌজন্যে টেনেটুনে দেড়শো পার (১৬০/৮)। টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে শেষদিকে

অর্ধশতরানের পথে শ্রেয়স আইয়ার। বেঙ্গালুরুতে রবিবার।

মুকেশ, বিষ্ণোইয়ের দাপটে জয় দিয়ে সিরিজ শেষ

জিতেশ শর্মা (২৪), অক্ষর প্যাটেলরা (৩১) কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালালেন। বাকি ছবিটা ভুলেভরা। ফলস্বরূপ, গত ম্যাচে ১৭৪ রান নিয়ে ম্যাচ জেতানো ভারতীয় বোলারদের সামনে আজ ১৬০ রানের পুঁজি।

জবাবে ট্রাভিস হেড (১৮ বলে ২৮) ঝড়ের গতিতে শুরু করেন। অর্শদীপ সিংয়ের (৪০/২) প্রথম তিন বল বাউন্ডারিতে ছিটকে দেন। ঝড়টা আটকান রবি বিষ্ণোই (২৯/২)। গুগলি পড়তে না পারার খেসারত দেন হেড। হার্ডিও (৬) বিষ্ণোইয়ের স্পিনের শিকার। তবে জোশ ফিলিপ্পেকে (৪) আউট করে প্রথম আঘাত হানেন মুকেশ কুমারের (৩২/৩)। শুরুতে উইকেট হারালেও লড়াই ছাড়েননি বেন ম্যাকডারমট (৩৬ বলে ৫৪)। ছোট ছোট ইনিংসে তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার কাজটা করেন টিম ডেভিড (১৭) ও ম্যাথু শর্ট (১৬)। ডেভিডের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে ম্যাকডারমটের ৬১ রানের পার্টনারশিপে ম্যাচে প্রবলভাবে ফিরে এসেছিল অস্ট্রেলিয়া। ১৭ নম্বর ওভারে মুকেশের জোড়া শিকার ম্যাচের মোমেন্টাম ভারতের দিকে আনলেও পরের ওভারে আবেশ খানকে বাউন্ডারির হ্যাটট্রিকে রানরেট নাগালের মধ্যে নিয়ে আসেন ম্যাথু ওয়েড (২২)। তারপরও শেষরক্ষা করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ৮ উইকেটে তারা ১৫৪ রানে আটকে যায়। ভারত সিরিজ জিতল ৪–১ ব্যবধানে।

বৃষ্টিভেজা চিন্নাস্বামী। মেঘলা আকাশ। নতুন বলে পেসারদের জন্য আদর্শ পরিস্থিতি। যশস্বী জয়সওয়ালের অন্যরকম কিছু করে দেখানো চেষ্টাটা আশা দেখাচ্ছিল। যদিও ইনিংসকে লম্বা করতে না পারার বদভ্যাসে এদিনও একুশেই আটকে যান। আগের দুই বলে ১০ রান নিয়েছিলেন। ফের বিগহিট নিতে গিয়ে মিসটাইম পুল শটে ক্যাচ দিয়ে বসেন।

পিছু পিছু ফেরেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১০), সূর্যকুমার (৫), রিঙ্কু সিংরাও (৬)। চলতি সিরিজে রুতুর দায়িত্বটা অ্যাঙ্করের। শুরুতে গুটিয়ে রেখে পরে হাত খোলার স্ট্র্যাটেজি। যদিও আজ খোলস ছেড়ে বেরোনোর আগেই বেন ডোয়ারহুসের শিকার। ক্রিজে সূর্য। দ্বিতীয় বলেই ক্যাচ দিয়ে বেঁচেও যান। কিন্তু সুযোগ নিতে ব্যর্থ। কয়েক বল হাতে ডোয়ারহুসের বলে ক্যাচ ধরে আগের ভুল শুধরে নেন বেন ম্যাকডারমট।

৪৬/৩। সপ্তম ওভারে ক্রিজে রিঙ্কু। হাতে লম্বা সময়। দল কঠিন পরিস্থিতিতে। চাপ যত বেশি রিঙ্কুর ব্যাট তত চওড়া, আজ সেই হিসেবটা মেলেনি। অজি লেগস্পিনার সাঙ্ঘার বাইরের বল স্লগ–সুইপ করতে গিয়ে হাওয়ায় বল। শরীর ছুড়ে দারুণ ক্যাচ নেন ডেভিড।

বড় স্কোরের সম্ভাবনায় জল ঢেলে ফেরা ভারতীয় দলের নতুন 'ফিনিশার' রিঙ্কুর। বাকি সময়ে জিতেশ, অক্ষরদের নিয়ে শ্রেয়সের প্রচেষ্টা। চতুর্থ ম্যাচে রান পাননি। আজ ভারতের ১৬০ স্কোরে পৌঁছোনোর পিছনে শ্রেয়সের ৫৩ রানের ইনিংস। গত ম্যাচে বল হাতে ম্যাচ জেতানো অক্ষর আজ মূল্যবান ৩১ করে যান। বেহরেনডর্ফ ও ডোয়ারহুস দুইটি করে উইকেট নেন। এলিস, সাঙ্ঘার পকেটে একটি করে শিকার। আসন্ন আইপিএল নিলামে এলিস, সাঙ্ঘাদের দিকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির বাড়তি আগ্রহ থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

কোচহীন জিতেশের 'আইডল' সূর্যকুমার

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ইউটিউব দেখে ক্রিকেটের 'অ আ ক খ' রপ্ত করেছেন।

কেরিয়ারের বেশিরভাগ সময় কোচহীন। কিন্তু ক্রিকেটার হয়ে ওঠার নেশা আজ সেই জিতেশ শর্মাকে পৌঁছে দিয়েছে ভারতীয় দলের অন্দরমহলে। ক্রমে জায়গা করে নিয়েছেন হাজারো, লাখো ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীর মনেও।

ভয়ডরহীন ক্রিকেট। ব্যাট হাতে ঝুঁকির রাস্তায় হাঁটা। ঝুঁকির খেসারতে বারবার বিদর্ভ রনজি ট্রফি দল থেকে বাদও পড়েছেন। আবার ফিরেও এসেছেন। সেই জিতেশই আপাতত ভারতীয় দলে বিদর্ভের মুখ। রায়পুরে অজি–বধে রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে জিতেশের যুগলবন্দি, ব্যাটিং সমান প্রশংসিত।

বিদর্ভের প্রাক্তন অধিনায়ক রণজিৎ পারদকার বলছিলেন, এশিয়ান গেমসের আগে জিতেশের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কথা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শট নিয়ে পরীক্ষা। যার মধ্যে আবার সূর্যকুমার যাদবের ছায়া! ভারতীয় 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি'–র ব্যাটিংয়ের বড় ভক্ত জিতেশ। সতীর্থ পারদকারের কথায়, 'নিজের ব্যাটিংয়ের চেয়েও সূর্যের ব্যাটিং বেশি দেখে। এশিয়ান গেমসের আগে তো সারাক্ষণ সূর্যের মতো স্কোয়ার লেগ, ফাইন লেগের ওপর দিয়ে শট খেলার জন্য অনুশীলন চালিয়ে গেল।'

কয়েকদিন আগে জিতেশও স্বীকার করেছেন, সূর্যকে তিনি অনুসরণ করেন। সূর্যের মতো স্কিল হয়তো তাঁর নেই। তবে দেখে দেখেই যতটা সম্ভব শেখার চেষ্টা। ব্যাট হাতে বোলারদের ওপর কীভাবে রাজত্ব চালায় সূর্য, সেটা নজর করেন। স্কিলে তফাৎ হলেও নিজেকেও ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটার হিসেবেই গড়ে তুলতে চান।

২০১৭ সালের আইপিএল জয়ী মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে ছিলেন। কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ অবশ্য পাননি। সবকিছু বদলে যায় পাঞ্জাব কিংসে যোগ দিয়ে। লোয়ার–মিডল অর্ডারে নেমে ১২ ম্যাচে ১৬৩ স্ট্রাইক রেটে ২৩৪ রান করেন ২০২২ সালে। গত বছর ৩০৯ রান। ভারতের হয়েই সেই ধারা অব্যাহত রাখার লড়াই জারি।

কিংস ইলেভেনের অন্যতম কোচ সুনীল যোশীর কথায়, 'ওর ভূমিকা কী হবে দল তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। তারই প্রতিফলন ঘটাচ্ছে জিতেশ। প্রথম বল হোক বা শেষ, যে কোনও পরিস্থিতির জন্য সবসময় তৈরি থাকে। রিঙ্কু উত্তরপ্রদেশ, কেকেআরের হয়ে যে দায়িত্ব সামলায়, আমাদের কাছে জিতেশের ভূমিকা ঠিক সেটাই।'

জিতেশের আরেক রনজি দলের অধিনায়ক ফৈয়জ ফজল যেমন বলেছেন, 'জুনিয়ার পর্যায় থেকে ওকে দেখছি। বড় রান করাটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিল। কিন্তু সিনিয়ার পর্যায়ে প্রভাব ফেলতে পারছিল না। টেকনিকাল

ক্রিকেট রপ্ত করেছেন ইউটিউব দেখে

সমস্যা নাকি মানসিক, বুঝতে পারতাম না। শেষপর্যন্ত প্রতিভার জয়। ইচ্ছেখুশি ছয় মারার ক্ষমতা, দুর্দান্ত উইকেটকিপার–ব্যাটার, সবমিলিয়ে ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার।' পারদকারের মতে, জিতেশ হল মুক্ত পাখি। যাঁকে খাচায় বন্দি করা মুশকিল। একটাই মন্ত্র–আরও রান দরকার। তা করতে হবে দ্রুত।

নিজের ব্যাটিং, প্রস্তুতি নিয়ে স্বয়ং জিতেশের ব্যাখ্যা, 'ম্যাচ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই অনুশীলন করি। ওয়ার্মআপে বিশ্বাসী নই। টার্গেট পরিষ্কার। যদি ২০টা বল খেলি, কত রান করতে হবে, তা সবসময় মাথায় থাকে।'

সবার চোখ খুলে দিয়েছে : নেহেরা

রিঙ্কু আমার মহম্মদ আলি, বলছেন শ্রীসান্ত

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : লড়াই তাঁর রক্তে।

আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নটাকে কখনও হারিয়ে যেতে দেননি। লড়াই এখন দেশের হয়ে। দিনের শেষে বিজয়ীর হাসি তাঁর চোখেমুখে। জীবনযুদ্ধ থেকে রিঙ্কু সিংয়ের শেখা চাপ নেওয়ার ক্ষমতা আজ ভারতীয় দলের সম্পদ।

ব্লু জার্সিতে একের পর সাফল্যে প্রশংসায় ভাসছেন। শান্তাকুমারণ শ্রীসান্ত তো রিঙ্কুর লড়াকু মানসিকতাকে কিংবদন্তি বক্সার মহম্মদ আলির সঙ্গে তুলনা করলেন। প্রাক্তন স্পিডস্টারের কথায়, তাঁর কাছে মহম্মদ আলি হলেন রিঙ্কু। শ্রীসান্তের মতে রিঙ্কুর ভয়ডরহীন মানসিকতা সম্পদ। হৃদয় দিয়ে যেমন খেলে, তেমন মনের কথাটা অনায়াসে বলে দিতে পারে।

শ্রীসান্ত তুলে ধরেন রিঙ্কুর ধারাবাহিক পারফরমেন্সের কথাও। বলেছেন, 'রিঙ্কুর আত্মবিশ্বাস আমার ভালো লাগে। ব্যাট হাতে যখনই যে দলের হয়ে মাঠে নেমেছে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করেছে। ক্লাব ক্রিকেট, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট হোক বা জাতীয় দল, আত্মবিশ্বাসের ঝলক দেখতে পাই ওর ব্যাটিংয়ে।'

বিশ্বকাপের হতাশা ভুলতে ভারতীয় দলের সামনে আরও একটা বিশ্বযুদ্ধের মঞ্চ। শ্রীসান্তের মতে, ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া সবদিক থেকেই ভারতকে ছাপিয়ে গিয়েছে। যোগ্য হিসেবেই জিতেছে। ২৪০–এর জায়গায় অন্তত ২৮০–২৯০ দরকার ছিল। অজি ফিল্ডাররাই ৪০–৫০ রান আটকে দিয়েছিল, যা ব্যবধান গড়ে দেয়।

শ্রীসান্ত মনে করেন, বিশ্বকাপ জয় যে কোনও ক্রিকেটারের কেরিয়ারের মাইলফলক। আক্ষেপ তাই প্রত্যাশিত। শ্রীসান্ত বলেন, 'আমার কেরিয়ারে ২০07 বিশ্বকাপ জয় মাইলফলক। তবে পরবর্তীকালে আমার এবং আমার পরিবারের ওপর দিয়ে (গড়াপেটা বিতর্ক) যে ঝড় বয়ে গিয়েছে, তা বর্ণনা করা মুশকিল। ৩৯–এ কেরলের হয়ে কামব্যাক করাও সহজ ছিল না। তারপরও দলের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ছিলাম।'

আশিস নেহেরা আবার বাস্তববাদী। রিঙ্কুকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হলেও টি২০ বিশ্বকাপ দলে রিঙ্কুকে এখনই নিশ্চিত বলতে নারাজ। আইপিএলজয়ী কোচের যুক্তি, বিশ্বকাপ দলে ঢোকার দৌড়ে রয়েছে।

পঞ্চম টি২০ শুরুর আগে ওয়ার্ম আপে রিঙ্কু সিং ও জিতেশ শর্মা।

তবে এখনও অনেক পরীক্ষা, হার্ডল পেরোতে হবে। কারণ, অনেকেই ওই জায়গাটা পাওয়ার জন্য মরিয়া।

নেহেরা বলেছেন, 'রিঙ্কু শুধু নয়, জিতেশ শর্মা, তিলক ভার্মাও লাইনে রয়েছে। কিন্তু শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়ারা খেলবে। ফলে বাকিরা কে জায়গা পাবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকবে। একটা জিনিস অবশ্য পরিষ্কার, রিঙ্কু সবাইকে বাধ্য করেছে ওর দিকে তাকাতে। সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর এবং আইপিএল। তারপরই ছবিটা পরিষ্কার হবে।'

সেমিতে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : আন্তঃজেলা পুরুষদের টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি বিকাশ। চুঁচুড়ায় রবিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৬৩ রানে জলপাইগুড়ি রাইনোসার্সকে হারিয়েছে। টসে হেরে শিলিগুড়ি ৪ উইকেটে ২২৫ রান তোলে। মিথিলেশ দাস ৬৬ ও দেবজ্যোতি ঘোষ ৫৮ রান করেন। ডোনিল দত্তর অবদান ৫১। ঋষভ বিবেক ২২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে জলপাইগুড়ি ৯ উইকেটে ১৬২ রানে আটকে যায়। ভাস্কর রায় ৫০ ও গোকুল রায় ৪১ রান করেন। ম্যাচের সেরা সোনুকুমার সিং ২২ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন করেন আদিত্য শর্মা (২৩/২)। সোমবার সেমিফাইনালে নদিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে শিলিগুড়ি।

উঠাওনা

জন্ম : ০৮.০৭.১৯৫২ মৃত্যু : ০২.১২.২০২৩

বাবা আপনাকে বারবার প্রণাম
আপনি ছিলেন তখন ঘর স্বর্গ ছিল
এখন আপনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করেন

অতি বেদনার সহিত জানানো যাইতেছে যে আমার পূজনীয় বাবা শ্রী জৈনসুখ বোথরা, ৭২ বছর, পুত্র–স্বঃ দেবচন্দ বোথরা ছাপর, বাবা শ্রী দীপক, মুকেশ বোথরা, বীরপাড়া–শিলিগুড়ি প্রবাসী ছাপর নিবাসী গত তাং ০২.১২.২০২৩ (শনিবার) পরলোকগমন করিয়াছেন।
তাঁহার উঠাওনা তারিখ ০৪.১২.২০২৩ (সোমবার) দুপুর ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত স্থান: জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থ সভা, তেরাপন্থ ভবন, সোমানী মিল কম্পাউন্ডে আয়োজিত হবে।

শোকাকুল :
হুতকমল–শান্তি দেবী বোথরা (ভাই–ভ্রাতৃবধূ), দীপক–ডিম্পল বোথরা, মুকেশ–অনীতা বোথরা (পুত্র–পুত্রবধূ), দেবেন্দ্র, ধর্মেন্দ্র (ভাইপো), গৌতম বোথরা (পৌত্র), লক্ষিতা, লতাশ বোথরা (পৌত্রী), দীপিকা–রাকেশজী সুরানা (কন্যা–জামাতা), অরিহন্ত (দৌহিত্র), সলোনী সুরানা (দৌহিত্রী) এবং সমস্ত বোথরা পরিবার

প্রতিষ্ঠান :
লক্ষ্মী ড্রেসেস, বীরপাড়া, লক্ষ্মী ট্রেডার্স শিলিগুড়ি, বীরপাড়া, দীপক বোথরা এন্ড সন্স, যোগীগুফা, অসম, লক্ষ্মী এনার্জি, মহিপাল, শিলিগুড়ি, লক্ষিতা এনার্জি, জলালপুর, পূর্ণিয়া, লক্ষ্মী এনার্জি, লেকটাউন, শিলিগুড়ি, বোথরা ক্লোথ স্টোর, বীরপাড়া। মো: 98325–08001, 98343–53511

প্রত্যাশা সামলাতে তৈরি ইংল্যান্ড : সাউথগেট

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর : 'ইটস কামিং হোম' প্রতিটি বড় টুর্নামেন্টের শুরুতে এটাই বলতে শোনা যায় ইংল্যান্ড দলকে। সমর্থকদের মধ্যেও তাঁদের নিয়ে প্রত্যাশা অনেক থাকে। যদিও শেষমেশ সাফল্য আসে না তাঁদের। তবে এইবার সমর্থক ও পণ্ডিতদের প্রত্যাশামাফিক পারফর্ম করবে ইংল্যান্ড বলে মনে করছেন কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। শনিবার রাতে ২০২৪ সালের ইউরো কাপ গ্রুপবিন্যাসের পর গ্রুপ 'সি'তে স্থান পেয়েছে ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্যায়ে হ্যারি কেনদের প্রতিপক্ষ ডেনমার্ক, স্লোভেনিয়া ও সার্বিয়া। খুব অঘটন না হলে সহজেই নকআউট পর্বে যাওয়া নিশ্চিত কেনদের। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা ইংল্যান্ডকে প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্সের সঙ্গে ফেভারিট হিসেবে ধরা হচ্ছে। এরই মধ্যে সাউথগেট বলেছেন, 'শেষ ৫বছরে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলে আসছে আমার খেলোয়াড়েরা। আমার মনে হয় তাঁরা এতে অভ্যস্ত। ওদের ওপর প্রত্যাশা রয়েছে সকলের। ওদের সকলেরই একসঙ্গে বা পৃথকভাবে বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তাই আমরা সকলেই টুর্নামেন্টের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।'

দলের সাফল্যের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী সাউথগেট ভরসা রাখছেন অধিনায়ক কেন ও তরুণ মিডফিল্ডার জুডে বেলিংহামের ফর্মের ওপর। তাঁর বক্তব্য, 'ওদের দলে পেয়ে আমরা খুবই খুশি। আমি মনে করি ইংল্যান্ডের এই স্কোয়াড দীর্ঘসময়ের জন্য তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে অনেক প্রতিযোগিতায় তাঁরা আধিপত্য দেখাবে।'

একনজরে গ্রুপবিন্যাস

গ্রুপ 'এ' : জার্মানি, স্কটল্যান্ড, হাঙ্গেরি, সুইৎজারল্যান্ড।
গ্রুপ 'বি' : স্পেন, ক্রোয়েশিয়া, ইতালি, আলবেনিয়া।
গ্রুপ 'সি' : স্লোভেনিয়া, ডেনমার্ক, সার্বিয়া, ইংল্যান্ড।
গ্রুপ 'ডি' : নেদারল্যান্ডস, প্লে–অফ জয়ী–১, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স।
গ্রুপ 'ই' : বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, প্লে–অফ জয়ী–২।
গ্রুপ 'এফ' : তুরুস্ক, প্লে–অফ জয়ী–৩, পর্তুগাল, চেক প্রজাতন্ত্র।

সোদপুরে আধুনিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বাংলায় প্রথমবার কোনও ক্লাবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অত্যাধুনিক অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক বসছে। রবিবার সোদপুর অ্যাথলেটিক কোচিং ক্যাম্পের মাঠে এই অত্যাধুনিক ট্র্যাকের উদ্বোধন করা হয়। জার্মানির ক্রীড়াবিজ্ঞানী ক্লাউন পিটার হাম এই ট্র্যাকের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন বাংলার চার অলিম্পিয়ান অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস, সুস্মিতা সিংহরায়, সরস্বতী সাহা, সঞ্জয় রাই। এছাড়াও ছিলেন অ্যাথলিট হরিশংকর রায়, মোহনবাগান যুব দলের কোচ বাস্তব রায়, দাবাড়ু নীলাশ সাহা সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

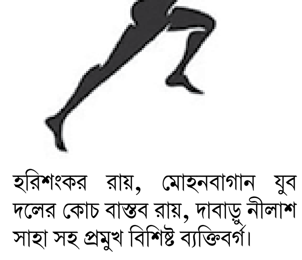

ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার দ্রোণাচার্য পুরস্কারজয়ী কোচ কুন্তল রায়ের প্রশিক্ষণে সোমার মতো বহু আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলিট উঠে এসেছে। এই অত্যাধুনিক ট্র্যাক বসানোর ফলে ক্লাবের উঠতি অ্যাথলিটরা আরও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ পাবে বলেই মনে করছেন ক্লাউন। আগামীদিনে আরও আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলিট বাংলাকে উপহার দেওয়াই লক্ষ্য সোদপুর অ্যাথলেটিক কোচিং ক্যাম্পের।

সেমিতে জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : আন্তঃজেলা বিদ্যালয় কাবাডিতে মেয়েদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ি। নদিয়াকে ৫২–৩০ পয়েন্টে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে তারা। এছাড়া প্রথম ম্যাচে উত্তর কলকাতাকে ৭০–৩০ পয়েন্টে হারায় জলপাইগুড়ি। সোমবার হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান ম্যাচের বিজয়ী জলপাইগুড়ির বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে খেলবে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

"কাজল সিংহ রায়
মৃত্যু :- ২২/১১/২০২৩

" নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই "
আগামী 05/১২/২০২৩ (মঙ্গলবার) মধ্যাহ্নে সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতি কামনা করি।

শোকাহত
উমা সিংহ রায় (স্ত্রী)
জিৎ সিংহ রায় (পুত্র)
মৌলি সিংহ রায় (কন্যা)
অভিষেক সিংহ রায়, (নাতি)
অভিদীপ সিংহ (নাতি)
ও পরিবারবর্গ
ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা -
উৎপল সিংহ (শ্যালক)
দুলাল সাহা, মানিক সরকার,
বল্লব মাহাতো, চন্দন সিংহ, বুলু সরকার,
দীপক সিংহ, শ্যামল সিংহ ।

নিজ বাসভবন, লালপুর, ত্রিমোহিনী, হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর

সিতাই হাইস্কুলের ক্রিকেট শুরু

সিতাই, ৩ ডিসেম্বর : সিতাই হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের ২০ দলীয় লিগ কাম নকআউট ক্রিকেট শুরু হল। রবিবার উদ্বোধনী ম্যাচে ১৯৯৯ প্রাক্তনী ৬১ রানে ১৯৯ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। ১৯৯৯ প্রাক্তনীর ১৬৫/২ স্কোরের জবাবে ১০৪/৭ রানে আটকে যায় ১৯৯৫ মাধ্যমিক ব্যাচ। ম্যাচের সেরা যিশুজিৎ রায়। পরের ম্যাচে ২০১৩ প্রাক্তনী ১৮ রানে ২০১১ প্রাক্তনীকে হারায়। ২০১৩ প্রথমে ব্যাট করে ১১৭/৫ রান তোলে। জবাবে ৯৯/৪ স্কোরে আটকে যায় ২০১১। ম্যাচের সেরা শামিম ইসলাম। এদিন খেলার উদ্বোধন করেন আয়োজক কমিটির সভাপতি নূর ইসলাম মিয়াঁ, সচিব শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অনিমেষ ভট্ট প্রমুখ।

ক্রিকেট দলবদল

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ও 'এ' ডিভিশন ক্রিকেটের দলবদল হতে চলেছে ৮–১০ ডিসেম্বর। সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষ জানিয়েছেন, ৮–৯ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারে জেলা ক্রীড়া সংস্থার দপ্তরে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। সেই সঙ্গে ১০ ডিসেম্বর জেলার বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবে ও ফালাকাটা টাউন ক্লাবেও দলবদল চলবে। ওই দলবদলে অংশ নিতে অবশ্যই আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দা ও বয়স ১৪ বছরের উর্ধ্বে হতে হবে।

জিতল ইটাহার

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রায়গঞ্জ আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে রবিবার ইটাহার স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস ৬৭ রানে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারায়। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে এদিন টসে জিতে ইটাহার ৩৮.৩ ওভারে ১৫৩ রানে অলআউট হয়। মুজাফফর আহমেদ ৩৬ ও সত্যজিৎ রায় ৩০ রান করেন। দেবাশীষ সাহা ৩৩ রানে ৩ উইকেট লাভ করেছেন। ভালো বোলিং করেছেন বিনয় ঝা (১১/২)। জবাবে অরবিন্দ ২১.১ ওভারে ৮৬ রানে আটকে যায়। অমিত রায় ও হৃদয় সরকার উভয়েই ১৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা দেবাশীষ রায় ২১ রানে ৪ উইকেট লাভ করেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা অমরনাথ বুরানওয়াল্লা - কে 09.10.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39G 76673 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত, আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত এই দুর্দান্ত সুযোগের জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছি। ডিয়ার লটারি থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি যা আমাকে অনেক সুখী এবং আর্থিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য করে তুলতে সাহায্য করবে।"

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের** পক্ষে **প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D–03/2003–08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in